বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১ -২২

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

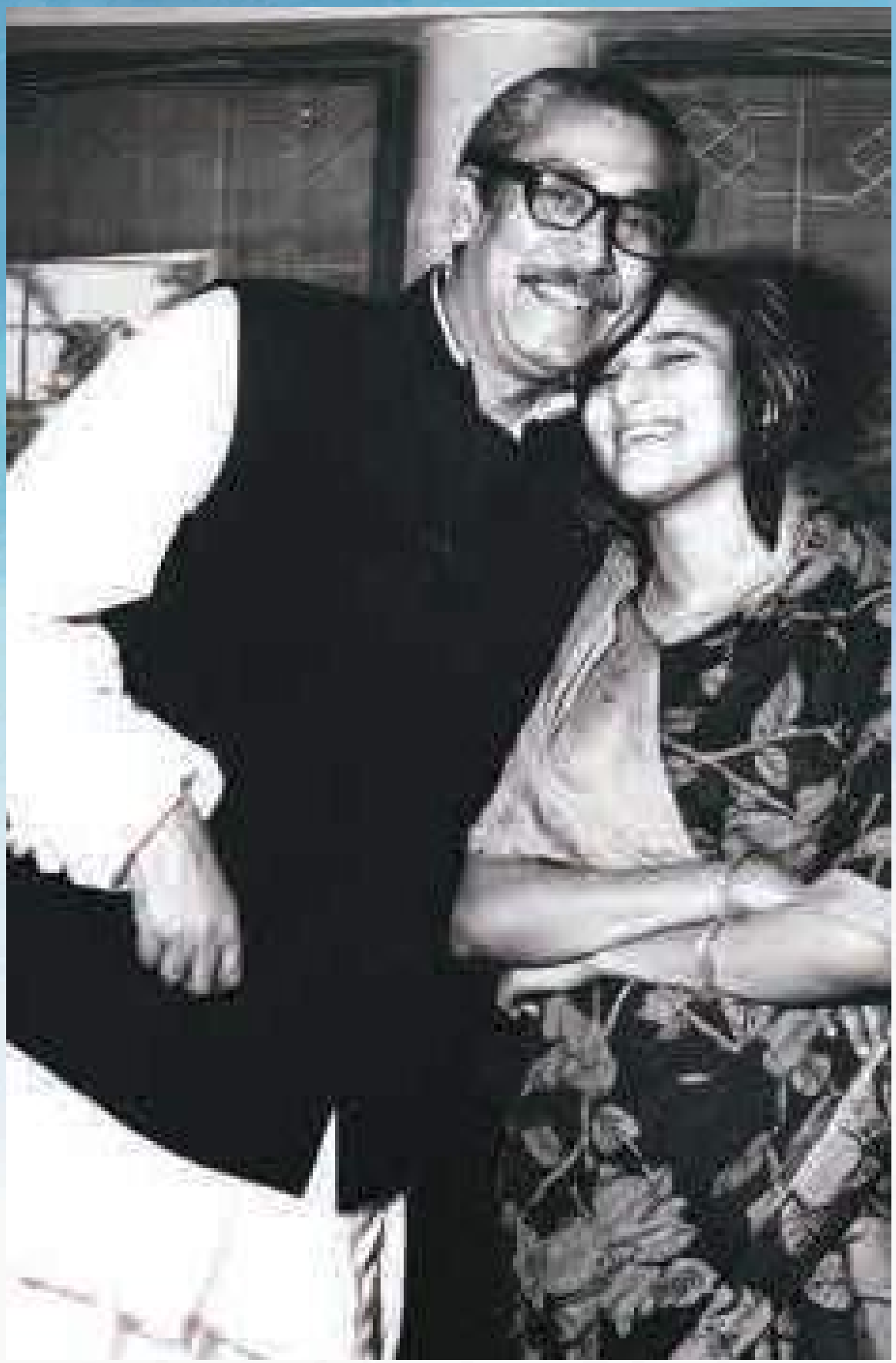

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর জেষ্ঠ্য কন্যা শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

জাহিদ ফারুক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নদীমাতৃক বাংলাদেশকে প্রকৃতি নিজের হাতে করেছে উর্বরা, সুজলা-সুফলা। বাংলার এই চিরায়তরূপ আর আপামর জনসাধারনের স্বপ্নকে ধারণ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে শুরুতেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন দেশকে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলায়।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২১-২২ সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহের কার্যক্রম প্রতিবেদন থেকে ধারণা লাভ করা যাবে বলে আশা করছি।

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নানা ঝুঁকিতে রয়েছে। এদেশের একটি রূঢ় বাস্তবতা হলো বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা। এর ফলে কখনো বন্যার কারণে কৃষকের ফসলহানি ঘটে, কখনো সেচের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রকৃতিগতভাবে এদেশের নদ-নদীর তলদেশে পলি জমে ভরাট হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের ফলে নদীতীরে ভাঙ্গন ও বন্যা দেখা দেয়। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে নিরলস ভূমিকা রাখছে।

বর্তমান সরকারের শাসনামলে এসব কার্যক্রমের পরিধি বহুগুণ বেড়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে গুণগত মানও। পরিকল্পনা, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাগুলোর কাজেও বেড়েছে গতিশীলতা। টেকসই উন্নয়ন ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত "ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মন্ত্রণালয় চলমান ও ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের উপর মূল্যায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫ম স্থান এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪র্থ স্থান অর্জন করেছে।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং সঠিক দিক নির্দেশনায় বর্তমান সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এদেশের সামগ্রিক পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন তথা সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। আর এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে নেয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(জাহিদ ফারুক, এমপি)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি
উপমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

নদীর প্রতি নিছক ব্যক্তিগত মুগ্ধতা নয়; নদী ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভেবেছেন সেই পঞ্চাশ দশক থেকেই। বলা যায় কেবল রাজনৈতিক দিক থেকে নয়, নদী-ভাবনার ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু স্পষ্টতই নিজের সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। তাঁর ভাবনায় ছিল "হোয়াংহো নদীর প্লাবন, ট্যানিসিভ্যালির তান্ডব ও দানিয়ুবের দুর্দমতাকে বশে আনিয়া যদি মানুষ জীবনের সুখ সমৃদ্ধির পথ রচনা করিতে পারে, তবে পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার মত শান্ত নদীকে আয়ত্ত্ব করিয়া আমরা কেন বন্যার অভিশাপ হইতে মুক্ত হইব না?"

বঙ্গবন্ধু দেশবাসীকে বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে ব্যাপক পূণঃনির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহন করার কথা ভেবেছিলেন। এজন্যে ব্যাপকভাবে উপকূলীয় বাঁধ ও ঘূর্ণিপ্রতিরোধী পর্যাপ্ত আশ্রয়স্থল নির্মাণ, সুষ্ঠু বিপদ সংকেত ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

নদীমাতৃক বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। জীবন-জীবিকাতে নদী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। ব-দ্বীপ অধিবাসীদের জীবন খুব সহজ নয়। তাই বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তার বাস্তব রূপায়ন। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রযুক্তিগত, কারিগরি ও আর্থসামাজিক ঐতিহাসিক দলিল। এই পরিকল্পনার রূপকল্প হচ্ছে- নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর বীর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় অবিরাম কাজ করে চলছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি)

রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

শুভেচ্ছা বাণী

সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বিগত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ড বিষয়ে সম্যক অবহিত। দশম জাতীয় সংসদের মেয়াদে (২০১৪-২০১৮) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মোট ৩৮টি বৈঠক আয়োজন করে। একাদশ জাতীয় সংসদ জানুয়ারী/২০১৯ থেকে শুরু হয়েছে এবং কোভিড অতিমারি সত্ত্বেও এ যাবৎ ২৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা, নিরীক্ষা করা এবং কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধিসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক এ পর্যন্ত ২৪টি বৈঠকে ১৩১টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটির পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ সকল বৈঠকের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এসব নির্দেশনা ও পরামর্শ মাঠ পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণে এবং সেগুলোর মানসম্মত বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাংখিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' নামে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত ৮০টি প্রোগ্রামের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এককভাবে ৪৫টি প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করবে। এই ৪৫টি প্রোগ্রামের মধ্যে ২৫টি প্রোগ্রাম ইতোমধ্যে ৫০টি প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে বন্যা, জলবায়ূ পরিবর্তনসহ আন্তঃঅঞ্চল পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নদী-ভাঙ্গন, নদী-ভরাট, লবাণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে বৃহৎ নদী সমূহের নাব্যতা ও ধারণক্ষমতা পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে।

বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের পানি সম্পদ খাতে চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ৭,৯৩৮.১৫ কোটি টাকা। তবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পগুলোকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে বর্তমান অর্থবছরে ছাড়যোগ্য বরাদ্দের পরিমাণ ৫,৩২৮ কোটি টাকা যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিভিন্ন নদ-নদী ও অন্যান্য জলাধারগুলো সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়ে সরকারের বাজেট বরাদ্দ এবং আমাদের সবার কর্মপ্রয়াস সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

SDG'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কার্যক্রম, বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন, পানি ইস্যুতে আন্তর্জাতিক বৈঠকে অংশগ্রহণ, সেমিনারসহ বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আশা করি এসব কর্মকান্ড ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

কবির বিন আনেয়ার, পিএএ
সিনিয়র সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ যুগে যুগে এ দেশের তরে জীবন উৎসর্গকারী সকল শহীদদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকনির্দেশসমূহ পাথেয় করে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নদী ব্যবস্থাপনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট বন্যার পূর্বাভাস এবং আগাম সতর্কবার্তা ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো), এটুআই, আন্তর্জাতিক তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক সংস্থা 'গুগল' এর সহায়তায় 'ডিজিটাল পদ্ধতিতে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা' তৈরি করেছে। এই উদ্যোগটি **ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১** অর্জন করেছে।

অধিকন্তু, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূল এবং নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যেতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী ভূমি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ড্রেজিংকৃত মাটি দিয়ে ভূমি পুনরুদ্ধার এবং তার টেকসই অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পরিকল্পিত বনায়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় **বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২** অর্জন করেছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রণয়নের নেপথ্যে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের জন্য অশেষ শুভকামনা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কবির বিন আনোয়ার, পিএএ

প্রকাশনা কমিটি

১।	**সৈয়দা সালমা জাফরীন** অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২।	**ফজলুর রশিদ** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৩।	**মোঃ মাসুক মিয়া** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৪।	**মোঃ দেলওয়ার হোসেন** মহাপরিচালক, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সদস্য
৫।	**মোহাম্মদ মুসা** যুগ্মসচিব (বাজেট অডিট), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	**মোঃ আলিম উদ্দিন** মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
৭।	**দিপান্বিতা সাহা** যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	**মো: মাহমুদুর রহমান** সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
৯।	**মো: রফিকুল ইসলাম চৌবে** প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১০।	**এ এইচ এম আনোয়ার পাশা** উপসচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১।	**মালিক ফিদা এ খান** নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস	সদস্য
১২।	**আবু সালেহ খান** নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম	সদস্য
১৩।	**মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান** প্রোগ্রামার, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪।	**মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক** যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

প্রকাশক

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ ১৫ অক্টোবর, ২০২২

মুদ্রণ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সম্পাদনা পরিষদ

১	**মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক** যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২	**মোঃ নাজমুল ইসলাম ভূইয়া** উপ-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	**মোহাঃ শাজাহান আলী** সিনিয়র সহকারি সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	**স. ম. আজহারুল ইসলাম** সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	**ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক** উপসচিব ও পরিচালক, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৬	**আরিফ ইকরামুল আজিম** সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৭	**মোহাঃ শহীদুল্লাহ কায়সার** সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	**মোহাম্মদ মাসুদ আলম** মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সদস্য
৯	**ড. মুনিরুজ্জামান খান** উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১০	**মোঃ আনোয়ার কাদির** নির্বাহী প্রকৌশলী, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
১১	**শংকর চন্দ্র সিংহ** এসোসিয়েট স্পেশালিষ্ট, সেন্টার ফোর ইনভারমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফোরমেশন সিস্টেম	সদস্য
১২	**মোঃ সামিউন নবী** ম্যানেজার (বিজনেস), ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং	সদস্য
১৩	**মুহাম্মদ শহিদ শিকদার** প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১৪	**আ. স. ম সুজা** সহকারী সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	**মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান** প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১

ভূমিকা ১
কর্ম-পরিধি ১
সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন ২
২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয় ৫
প্রশিক্ষণ ৫
SDGs বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের আইনসমূহ ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২১

ভূমিকা ২১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি ২১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০ ২১
পরিচালনা পরিষদ ২১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী ২২
সাংগঠনিক কাঠামো ২২
জনবল ২৪
পদ সৃজন ২৪
জনবল নিয়োগ ২৪
নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান ২৫
মানব সম্পদ উন্নয়ন ২৫
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ২৫
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ২৫
বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন ২৫
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২৫
২০২১-২০২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম ২৬
২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ ২৭
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ২৯
২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত ৩টি প্রতিশ্রুতি ২৯
২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ২৯
২০২১-২২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প ৩১
২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ৩১
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প ৩৪
বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা ৩৬
বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা ৩৭
সাম্প্রতিক সময়ে সম্পাদিত গবেষণা (উদ্ভাবনী) সমূহ ৪৪

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪৬
প্রকৃতি নির্ভর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ৪৮
বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ কৃষি ও পরিবেশ ৪৮
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম ৪৯
সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম ৪৯
পানি বিজ্ঞান (Hydrolog) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম ৫২
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ৫৬
ড্রেজার দপ্তরের কার্যক্রম ৫৯
যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৬১
অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৬২
শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা) ৬৩
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৬৩
জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ৬৫
কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট এর কার্যক্রম ৬৬
বাস্তবতার নিরিখে প্রযুক্তি নির্ভর কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ হিসেবে কেন্দ্রীয় জিআইএস পরিদপ্তরের অগ্রযাত্রা ৬৭
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম ৬৯
দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের ধারণা বাস্তবে রূপায়ণ ৭৭
ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১ লাভ ৮০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিবেদন ৮৪
এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান ৮৫
এক নজরে জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/ কর্মকাণ্ডের বিবরণ ৮৯
উপসংহার ৮৯
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২১-২০২২ সালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ৯১

তৃতীয় অধ্যায়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ৭৭

ভূমিকা ৭৭
ওয়ারপো'র কার্যপরিধি ও দায়িত্বসমূহ ৭৭
জনবল ৭৮
ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ ৭৮
বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ৭৮
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০২০-২০২১ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ ৭৯
২০২১-২২ অর্থবছরে ওয়ারপো'র বিভিন্ন প্রকল্পের বিবরণ ৮১
বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রমসমূহ ৮৬
২০২১- ২০২২ অর্থবছরে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম ৯৩
ওয়ারপো'র ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ৯৩

বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ওয়ারপো লাইব্রেরীতে নতুন সংযোজিত উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট, বই, নিউজলেটার ও জার্নালসমূহ ৯৩
বঙ্গবন্ধু কর্তার ৯৫
উত্তম চর্চা ১০০
উপসংহার ১০৫

চতুর্থ অধ্যায়: নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই) ১১৩
পরিচিতি ১১৩
নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী) ১১৩
নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো ১১৩
নগই পরিচালনা বোর্ড ১১৪
নগই'র কর্মকান্ড ও জনবল ১১৪
নগই'র পরিদপ্তর ভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১১৪
নগই'র সুবিধাদি ১২৪
নগই'র প্রকাশনা ১২৪

পঞ্চম অধ্যায়: যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ ১২৭
ভূমিকা ১২৭
গঠন ও জনবল ১২৭
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০২২ অনুযায়ী) ১২৮
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ (টিওএন্ডই)
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী ১২৯
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ ১৩০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ১৩৭
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) ১৩৭
প্রশিক্ষণ ১৩৭
২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ১৩৮

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৪১
ভূমিকা ১৪১
অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো ১৪১
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ১৪২
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ১৪৩
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ১৪৩
হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ১৪৪
হাওর ও জলাভূমি এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয় ১৫৯
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ১৫৯
ই-সেবা কার্যক্রম ১৬০
বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২২ উদযাপন ১৬০
উপসংহার ১৬০
ছবিতে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম ২০২১-২০২২ ১৬১

সপ্তম অধ্যায়: ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং ১৬৯

ভূমিকা ১৬৯
ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা ১৬৯
অধিক্ষেত্র ১৬৯
ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবল ১৭০
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ১৭০
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ১৭১
আইডব্লিউএম কর্তৃক সম্পাদিত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের তালিকা ১৭৫
আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা ১৭৬
আইডব্লিউএম কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়ন ১৮৬

অষ্টম অধ্যায়: সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস ২০১

পটভূমি ২০১
অধিক্ষেত্র ২০১
কাজের পরিধি ও বিশেষজ্ঞ জনবল ২০২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা ২০২
এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি ও মাঠপর্যায়ে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ ২০৩
আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO) কর্তৃক সনদ অর্জন ২০৫
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত এবং চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমীক্ষা/গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২০৬
পূর্ব গোপালগঞ্জে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের বিস্তারিত অধ্যয়ন ২০৭
মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ২১৫
২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক (বাংলাদেশের বাহিরে) আয়োজিত প্রশিক্ষণসমূহ ২১৬
সিইজিআইএস ভবন নির্মাণ প্রকল্প ২১৬
গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর-এ অবস্থিত সিইজিআইএস-এর জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২১৭
২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক দেশীয়/আন্তর্জাতিক পরিসরে চলমান/সম্পাদিত সমীক্ষাসমূহ ২১৮

পরিশিষ্ট-১ ২২৩

২০২১-২২ অর্থ-বছরের ৩০-০৬-২০২২ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ ২২৩

পরিশিষ্ট-২ ২৩৯

২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী ২৩৯

পরিশিষ্ট-৩ ২৪৫

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ২৪৫

পরিশিষ্ট-৪ ২৪৯

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খস্ড়া পরিকল্পনা ২৪৯

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

www.mowr.gov.bd

প্রথম অধ্যায়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা, আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব–দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনঃখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার বিষয়ে সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

কর্ম-পরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধি নিম্নরূপঃ

১. নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ;

২. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদীভাঙ্গন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

৩. সেচ, বন্যা-পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী;

৪. নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা বিষয়ে মৌলিক, প্রধান এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা;

৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা;

৬. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্স;

৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নদী ড্রেজিং, খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;

৮. ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা বিষয়ক কার্যাবলী;

৯. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলী;

১০. ভূমি পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যাবলী;

১১. লবণাক্ততা এবং মরুকরণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১২. হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংগ্রহ;

১৩. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্থায়ী কমিটি ইত্যাদি এবং অভিন্ন সীমান্ত নদী সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী;

১৪. আর্থিক বিষয়াবলীসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সচিবালয়;

১৫. মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ;

১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধির আওতায় বর্ণিত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে লিয়াজোঁ;

১৭. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ক আইন কানুন;

১৮. মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়াবলীর ওপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান;

১৯. আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়সমূহের উপর প্রযোজ্য ফি আদায়।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেইমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনঃ

- দুষ্প্রাপ্য পানির এলাকায় জরুরী সময়ে প্রাধিকারভিত্তিতে পানি বণ্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ; জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অগভীর স্তর অক্ষুণ্ন রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ;
- যে সব এলাকায় প্রতি বৎসর পানির স্বল্পতা দেখা দেয়, সে সব এলাকার খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- চরম খরাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;
- নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে একজন কেবিনেট মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ে একজন সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যথাঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন; বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) এর কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়াও, প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিব মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করেন।

মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৪টি অনুবিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো: (১) প্রশাসন অনুবিভাগ, (২) উন্নয়ন অনুবিভাগ, (৩) পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং (৪) বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ০১ অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব ও ০১ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার অধীন হিসাবরক্ষণ শাখায় ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ০১ জন সিস্টেম এনালিস্ট ও ০১ জন প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগ উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করে থাকে। উন্নয়ন অনুবিভাগে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০২ জন যুগ্ম-সচিব, ০৩ জন উপ-সচিব এবং ০২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্থানীয় অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড় করে থাকে। পরিকল্পনা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০৭ জন উপসচিব ও ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব কাজ করছেন।

বাজেট ও অডিট অধিশাখা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থাসমূহের বাজেট বরাদ্দ ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকে। বাজেট ও অডিট অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ০১ জন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন উপ-সচিব ও ০২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং ০১ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন।

জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো স্থায়ী-অস্থায়ী অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হলো ১২৬ জন। তন্মধ্যে ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা স্থায়ী-অস্থায়ী মোট ৩৮ জন, ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা মোট ২৬ জন, ১১তম থেকে ১৬তম গ্রেডের কর্মচারী স্থায়ী-অস্থায়ী মোট ৩০ জন, এবং ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী স্থায়ী-অস্থায়ী মোট ৩২জন রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণ

			অনুমোদিত পদ		
গ্রেড	ক্রমিক নং	পদের নাম	স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট
১ম-৯ম	১.	সিনিয়র সচিব/ সচিব	১	০	১
	২.	অতিরিক্ত সচিব	১	০	১
	৩.	যুগ্ম-সচিব	৩	০	৩
	৪.	উপ-সচিব	৭	০	৭
	৫.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	০	১
	৬.	প্রোগ্রামার	১	০	১
	৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	২০	০	২০
	৯.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
	১০.	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০	১
	১১.	সহঃ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিঃ	১	০	১
মোট (১ম-৯ম গ্রেড)			৩৭	০	৩৭
১০ম	১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৪	০	১৪
	২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১০	০	১০
	৩.	লাইব্রেরিয়ান	১	০	১
	৪.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
মোট (১০ম গ্রেড)			২৬	০	২৬
১১-১৬তম	১.	হিসাবরক্ষক	১	০	১
	২.	ক্যাশিয়ার	১	০	১
	৩.	সাঁট মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ	১২	০	১২
	৪.	কম্পিউটার অপারেটর	০	৪	৪
	৫.	অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ	১১	০	১১
	৬.	ডুপ্লেকেটিং মেশিন অপারেটর	১	০	১
মোট (১১তম-১৬তম গ্রেড)			২৬	৪	৩০
১৭তম-২০তম	১.	ক্যাশ সরকার	১	০	১
	২.	অফিস সহায়ক	৩২	০	৩২
মোট (১৭তম-২০তম গ্রেড)			৩৩	০	৩৩
সর্বমোট			১২২	৪	১২৬

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম (২০১৭-২০১৮)

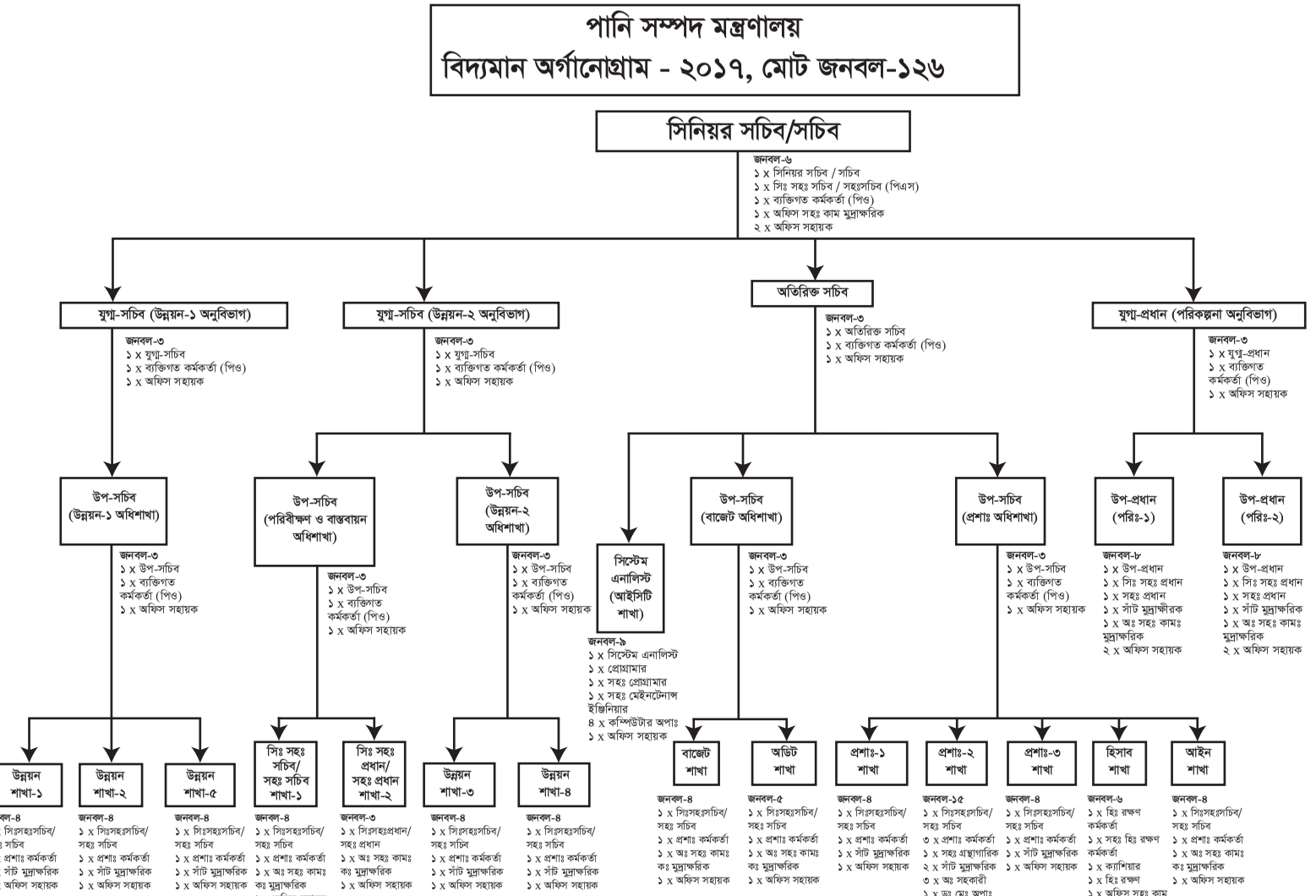

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়	২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০২১-২২ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
		পরিচালন	উন্নয়ন	পরিচালন	উন্নয়ন	
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২১২১৬৪.৮৫	৭৫৪৭৩৬.০০	২০৩৭০৫.১৫	৭১৭৪২৭.০০	
	সর্বমোট	২১২১৬৪.৮৫	৭৫৪৭৩৬.০০	২০৩৭০৫.১৫	৭১৭৪২৭.০০	

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ভৌত অগ্রগতি ৯৫.২৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.০৬%।

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

দেশে : ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ ১১৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশে : ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে বিদেশে প্রশিক্ষণঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি ২০২১-২২ অর্থ-বছরে বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেননি।

SDGs বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রূপান্তরিত "আমাদের পৃথিবীঃ ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এসডিজি' শিরোনামে গৃহীত প্রস্তাবনা অনুমোদন হয়েছে। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে সংস্থার সদর দপ্তরে তিন দিনের বিশ্ব সম্মেলনে এই লক্ষ্যমাত্রাসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহিত হয়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানরা এতে অংশ নিয়েছেন। জাতিসংঘের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো ১৫ বছরের এই বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসডিজি এর মূল স্লোগান হলো "Leaving no one behind"।

SDG এর ১৭টি অভীষ্টের আওতায় মোট ১৬৯টি টার্গেট অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১৬৯টি টার্গেটের মধ্যে ১টি টার্গেট (৬.৫-সূচক ৬.৫.১, ৬.৫.২) অর্জনে লীড, ২টি সূচক (সূচক ৬.৬.১, ৬.এ) অর্জনে কো-লীড এবং ২০টি টার্গেট অর্জনে এসোসিয়েট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এসংক্রান্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় SDG Data Tracker সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর সমূহে তথ্য-উপাত্ত প্রদানের পাশাপাশি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বতো সহযোগিতা প্রদান করছে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে মানুষের জীবন মান উন্নয়নের মাধ্যমে এসডিজি-৬ অর্জনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও SDG Mapping অনুসারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত টার্গেট ৬.৫-এর অধীন ইনডিকেটর ৬.৫.১ (Degree of integrated water resources management implementation (0-100)) এবং ইনডিকেটর ৬.৫.২ (Propotion of transboundary basin area with an operational arrangement for water cooperation) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে জাতিসংঘ, SDG Tracker-এ আপলোড করার নিমিত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-তে দাখিল করা হচ্ছে।

SDG ৬.৫.১ (সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা) সূচকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রয়াসে বাংলাদেশ এ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সর্বশেষ প্রতিবেদন (UN Water 2021) এশিয়ায় সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করেছে।

৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলাধীন কাঞ্চননালা খাল পুনঃখনন পরবর্তী কাজের স্থিরচিত্র।

সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলাধীন বড়বাঘা নদী পুনঃখনন পরবর্তী কাজের স্থিরচিত্র।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘ মেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" নামে একটি মহাপরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকার গত ০৪-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় (ECNEC) অনুমোদন করেছে। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় ২০১৭-২০৩০ অর্থ বছরে ছয়টি হট স্পটে (Hotspot) ৬৫টি এবং ক্রস-কাটিং (Cross Cutting) এর আওতায় ১৫টি অর্থাৎ মোট ৮০ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। **"৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)"** প্রকল্পটি "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" বাস্তবায়ন এর জন্য প্রস্তাবিত Cross-Cutting (CC) প্রকল্প তালিকার CC 1.43: Revitalization of khals all over the country এর প্রথম প্রকল্প। ইহা "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" এর লক্ষ্য-৪ এর অর্ন্তগত এবং লক্ষ্য-১, লক্ষ্য-২ ও লক্ষ্য-৬ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

১.০	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	মূল	: নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি: পর্যন্ত।
		১ম সংশোধিত	: নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত।
		২য় সংশোধিত	: নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত।
২.০	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় :	মূল	:২,২৭,৯৫৪.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি)।
		১ম সংশোধিত	:২,২৭,১১৩.৬৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)।
		২য় সংশোধিত	:২,২৫,৬৮৪.৮৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)।

৩.০ প্রকল্প এলাকা : প্রকল্পটি সারাদেশের ৮ টি বিভাগের ৬৪টি জেলার অর্ন্তগত ৩৭৫টি উপজেলা ও ২টি সিটি করপোরেশনের আওতার মধ্যে অবস্থিত।

৪.০ প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ (২য় সংশোধিত) : ছোট নদী-১০৯টি, খাল- ৫৩৩ টি ও জলাশয়-২৬টি, মোট ৬৬৮টি যার মোট দৈর্ঘ্য ৫২৬২.০৬৬ কি:মি:।

৫.০ ২০২১-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি : (ক) ভৌত অগ্রগতি: ৮০% (৪২৩৭ কি:মি:-পূর্ণ), (খ) আর্থিক অগ্রগতি: ৬২.১৭% (১৪০২৯৯.৭২ লক্ষ টাকা)।

৬.০ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা : (ক) ভৌত : ৮০০ কি:মি (পূর্ণ)- ২০%, (খ) আর্থিক : ৩২০১৯.০০ লক্ষ টাকা।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের আইনসমূহ

জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	অধ্যায়-৩	সকল উৎসের পানির উন্নয়ন, ব্যবহার, সুষম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকলের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, জনসাধারনের অংশগ্রহণ, টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয় বর্ণিত হয়েছে।
২	অধ্যায়-৪	নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, পানির অধিকার এবং বন্টন, সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি, পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পানি ও কৃষি, পানি ও শিল্প, পানি, মৎস সম্পদ ও বন্য প্রানী, পানি ও নৌ-চলাচল, পানি বিদ্যুৎ ও বিনোদনের জন্য পানি পরিবেশের জন্য পানি, হাওড়-ভাওড়, বিল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।
৩	অধ্যায়-৫	প্রাতিষ্ঠানিক নীতি আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন- ২০০০

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৩(২)	বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন, অধিকার রাখা ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ডের নামে উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।
২	৫(১)	বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ- এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং ধারা ৬-এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে বোর্ড সমগ্র বাংলাদেশ অথবা উহার যে কোন অংশে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
৩	৬(১)	বোর্ডের কার্যাবলীঃ- সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি মহাপরিকল্পনার আলোকে এবং এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
৪	৭	বোর্ডের সাধারণ পরিচালনাঃ- বোর্ডের বিষয়াদি ও কার্যাবলীর সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং বোর্ড যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে পরিষদ ও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে।
৫	৮	পরিষদের গঠনঃ- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
৬	১২(১)	মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকঃ- সংস্থার একজন মহাপরিচালক ও অনধিক পাঁচজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক থাকিবে।
৭	১২(২)	মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
৮	১৪(১)	কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগঃ- বোর্ড উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
৯	১৫(১)	ভবিষ্যত প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনাঃ- জাতীয় পানি নীতির বিধান অনুসারে এবং উপ-আঞ্চলিক ও স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় বোর্ড কেবল ১০০০ হেক্টরের অধিক আয়তন বিশিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করিবে।
১০	১৬(১)	বিদ্যমান প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা হস্তান্তরঃ- অনূর্ধ্ব ১০০০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট এফসিডি ও এফসিডিআই প্রকল্পের মালিকানা পর্যায়ক্রমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং যে সমস্ত প্রকল্প উহাদের সুবিধাভোগীদের স্বার্থে গঠিত সংগঠনসমূহের দ্বারা ইতোমধ্যে সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে সেইগুলি সর্বপ্রথম হস্তান্তরিত হইবে।

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১১	১৯(১)	বার্ষিক প্রতিবেদনঃ- বোর্ড প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তৎকর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসর সংক্রান্ত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে যাহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে গৃহীত উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত কর্মসূচী, প্রাক্কলিত ও প্রকৃত আয় ও ব্যয়, সাফল্য নিরূপণের জন্য নির্ধারিত প্রধান নির্ণায়কসমূহের আলোকে অর্জন এবং সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের হাল অবস্থা এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থার উপর বিশ্লেষণ থাকিবে।
১২	২০	বোর্ডের কার্য পরিচালনার জন্য উহার একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ ইত্যাদি উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে।
১৩	২১	বাজেটঃ- বোর্ড প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট এবং রাজস্ব বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে বোর্ডের কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা আইন- ১৯৯২

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৫	সাধারণ পরিচালনা- সংস্থার সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সংস্থা যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবে।
২	৬	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (সভাপতি হইবেন), পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য (সহ-সভাপতি হইবেন), সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সচিব ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে।
৩	৭	সংস্থার কার্যাবলী- পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার, জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ, পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান, সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং পরামর্শ প্রদান, পানি সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নীত করা, তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচান করা, আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন করা, এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
৪	৮(১)	মহাপরিচালক ও পরিচালক- সংস্থার একজন মহাপরিচালক ও অনুন্য দুইজন পরিচালক থাকিবে।
৫	৯(১)	কার্যনির্বাহী পরিষদ- সংস্থার একটি কার্য নির্বাহী পরিষদ থাকিবে, যাহা একজন চেয়ারম্যান ও অনূন্য দুইজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
৬	১২(১)	সংস্থা-তহবিল- সংস্থার একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকারের অনুদান, অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত দান ও অনুদান এবং সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ জমা হইবে।
৭	১৪(১)	হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা- সংস্থা যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।
৮	১৫	সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী- সংস্থার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সংস্থা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
৯	১৭(১)	প্রতিবেদন- প্রতি বৎসর ৩০ জুনের মধ্যে সংস্থা তৎকর্তৃক উহার পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর আইন- ১৯৯০

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৬(১)	পরিচালনা বোর্ড- পরিচালনা বোর্ড সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (সভাপতি হইবেন), চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর; সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন জাতীয় সংসদ সদস্য; সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
২	৭	ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী- ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নদী প্রশিক্ষণ, নদীর ভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নকশা প্রণয়ন, নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা গানিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা, নদী প্রশিক্ষণ, ও ভাঙ্গন রোধে উপকরণ পরীক্ষা ইত্যাদি।
৩	১০(১)	ইনষ্টিটিউটের তহবিল- ইনষ্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকার কর্তৃক, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ইত্যাদি জমা হইবে।
৪	১৪(১)	মহাপরিচালক- ইনষ্টিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন।

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা- ২০১৮

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৩(১)	সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার্য পানি অধিকার-পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের লক্ষ্যে ধারা ৩ এবং এই বিধিমালার অধীন পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করিবে।
২	৪(১)	জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার- ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উহার কার্যপরিধির আওতাধীন আন্তঃদেশীয় নদী ও অন্যান্য পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করিবে এবং উহা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার (NWRD) এ সংরক্ষণ করিবোর জন্য সরবরাহ করিবে।
৩	৫(১)	জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন- ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত বিষয়াদিসহ জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন এবং উহা, সময় সময়, হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে, সরকারের পক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে ১ (এক) টি খসড়া প্রণয়ন করিবে।
৪	৮(১)	প্রতিপালন আদেশ জারির পদ্ধতি- ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এবং ধারা ৪২ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নির্বাহী কমিটি এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক ফরম- ১.১ এ প্রতিপালন আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে।
৫	৯(১)	অপসারণ আদেশ জারির পদ্ধতি- যদি কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদের উপর এমন কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণ করে যাহা জলস্রোতের স্বভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে বা উহার গতিপথ পরিবর্তন করে, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই বিধিমালা অনুযায়ী, উক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উক্ত জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ফরম-২.১ এ অপসারণ আদেশ জারি করিতে পারিবেন।
৬	১০(১)	স্থাপনা বা ভরাট কার্যক্রম অপসারণের বা আদায়ের পদ্ধতি- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এবং বিধি ৯ এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লেখকৃত অপসারণ ব্যয় পরিশোধের জন্য দায়ী হইবে।
৭	৮ম অধ্যায়	প্রকল্প ছাড়পত্র: প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ- (ক) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ক্ষেত্রে, মহাপরিচালক; (খ) জেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক; (গ) উপজেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা; এবং (ঘ) ইউনিয়ন কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

ক্রঃ নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
	১৪(১)	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ (ক) জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (খ) উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (গ) ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮	২১(১)	কারিগরি কমিটিসমূহ গঠন প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নে কারিগরি কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।
১২	৯ম অধ্যায়	পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং উহার ব্যবস্থাপনা;
১৩	১০ অধ্যায়	ভূগর্ভস্থ পানি সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
১৪	১১ অধ্যায়	জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ;
১৫	১২ অধ্যায়	সুরক্ষা আদেশ;
১৬	১৩ অধ্যায়	প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা আরোপের পদ্ধতি;

১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার পক্ষে যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক মহোদয়ের নিকট থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১ এর কারিগরি- সরকারি পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে পুরস্কার গ্রহণ করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার মহোদয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ মহোদয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা এমপি সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা বন্যাকবলিত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। এসময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা এমপির সাথে পরিদর্শনে ছিলেন, পনি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়েরর সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার।

২৩ জুলাই, ২০২২ ইং তারিখে প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় তৃতীয়বারের মত বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২২ পাওয়ায়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২২ পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একে এম এনামুল হক শামীম এর হাতে তুলে দেন।

২৭ জুন, ২০২২ ইং তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ এর মূল্যায়নে সর্বোচ্চমান অর্জনের স্বীকৃতি (সংস্থা পর্যায়) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা সমূহের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ এর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।

২৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখ, পানি ভবনে মাননীয় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি মহোদয়ের সাথে European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management H.E. Mr. Janez Lenarcic ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অ্যাম্বাসেডর ও হেড অব ডেলিগেশন মান্যবর চার্লস স্ট্যুয়ার্ট হুইটলি এর নেতৃত্বে ইউরোপিয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন।

২১ এপ্রিল, ২০২২ তারিখ পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি মহোদয় সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হাওর ও ক্লোজার পরিদর্শন করেন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিদর্শনের লক্ষ্যে নির্মিত জলযান সমূহের শুভ উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি ও পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম, এমপি।

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম, এমপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন "পদ্মা বহুমুখী সেতুর ভাটিতে মুন্সীগঞ্জ জেলার পৌহজং ও টংগিবাড়ী উপজেলাধীন বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে "শুভ উদ্বোধন" করেন।

৩০ এপ্রিল ২০২২ ইং তারিখে নড়িয়া-সখিপুর এর সুরেশ্বর, চন্ডিপুর, মুলফৎগঞ্জ, নড়িয়া, আলুবাজার, গৌরাঙ্গ বাজার, উত্তর তারাবুনিয়া সহ সকল লঞ্চ ঘাট এবং স্পীড বোট ঘাটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকান্ড ও যাত্রী সেবা মান নিশ্চিত করার লক্ষে বিভিন্ন লঞ্চ ঘাট এবং পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম, এমপি মহোদয়।

৮ এপ্রিল, ২০২২ তারিখ সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার চ্যাপ্টীর হাওরের বৈশাখী কাড়া বাঁধের ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম, এমপি।

মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি ও পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম, এমপি।

মাদারীপুর আড়িয়াল খাঁ নদী তীর রক্ষা প্রকল্পের কর্মযজ্ঞ পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার।

১৫ এপ্রিল ২০২২ ইং তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার মহোদয় সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করেন।

১৫ এপ্রিল ২০২২ ইং তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার মহোদয় সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করেন।

৪ জুন ২০২২ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত রক্ষা প্রকল্প পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার।

৪ জুন ২০২২ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত রক্ষা প্রকল্প পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার শরিয়তপুরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

নড়িয়া, শরিয়তপুর।

যমুনা নদী তীর রক্ষা প্রকল্প, জামালপুর।

নড়িয়া, শরিয়তপুর।

জয় বাংলা এভিনিউ, নড়িয়া, শরিয়তপুর।

মেঘনা শাখা নদী রক্ষা প্রকল্প, বরিশাল।

মেঘনা শাখা নদী রক্ষা প্রকল্প, বরিশাল।

হাওড় রক্ষা বেড়িবাঁধ, সুনামগঞ্জ।

আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প, শিবচর, মাদারীপুর।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

www.bwdb.gov.bd

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টি জনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, দেশের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীসমূহ ভাঙ্গনের কবল থেকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে, ১৯৭২ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই, ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারি করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্ত ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৯টি জোনে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জোনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছেন।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ (বারো) জন সদস্য সমন্বয়ে এ পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

১. নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;

২. সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;

৩. ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;

৪. নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদী ভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ সংরক্ষণ;

৫. উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;

৬. লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমন;

৭. সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলি

১) বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;

২) পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;

৩) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;

৪) বোর্ডের কার্যাবলির উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;

৫) বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পানি সেক্টরের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দপ্তরসমূহের বিস্তারিত নিম্নের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

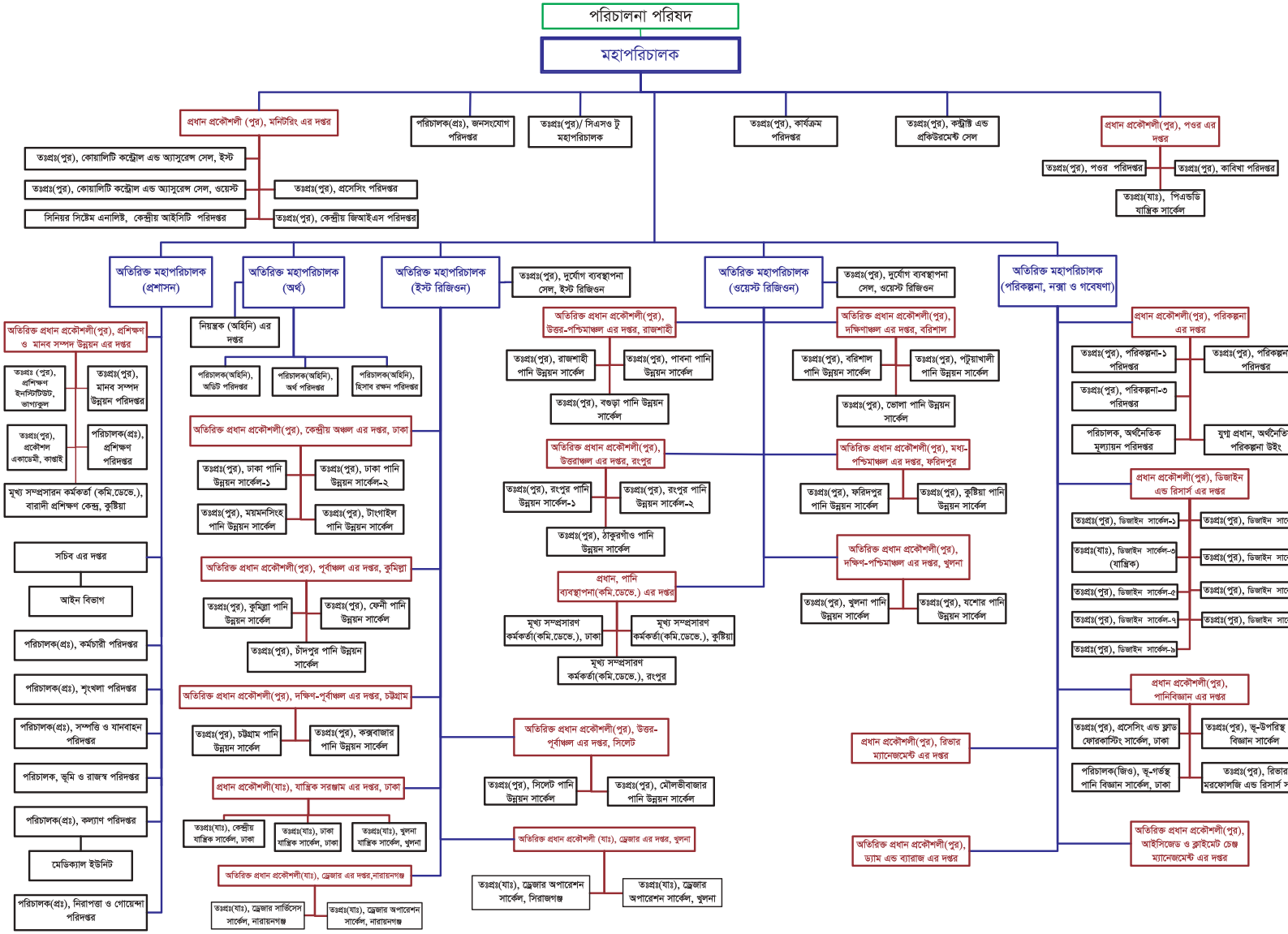

জনবল

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ মোতাবেক তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে সৃষ্টি হয়। শুরুতে এর অনুমোদিত জনসংখ্যা ছিল ২৪,৩৬৮ জন। সৃষ্টির পর থেকে বিভিন্ন সময় সংস্থাটির জনবল হ্রাস করা হয়। ১৯৮৫ সালে সংস্থার জনবল এনাম কমিটির মাধ্যমে ১৮০৩২ জনে অবনমন করা হয়। অতঃপর ১৯৯৮ সালে এর জনবল ১৮০৩২ থেকে কমিয়ে ৮৯৩৫ জন করা হয়। তন্মধ্যে গ্রেড-১ হতে গ্রেড-৯ এর পদ ৯৮৬টি, গ্রেড-১০ এর পদ ৮২০টি, গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-১৬ এর পদ ৩১২৩টি এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ এর পদ ৪০০৬টি। পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪ ক্যাটাগরীর ১২৬৩৮ জন জনবল সম্বলিত Need Based Set-Up এর মধ্যে চূড়ান্ত ভেটিংকৃত ১৫১ ক্যাটাগরীর ১১,৮৭২ টি পদ সৃজনে সরকারী আদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাকী ১৩ ক্যাটাগরীর ৭৬৬ টি পদের গেজেট প্রকাশের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পদ সৃজন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ নদীসমূহে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে জনবল হ্রাস ও বর্তমানে বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে মোতাবেক ২০১০ সালে সর্বমোট ১৫০৬৭ পদের জন্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে Need Based জনবল কাঠামোর প্রস্তাবনা দেয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা পূর্বক ৬৪৫৯টি নতুন পদ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর ও ড্রেজার পরিদপ্তর নতুনভাবে অন্তর্ভূক্তকরণ পূর্বক) অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজন এবং বাপাউবো'র অনুমোদিত ৮৯৩৫টি পদ হতে ১৮০০টি পদ বিলুপ্তিসহ সর্বমোট ১৩৫৯৪ পদ এর সম্মতি জ্ঞাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয় ৫৫০৩টি পদ সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্ত করে মোট ১২৬৩৮টি পদের সুপারিশ করে। এছাড়াও ৫৯৫টি আর্মড গার্ড (আনসার) এর পদ অঙ্গীভূতকরণের (Embodiment) মাধ্যমে পূরণ করার সুপারিশ থাকায় মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২৩৩টি। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৫ অনুসারে জনবল	গেজেট '৯৮ অনুসারে জনবল	বাপাউবো'র Need Based সেট-আপ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	
				জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	১২০২৮	১১৮৭০
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	৪২৫	৩৬০
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	১১৪১	১০০৩
৪।	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	১৮০৩২	৮৯৩৫	১৩৫৯৪	১৩২৩৩

জনবল নিয়োগ

পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গতিশীল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগের কাজ চলমান আছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	গ্রেড	Need Based সেট-আপভূক্ত পদের সংখ্য	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০২১-২০২২ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর' ২২ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদসংখ্যা
১	১ হতে ৯	১,৪২৭	৯৬৮	২২	৪৫৯	১৩
২	১০ হতে ১২	১,১৯৮	৯২৩	১৩৯	২৭৫	৩১
৩	১৩ হতে ১৬	৪,২৩২	২,৮৩৯	৯৭	১,৩৯৩	১৬৩
৪	১৭ হতে ২০	৫,৭৮১	৩,৮২১	০০	১,৯৬০	০০
	মোট	১২,৬৩৮	৮,৫৫১	২৫৮	৪,০৮৭	২০৭

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।
৮২ জন	১৮ জন	১০০ জন	-	-	-	

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত মানের উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	২০২১-২২	৮০	১৬২৩	১৫৯১৪

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	তুরস্ক, ভারত, নেদারল্যান্ডস, জার্মানী, ডেনমার্ক	৬	২৪	৪৪৯

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সরকারের উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০০৯-২০২২ বছরসমূহে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা, সিডা, ওপেক, চীন প্রভৃতি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে ঋণ বা অনুদান সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী/ দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সংক্রান্ত কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বিগত বছরসমূহে এ সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। এছাড়াও, বর্তমান উন্নয়ন বান্ধব সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন মাইলফলক অতিক্রম করায় নিজ অর্থায়নে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এহেন প্রেক্ষাপটে বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের পরিচালন বাজেট থেকে আসে। বিগত কয়েক বছরে পরিচালন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলো হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষায় ও টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ-বছর হতে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সীমিত ব্যয়ের প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০২১-২২ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প ছিল ৮১টি। এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৬৬৭৫.৭৬ কোটি টাকা। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে ২৮টি নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়ে মোট প্রকল্প সংখ্যা দাড়ায় ১১৩টি। তন্মধ্যে ১০১টিই বিনিয়োগ প্রকল্প (৯২টি জিওবি ও ৯টি বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট) ও ১২টি জিওবি অর্থায়নে সমীক্ষা প্রকল্প। আরএডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়ায় ৭৫৪০.৪১ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৫.২৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.০৭% (বরাদ্দের বিপরীতে)। (বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট-১)। ২৮টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ-বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	অগ্রগতি (অর্থছাড়ের %)
স্থানীয়	৬৮০৭.৯৮	৬৭৬৪.১০	৬৫৭৯.৬৭	৯৬.৬৫%	৯৭.২৭%
প্রকল্প সাহায্য	৭৩২.৪৩	৬৩৭.০০	৫৮৮.৬৭	৮০.৩৭%	৯২.৪১%
মোট	**৭৫৪০.৪১**	**৭৪০১.১০**	**৭১৬৮.৩৪**	**৯৫.০৭%**	**৯৬.৮৬%**

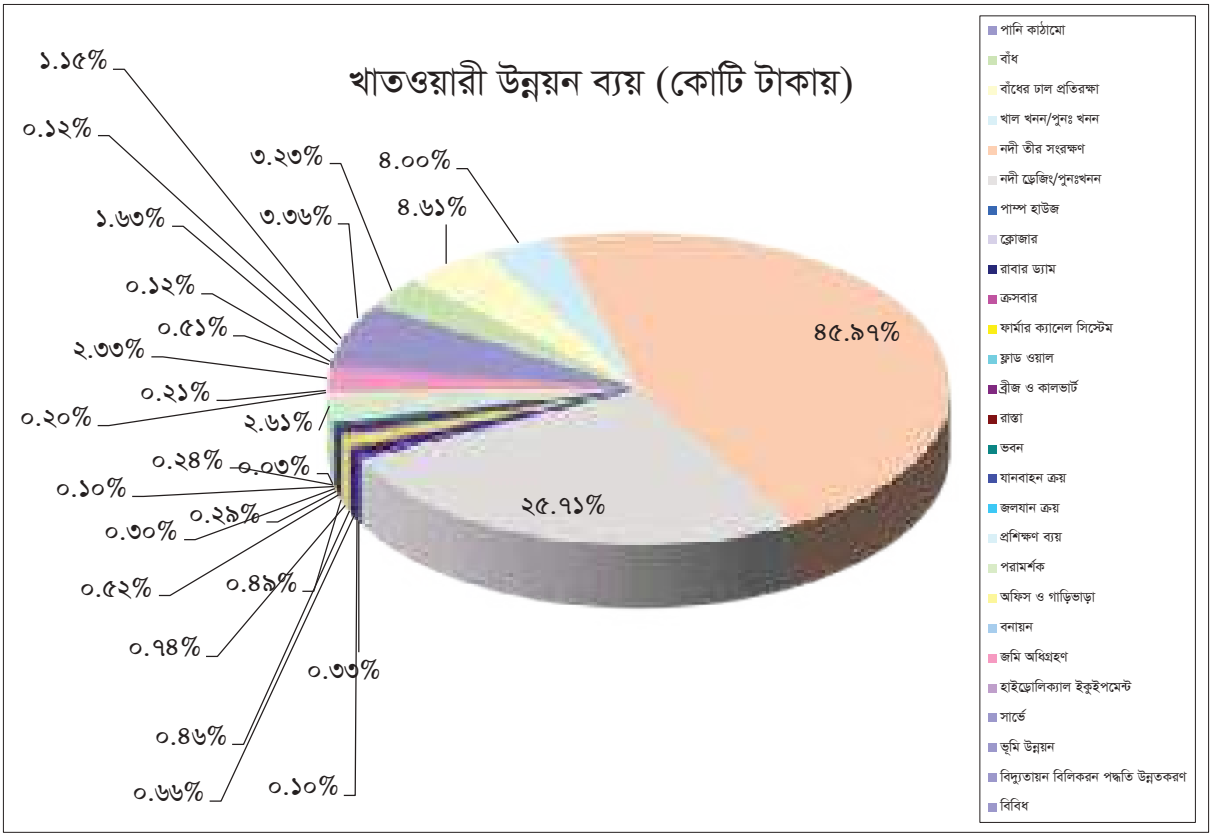

২০২১-২০২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০২১-২২ অর্থ বছরের আবর্তক ব্যয়ের আওতাধীন পরিচালন ব্যয় বাবদ বাজেট বরাদ্দ ২০৬২,৩৮,১৬,০০০/-/- টাকা এবং ব্যয় ১৯৮৮,৪৩,১৮,৫৯০.৮৩/- টাকা। পরিচালন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরনী নিম্নরুপঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	গৌণ খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
ও এন্ড এম খাতের বরাদ্দ ঃ				
১	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ মঞ্জুরী	৪,৪৫৪.৪৯	৩,৭৯৮.৯৪
২	৩২৫৮১০৬	আবাসিক ভবন	৩,০০০.০০	২,৯৪৮.৬১
৩	৩২৫৮১৩৭	বাঁধ	১১৫,০০০.০০	১১৩,৮৩৪.৪৪
৪	৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	১,৫৭৮.০০	১,৫৭৭.৪১
৫	৩৮২১১০৩	পৌর কর	৭১৩.০২	৬৯০.৫৩
		উপমোট (ক)	**১২৪,৭৪৫.৫১**	**১২২,৮৪৯.৯৩**
৬	৩২৫৭১০৪	জরিপ	২০৫০.০০	২০৪৬.২৪
		উপমোট (খ)	**২০৫০.০০**	**২০৪৬.২৪**
সংস্থাপন খাতের বরাদ্দ ঃ				
৭	৩৬৩১১০১	বেতন ও ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৩৬,১৯৭.২৪	৩২.৮৭৬.২৮
৮	৩৬৩১১০৩	পন্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	১০,৫৭১.৯৯	৮,৬৩১.১০
৯	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান বাবদ সহায়তা	৬৫.০০	৩৯.৮৪
১০	৩৬৩১১০৪	পেনশন ও অবসর সুবিধা বাবদ সহায়তা (নিজস্ব আয় সহ)	৩০,৫০০.০০	৩০৪৬২.০৬
১১	৩৬৩১১০৮	গবেষণা অনুদান বাবদ সহায়তা	৮০.০০	১১.৬৫
১২	৩৬৩২	মূলধন অনুদান বাবদ সহায়তা	২,০২৮.৪২	১,৯২৬.০৮
		উপমোট (গ)	**৭৯,৪৪২.৬৫**	**৭৩,৯৪৭.০১**
		সর্বমোট (ক+খ+গ)	**২০৬,২৩৮.১৬**	**১৯৮,৮৪৩.১৮**

২০২১-২২ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ

২০২১-২২ অর্থ-বছরে আরএডিপি বরাদ্দ হতে ১৭৩৪.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সর্বোচ্চ ২৮টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪
	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		
১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০২২)	১১২৫৫৯.৩৩	৮৯২৪৬.৪০
২	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চর আলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	৫০০৫.৯১	৪৪৮২.৭০
৩	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	৩২০৮৫.৯১	২৬২৭৬.৩৩
৪	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় ডিংগাপোতা হাওরের অভ্যন্তরে খাল পুনঃখনন ও ফসল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)	৫৩৪৯.১৯	৪৫১৩.৪৩
	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		
৫	কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	৪৯৮৯.৪৬	৪৩৮২.৮৫
৬	লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৪০২৭.৭১	৩৭৭৮.২৬
	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		
৭	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পূনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই,২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	২৯৩৬০.৬৯	২৮৩১৩.৪৭
৮	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	২১৯৩০.৮৩	১৯৯১৩.৯৪
৯	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	১৫৬৭৬.৯০	১৫২৩৩.২৩
১০	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপরীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	১৫১৮৮.৯০	১৪৯৬৮.২৩
	উত্তরাঞ্চল, রংপুর		
১১	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	৩১৪৯৬.৮০	২৬৭৩৪.৫৭
	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		
১২	জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	১৩৬৪৭.৪৪	১২৭০৮.২৩
	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		
১৩	ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৩৩০৪৭.৫৭	২৯৯৯৮.৫৫

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪
১৪	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	৩৭৬২৮.১২	৩৭৫৬১.৪২
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		
১৫	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	৪৫৪৪.৩৪	৩৭৯৪.৫০
১৬	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৩৮৪১৯.২৭	৩৭৫৬৮.৯০
১৭	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৩৩৯৮.৫৬	৩১৬৪.২৯
১৮	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৩৯৩৬০.০০	৩৪৫৭৪.৮৪
১৯	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৪৮৫৭৪.৪৮	৪৮২৫৮.৫০
	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		
২০	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং- ৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	২০১৫৪.৩৬	১৯৪৭৭.৯৫
২১	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	১৮৭৯৪.১৬	১৭৫১২.৮৩
	বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ		
২২	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	৬৬৩০৭.৯৫	৬০৩৩৬.৯০
	বিশেষ প্রকল্পসমূহ		
২৩	বরিশাল জেলার কারখানা, বিষাই ও পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে শেখ হাসিনা সেনানিবাস এলাকা রক্ষার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জানুয়ারী, ২০২২ হতে জুন,২০২২)	২৩৭.০৫	২৩০.১৭
২৪	বাপাউবো'র স্থাপনাসমূহে প্রয়োজনীয় আবাসিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (জুন, ২০২১ হতে জুন, ২০২২)	৪৯৭.০৩	৪৮৮.০৯
২৫	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২)	৪৯৬.৬৪	৪৭৮.৮২
২৬	চাঁদপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (সেপ্টেম্বর, ২০২১ হতে জুন, ২০২২)	৪৯৬.০০	৪৭৭.৬৩
২৭	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলায় প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল বিনির্মাণে ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরক্ষাকল্পে নিমিত্ত বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন, ২০২২)	২৮২.৩৮	২৭১.০২
২৮	Updating feasibility study for Kurigram Irrigation Project (North and South unit) (জুলাই, ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২২)	৪৯৮.৬০	৪৮৬.৩৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন

বাস্তবায়ন স্ট্যাটাস	মোট বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতি সংখ্যা	জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়িত	২০২১-২২ বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত	জুন, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়িত
সমাপ্তকৃত	৫০	৩৭	৩	৪০
বাস্তবায়নাধীন		৮		৭
ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন		৪		২
সমীক্ষা শেষে ডিপিপি প্রণয়ন হবে এরূপ		১		১

২০২১-২২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত ৩টি প্রতিশ্রুতিঃ

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত প্রকল্প
১	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া, আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়ন (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায়, মোল্লারহাট কলেজে মাঠে)	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প
২	জয়পুরহাট জেলার ছোট যমুনা, তুলসীগঙ্গা, ও শ্রী নদী পুনঃখনন এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ (২২/০১/২০১২ তারিখে জয়পুরহাট সফরকালে)	জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প
৩	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ (৩১/০৩/২০১১ তারিখে ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে)	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চর আলগী ইউনিয়নের চর্তুদিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প

২০২১-২২ অর্থ-বছরে সমাপ্তকৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

➢ ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ (১ম সংশোধিত)।

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ,২০২২
প্রকল্প এলাকা ঃ ভোলা
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৪৮৫৭৪.৪৮ লক্ষ টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ৪৮২৫৮.৫০ লক্ষ টাকা
অবকাঠামো ঃ

নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ	-	৩.২০০ কিঃমিঃ
বাঁধ পুনরাকৃতিকরণসহ ঢাল সংরক্ষণ	-	৩.০০০ কিঃমিঃ
তেঁতুলিয়া নদী ড্রেজিং	-	১১.১০০ কিঃমিঃ
পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ	-	৭ টি
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	-	৬ টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- নদী তীর সংরক্ষণ এবং বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গন রোধ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।
- নদী ড্রেজিং এর ফলে নদীর পানি পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলশ্রুতিতে নদী ভাঙ্গন রোধ, স্বাভাবিক নাব্যতা সুরক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ সম্ভব হয়েছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টি নিশ্চিত করা।
- টেকসই পদ্ধতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

➢ যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২
প্রকল্প এলাকা ঃ গাইবান্ধা

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৩১৪৯৬.৮০ লক্ষ টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ২৬৭৩৪.৫৭ লক্ষ টাকা

অবকাঠামো ঃ

- নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ - ৫.৮৫৯ কিঃমিঃ
- নদী ড্রেজিং কাজ - ৬.৩২০ কিঃমিঃ
- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ - ২২.৫১০ কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ সম্পাদন করে আনুমানিক ৪০০ হেক্টর আবাদী জমি রক্ষাসহ ভাঙ্গন কবলিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা করা হয়েছে।
- গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীরবর্তী এলাকায় ২২.৫১ কিঃ মিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ।
- ফুলছড়ি উপজেলায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের গণকবর রক্ষা করা হয়েছে।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৩০০ হেক্টর ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।

➢ ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন, ২০২১
প্রকল্প এলাকা ঃ খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় ২২টি পোল্ডার।
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৬৬৩০৭.৯৫ লক্ষ টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ৬০৩৩৬.৯০ লক্ষ টাকা

অবকাঠামো ঃ

- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ - ৩৩০ কিঃমিঃ
- বিকল্প বাঁধ নির্মাণ - ২০.৫৮ কিঃমিঃ
- ইন্টেরিয়র ডাইক পুনর্বাসন - ২১ কিঃমিঃ
- খাল পুনঃখনন - ৫৪৫ কিঃমিঃ
- ড্রেনেজ স্লুইস/রেগুলেটর নির্মাণ - ৩১ টি
- ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ - ১৭ টি
- ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ - ৮ টি
- ইনলেট পুনর্বাসন - ২৩৫ টি
- গেটসহ ড্রেনেজ/ ফ্লাশিং স্লুইস/ রেগুলেটর পুনর্বাসন - ১৮৬ টি
- কালভাট নির্মাণ - ৩২ টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- উপকূলীয় এলাকায় গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পোল্ডারসমূহের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে।
- পোল্ডার এলাকায় বন্যা ও লবণাক্ততা প্রতিরোধ এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত এর মাধ্যমে পোল্ডারসমূহে ফসল, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বন্যা ও লবণাক্ততা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে যার ফলে জনগণের জীবন-জীবিকাসহ সার্বিক উন্নয়ন সাধন এবং স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমুহকে উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

➢ নীলফামারী জেলার চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ এপ্রিল,২০১৯ হতে জুন, ২০২৩
প্রকল্প এলাকা ঃ নীলফামারী জেলার নীলফামানী সদর, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ উপজেলা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৬৯১৮.৪১ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৫৬.৬২%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- নীলফামারী জেলার সদর উপজেলাধীন চাপড়া ইউনিয়ন এবং কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে লুপ-কাটিংসহ চারালকাটা নদীর ভাঙ্গন রোধ।
- জলঢাকা উপজেলায় বুড়িতিস্তা নদীর ডান ও বাম তীরের ভাংগন হতে বুড়িতিস্তা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষাকরণ।
- প্রকল্প এলাকায় বন্যার প্রকোপ হ্রাসপূর্বক খাদ্যশষ্য উৎপাদান বৃদ্ধিকরণ।
- প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র রক্ষা ও বসবাসরত (৪.০ লক্ষাধিক) জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

২০২১-২২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৩.৭৯০ কিঃমিঃ (আং-৩৮.০০%)
- নদীতীর সংরক্ষণ মেরামত কাজ - ১.১৮০ কিঃমিঃ (আং-২৯.২৫%)
- নদী পুনঃখনন - ২২.৪৫ কিঃমিঃ (আং-২৫.০০%)
- জমি অধিগ্রহণ - ৫.২৪ হেক্টর

➢ চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়িবাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৩ খ্রিঃ
প্রকল্প এলাকা ঃ চট্টগ্রাম
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৬৫৭৪২.৫৩ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৮৭.৭০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও ঝড়-জলোচ্ছাসের কবল হতে প্রকল্প সংরক্ষণ, বন্যা প্রতিরোধ ও লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধকল্পে ঢাল সংরক্ষণসহ সী-ডাইক নির্মাণ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্পনগর এলাকায় ক্রমবর্ধমান শিল্প কলকারখানা, রাস্তাঘাট অবকাঠামোকে বন্যা জলোচ্ছাস হতে রক্ষার মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।

২০২১-২২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- খাল পুনঃ খনন - ৫.০০ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ)
- উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ - ৫ কিঃমিঃ (আং)
- বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ - ৫ কিঃমিঃ (আং)
- স্লুইস নির্মাণ - ১টি (সম্পূর্ণ)

➢ শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন,২০২৩ খ্রিঃ
প্রকল্প এলাকা ঃ শরীয়তপুর
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৪১৭১৯.০৬ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৮৮.০০%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- শরিয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, ফসলী জমিসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা হাওরের ঢেওয়ের আঘাত হতে নির্মিতব্য সেনা স্থাপনা রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা।
- নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর প্রবাহ স্বাভাবিক ও মূল চ্যানেল বজায় রাখা।

২০২১-২২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৩.৭০০ কিঃমিঃ
- সুরেশ্বর দরবার শরীফ সংলগ্ন এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন - ০ .৮৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%)
- নদী ড্রেজিং - ১১.৮০ কিঃমিঃ (আং-১৩%)

➢ মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ
প্রকল্প এলাকা ঃ নড়াইল
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৩০৩৬৪.৯৪ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৪০.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্পের অভ্যন্তরে বিদ্যমান খাল সমুহ পূনঃখননের মাধ্যমে ইছামতি বিল ও অন্যান্য বিল হতে পানি নিষ্কাশন করে জলাবদ্ধতা দূর করা এবং অনাবাদী জমিগুলো আবাদযোগ্য করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক বাৎসরিক ৫৭৪৮.৮১ লক্ষ টাকার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- ভরাট হয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদী পূনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে দ্রুত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা, নৌ চলাচল সুবিধা সৃষ্টি করার মাধ্যেমে ব্যবস্যা বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা, জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সহ পরিবেশের ভারসাম্য পূনরুজ্জীবিত করা।
- মধুমতি নদী হতে সংযোগ খাল সমুহের মাধ্যমে মিঠা পানি প্রকল্পের ভিতরে প্রবেশ করানো এবং ফসলী জমিতে সেচ প্রদানের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন এবং গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার করা।
- প্রকল্পভুক্ত এলাকা মধুমতি নদীর ভাঙন হতে রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আনুমানিক ৯৯২৮৪.০০ লক্ষ টাকার স্থাবর সম্পদ নদী ভাঙ্গন ও বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাবে।
- এলাকার সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠনের মাধ্যমে প্রকল্পে টেকসই ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নবগঙ্গা নদী পুনঃ খনন - ১৫.৫০০ কিঃমিঃ (২৪.০০%)
- নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৩.৫৯০ কিঃমিঃ (২৬.০০%)
- খাল পুনঃ খনন - ৭০.৩৯৫ কিঃমিঃ (৭৫.০০%)
- খাল পুনঃ খনন ম্যানুয়ালি - ৮.৯৯ কিঃমিঃ (৩৫.০০%)
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ - ২০.০০০ কিঃমিঃ (৪৮.০০%)
- জমি অধিগ্রহণ - ১৪.১১ হেক্টর (৭৮.০০%),
- পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত - ১১ টি (৬০.০০%)

- পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ - ৩টি (৪৫.০০%),
- নদী ড্রেজিং - ২৭.৫০০ কিঃমিঃ (আং)

➢ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩ খ্রিঃ
প্রকল্প এলাকা ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর, শিবগঞ্জ, নাচোল ও গোমস্তাপুর উপজেলা।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৮২ কোটি ৫৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৪৩.১৫%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- নদী সংলগ্ন এলাকায় প্রয়োজনীয় পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্রের উন্নয়ন।
- ভূ-গর্ভস্থ পানি পুণর্ভরণের মাধ্যমে পানির স্তর বৃদ্ধি করা।
- কৃষিকাজে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- মৎস্য চলাচল এবং মৎস্য চাষের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা।
- নদীর পানি প্রবাহ/নাব্যতা বৃদ্ধি ও পণ্য পরিবহনে নৌ-চলাচল নিশ্চিত করা।
- এলাকার জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

২০২১-২২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী ড্রেজিং - ৩৬.০৫ কিঃমিঃ (আং)
- রাবার ড্যাম নির্মান - ১টি (আং-৩৮.৫০%)

২০২১-২২ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

➢ লক্ষ্মীপুর জেলার অর্ন্তগত রামগতি ও কমলনগর উপজেলাধীন বড়খেরী ও লুধুয়াবাজার এবং কাদের পন্ডিতের হাট এলাকা ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে মেঘনা নদীর তীর সংরক্ষণ

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই,২০২১ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিঃ
প্রকল্প এলাকা ঃ লক্ষ্মীপুর
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৩০৮৯৯৬.৯৯ লক্ষ টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ০১-০৬-২০২১ খ্রিঃ
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার ভাঙ্গন রোধ করার লক্ষ্যে নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা ও নিস্কাশন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার জন্য রেগুলেটর নির্মাণ করা।
- নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে আবাদি জমি রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকার কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।
- বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী স্থাপনা ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করা।
- জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করা।
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা।
- সবুজ অর্থনীতি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।
- জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বেগবান করা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী তীর প্রতিরক্ষাকাজ - ৩১.৩২৬ কিঃমিঃ
- রেগুলেটর নির্মাণ - ১৮ টি
- ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ - ২ টি

➢ কালিগঙ্গা নদীর ভাঙ্গন হতে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া, ঘিওর, মানিকগঞ্জ সদর এবং সিংগাইর উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ মানিকগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৬৮৮৯৬.২২ লক্ষ টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ১৯-০৪-২০২২ খ্রিঃ
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- কালিগঙ্গা নদীর ডান তীরের ভাংগন হতে প্রকল্প এলাকার প্রায় ১২০০ হেক্টর ফসলী জমি, বেসরকারী অফিসভবনসহ প্রায় ২৭৮০টি আবাসিক বাড়ি, ৭৫ কিঃ মিঃ পাকারাস্তা এবং স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ নদী ভাংগনের কবল হতে রক্ষা করা যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৩০০১২.০০ লক্ষ টাকা।
- নদীর গতি পথ পরিবর্তন প্রতিরোধ করা।
- সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যহত রাখা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

- স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ - ২৩.৬২৫ কিঃমিঃ

➢ ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (বাপাউবো অংশ)।

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬
প্রকল্প এলাকা ঃ নীলফামারী, দিনাজপুর ও রংপুর।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১১৮২৫৫.০০ লক্ষ টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ০৭-১২-২০২১
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের পুর্নবাসন।
- প্রকল্প সুবিধাভোগীদের উপ-প্রকল্প পর্যায়ে অধিকতর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এফসিডি এবং এফসিডিআই প্রকল্পসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা।
- প্রকল্প এলাকায় উৎপাদিত কৃষিজ পন্যের পরিবহন ও বিপনন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী তীর সংরক্ষণ - ৮.৯২৪ কিঃমিঃ
- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ - ৩৩৫.৪৭ কিঃমিঃ
- খাল পুনঃখনন - ৩৪৫.৯৩ কিঃমিঃ
- নদী ড্রেজিং - ১১.৯৫ কিঃমিঃ
- পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুর্নবাসন - ৮৫ টি
- ইনলেট/আউটলেট পুর্নবাসন - ১৯৩ টি
- পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ - ১৬টি
- ভূমি অধিগ্রহণ - ১১০.৩৫ হেক্টর
- ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ - ২.০০ কিঃমিঃ
- পাম্পহাউজ পুর্নবাসন - ৫টি

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প

বর্তমানে বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯

(বিসিসিএসএপি, ২০০৯) প্রণয়ন করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম এ ধরণের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিসিসিএসপি ২০০৯ এ বর্ণিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) গঠন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে দায়ী উন্নত দেশের অর্থ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা না করে নিজস্ব অর্থায়নে এ ধরণের তহবিল গঠন বিশ্বে প্রথম যা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষভাবে প্রসংশিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস করাই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রণয়ন করা হয় জলবায়ু ট্রাস্ট আইন-২০১০। উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১০ জন মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থ সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য ও সিভিল সোসাইটির দুই জন বিশেষজ্ঞসহ মোট ১৭ জন সদস্য নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সম্মানিত সদস্য।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০০৯-১০ হতে ২০২১-২০২২ অর্থ-বছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবোর ১৩৬টি প্রকল্পের জন্য অনুমোদন আদেশ জারি করা হয় যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১০১.৫১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১২৮ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ৮ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান আছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩)। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার/বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন ইত্যাদি। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের উপকারভোগী জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাপাউবো কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ৭ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মূল অনুমোদিত মেয়াদ/ সংশোধিত মেয়াদ
১	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় অবস্থিত বাসিয়া নদী পুনঃখনন প্রকল্প।	২০০.০০	জানুয়ারী, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ জুন, ২০২২ পর্যন্ত।
২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে ভুমি পুনরুদ্ধার ও মাদারীপুর শহরের রিভার ভিউ পার্ক সংরক্ষন।	৬০০.০০	জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত।
৩	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পটুয়াখালী জেলার বাউফল ও দশমিনা উপজেলাধীন পোল্ডার নং-৫৫/২ এফ অন্তর্ভুক্ত এলাকার সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৩২৪.৭৮	জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত।
৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার পাটনা খালের উপর স্লুইস নির্মাণ ও খাল পুনঃখনন।	২৩০.০০	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত।
৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমূল্লা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী নদমুল্লা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	৩৫৮.৭৯	অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ জুন, ২০২২ পর্যন্ত।
৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর সদর উপজেলাধীন উমেদপুর নদীর ভাঙ্গন হতে আলহাজ্ব এ.কে.এম.এ আউয়াল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	১০০.০০	অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ জুন, ২০২২ পর্যন্ত।
৭	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলাধীন মাকড়ঢোন এলাকায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরশন প্রকল্প।	৪০০.০০	মার্চ, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ জুন, ২০২২ পর্যন্ত।

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা

পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাপাউবো বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং, ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Vision (Sustainable water security for better livelihood acknowledging the effects of climate change) এবং mission (ensure fulfilling the requirements of water for the people and sustainable development through balanced and integrated management of water resources) বাস্তবায়নে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে গৃহীতব্য কার্যক্রম বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের বর্তমান রূপকল্প, উদ্দেশ্য, National Water Policy, 1999; BWDB Act, 2000; অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১; National Water Management Plan, 2004; Coastal Zone Policy, 2005; Coastal Zone Strategy, 2006; Bangladesh Water Act, 2013; অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪; কাবিটা নীতিমালা, ২০১৭; Bangladesh Water Rule, 2018; Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009; Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021; Perspective Plan of Bangladesh 2021-2041 (Vision-2041); National Sustainable Development Strategy 2010-21; Eight Five-Year Plan 2021-25; Bangladesh Delta Plan, 2100 ইত্যাদি পর্যালোচনা করে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, মোহনা, সমুদ্র ও নদী হতে ভূমি উদ্ধার, নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্যাটাগরীতে শ্রেণীবিভক্ত করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তালিকায় অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তালিকার স্বল্প মেয়াদভূক্ত কার্যক্রমসমূহ আগামী আট বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদের আওতাধীন কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে ১৫ বছর ও ২৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রমসমূহ পর্যাবৃত্তে পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে। যে সমস্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি অথবা দীর্ঘ দিন আগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো নতুন করে সমীক্ষা করা সমীচীন।

উল্লেখ্য, প্রণীত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও টেশসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ-২০৩০ এর সাথে সামঞ্জস্যতা নিরুপণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর ছয়টি অভীষ্ঠসমূহ হলো (১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পির্কিত বিপর্যয় হতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, (২) পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, (৩) সমন্বিত ও টেকসই নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, (৪) জলাভূমি ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তাঁদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, (৫) অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকরী প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা, (৬) ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাপাউবো কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হলো এবং বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৪ এ সংযুক্ত। উল্লেখ্য কিছু প্রকল্প স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

Type of Project	Total No Projects	Priority (Term-wise)			Included in BDP IP
		Short (8yrs)	Medium (15yrs)	Long (25yrs)	
River Management Project (Dredging, Bank Protection, Connectivity with Floodplain)	161	148	22	4	4
Land Reclamation and Development Projects	21	16	12	3	11
Integrated Development Project	46	35	20	7	11
Irrigation Project (New & Rehabilitation)	29	27	3	1	6
Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project	24	21	10	4	5
Rehabilitation of Coastal Polders	31	27	6	1	1
Haor Rehabilitation Projects	22	19	16	4	5
Others Projects	25	23	3	1	4
Total	**359**	**316**	**92**	**25**	**47**

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসহ জাতীয় পর্যায়ের অভীষ্ট এবং লক্ষ্য অর্জনে প্রধান বাধা ও অনিশ্চয়তা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ সকল অনিশ্চয়তার কারণে বিশ্বের সকল ব-দ্বীপ অঞ্চলে অভিযোজন ভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের বিবেচনায় সার্বিকভাবে কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি, মৎস্য, বনায়ন, জনস্বাস্থ্য, পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত করে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে দেশের প্রথম শতবর্ষ মহাপরিকল্পনা "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" বা বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ অনুমোদন করেছেন। এটি মূলত একটি অভিযোজন ভিত্তিক কারিগরি এবং অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়ন ফলাফলের ওপর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনা করে No Regret পলিসিতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ তে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অঞ্চলভিত্তিক পানি বিজ্ঞান এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু, টেকসই ও সমন্বিত ব্যবস্থা প্রধান ভূমিকা পালন করছে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ তে বিনিয়োগ অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণেই সীমিত না রেখে তাতে গবেষণা, জ্ঞান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা উত্তরনেও সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর মূল উদ্দেশ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র নির্মূল ও মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। এ লক্ষ্য অর্জনে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এ জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গণ, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং ঘুর্নিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কে চ্যালেঞ্জ ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর ৬টি অভীষ্ট অর্জনে flexible and adaptive approach অনুসরণ করে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর নির্দিষ্ট অভীষ্টসমূহ

অভীষ্ট ১: বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট ২: পানির নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
অভীষ্ট ৩: সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
অভীষ্ট ৪: জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট ৫: অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা; এবং
অভীষ্ট ৬: ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এর উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্ন-বর্ণিত বিষয়সমূহ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

Flood Risk Management Strategy

- *Protecting Economic Strongholds and Critical Infrastructure (indicative flood protection levels for economic strongholds and vital infrastructure are: 1/100 and 1/250 up to 2030; 1/250 - 1/1000 up to 2050, and 1/1000 - 1/2500 by 2100)*
- *Equipping the FCD Schemes for the Future*
- *Safeguarding Livelihoods of Vulnerable Communities*

Fresh Water Strategy

- *Ensure Water Availability by Balancing Supply and Demand for Sustainable and Inclusive Growth*
- *Maintaining Water Quality for Health, Livelihoods and Ecosystems*

Coastal Zone Strategy

- *Increase drainage capacity and reduce flood risk at coastal zone*
- *Balancing water supply and demand for sustainable growth*
- *Reclaim New Land in the Coastal Zone*

River Systems and Estuaries Strategy

- *Provide adequate room for the river and infrastructure to reduce flood risk*

- *Improvement of the conveyance capacity as well as stabilize the rivers*
- *Provide fresh water of sufficient quantity and quality.*
- *Maintain ecological balance and values (assets) of the rivers*
- *Allow safe and reliable waterway transport in the river system*

Urban Area Strategy

- *Increase drainage capacity and reduce flood risk at urban area*
- *Enhance urban water security and water use efficiency*
- *Managing river systems and estuaries in newly developed areas*
- *Conserve and preserve urban wetlands and ecosystems and promote their wise-use*
- *Develop effective urban institutions and governance*
- *Integrated and sustainable use of urban land and water resources*

Haor and Flash Flood Areas Strategy

- *Protect agriculture and vulnerable communities from flood*
- *River Management*
- *Sustainable Haor Ecosystem and Biodiversity Management*
- *Institutional Development*
- *Integrated Water/Land Resource Management*

Water Strategy for Chittagong Hill Tracts

- *Protect of economic zones and towns from flood and storm surge*
- *Ensure water security and sustainable sanitation*
- *Ensure integrated river management*
- *Maintain Ecological Balance and Values (assets) at CHT*
- *Increase institutional capacity for integrated water resources management*
- *Develop multi-purpose resources management system for sustainable growth*

শতবর্ষ এই ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরা প্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল এবং নগরাঞ্চল- এ রকম মোট ৬টি হটস্পট নির্ধারণ করে সেখানে ৩৩ ধরণের চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের টেকসই উন্নয়নে সরকার প্রায় ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৩,১৪,৫০০ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করবে, যার প্রায় ৮০% বাস্তবায়ন করবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপি'র ২.৫০% বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। তন্মধ্যে ২% অর্থায়ন সরকারী খাত হতে এবং ০.৫০% অর্থায়ন বেসরকারি খাতে হতে নির্বাহ করা হবে।

এই মহাপরিকল্পনায় বিনিয়োগ অগ্রাধিকার হিসাবে Investment Plan-এ মোট ৮০টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে তন্মধ্যে ৬৫টি ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা বিষয়ক প্রকল্প।

চিত্র: বাংলাদেশ ব-দ্বীপ বেসিন ম্যাপ।

চিহ্নিত ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে বাপাউবো ৫৯টি (৪৫টি সরাসরি এবং ১৪টি ক্রসকাটিং) প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে বাপাউবো ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫৭টি চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, বাপাউবো'র চলমান এবং সমাপ্ত অন্যান্য এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ পরোক্ষভাবে ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, নদ-নদী ও খাল খনন, পোল্ডার পুনবার্সন, নদীর তীর সংক্ষরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, হাইড্রলিক তথ্য সেবা ও আগাম সর্তকীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, বনায়ন ইত্যাদি যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হচ্ছে।

ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর Investment Plan-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রল্পসমূহঃ

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভূক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
১	West Gopalganj Integrated Water Management Project (Project Code: CZ 1.8/1.21)	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১৩৫৫১.৪৪	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩
২	Improved Drainage in the Bhabadha Area (Project Code: CZ 1.11)	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	৫৩১০৭.০০	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪
৩	Development of Water Management Infrastructure in Bhola Island. (Project Code: CZ 1.26)	ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলাধীন দৌলতখান পৌরসভা ও চকিঘাট এবং অন্যান্য অধিকতর ঝুঁকিপুর্ণ এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	৫২২৫৬.৩২	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪
		ম্যাথমেটিকাল মডেলের মাধ্যমে লোয়ার মেঘনা নদীর শাহবাজপুর চ্যানেলের সমন্বিত উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।	৪৯৬.০৬	সেপ্টেম্বর, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২২
		"Hydro-morphological Model Study & Strategic Planning for Char Development in the Meghna Estuary under CDSP-B(AF) (BWDB Part)"	২৫৮.৭০	জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২
৪	Char Development and Settlement Project (Project Code: CZ 1.3)	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-(ব্রীজিং) (অতিরিক্ত অর্থায়ন)।	২৬৩৬৭.৪৯	জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩
৫	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Gorai-Passur Basin (Project Code: CZ 1.41)	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৬২৯৪৩.৩১	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩
		দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-১, বাপাউবো অংশ)।	৭৫৭৮১.০০	জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫
৬	Rationalization of Polders in Baleswar - Tentulia Basin (Project Code: CZ 1.44)	বরগুনা জেলার অধীন পোল্ডার ৪৩/১ ও ৪৪বি পুনবার্সন এবং ঝুঁকিপূর্ণ অংশ পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে প্রতিরক্ষা প্রকল্প।	৭৫১২৮.৭১	জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভূক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
		বরগুনা জেলার অধীন পোল্ডার নং ৪১/৬এ, ৪১/৬ বি ও ৪১/৭এ পুনবার্সন এবং বেতাগী শহরসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ অংশ বিষখালী ও পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে প্রতিরক্ষা।	৮২৬৪৯.২৫	এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৫
৭	Rationalization of Polders in Gorai - Passur Basin (Project Code: CZ 1.40)	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District.	৩২৮০০০.০০	জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩
		সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১৫ পুর্নবাসন প্রকল্প।	১০২০৪২.৯২	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪
		খুলনা জেলার পোল্ডার নং-১৪/১ এর পুর্নবাসন প্রকল্প।	১১৭২৩১.২৫	জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪
৮	Rationalization of Polders in Gumti - Muhuri Basin (Project Code: CZ 1.47)	লক্ষীপুর জেলার অন্তর্গত রামগতি ও কমলনগর উপজেলাধীন বড়খেরী ও লুধুয়াবাজার এবং কাদের পন্ডিতের হাট এলাকা ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে মেঘনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৩০৮৯৯৬.৯৯	জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫
৯	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District (Project Code: CZ 1.30)	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৪৮৫৭৪.৪৮	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
		মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ডহাডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩৯৩৬০.০০	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
		ভোলা জেলার মুজিবনগর ও মনপুরায় উপকূলীয় বাঁধ পুনবার্সন, নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ।	১০৯২৭০.০০	এপ্রিল, ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৫
		তজুমদ্দিন ও লালমোহন উপজেলায় উপকূলীয় বাঁধ পুনবার্সন, নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ।	১০৯৬৬০.০০	এপ্রিল, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫
১০	Development of Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (CSICRD). (Project Code: CZ 4.1)	Long Term Monitoring, Research and Analysis of Bangladesh Coastal Zone (Sustainable Polders adapted to Coastal Dynamics) under CEIP-1	৮৫৬১.৬৭	অক্টোবর, ২০১৮ হতে নভেম্বর, ২০২২
১১	Study on Integrated Management of Drainage Congestion for Greater Noakhali. (Project Code: CZ 1.4)	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৩২৪৯৮.৮৫	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভূক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
		নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প।	৭১৮৬.৫৭	অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩
১২	Rationalization of Polders in Chittagong Coastal Plain (Project Code: CH 1.10)	ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ফর মুহুরী ইরিগেশন) (৩য় সংশোধিত)।	৫৬২৬৯.০০	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩
		সাইথওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত)।	৫২১৫০.০০	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩
		ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট।	১১৮২৫৫.০০	জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬
১৩	Drainage Improvement of Dhaka-Narayangonj-Demra Project (Phase 2). (Project Code: UA 1.3)	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)।	১২৯৯৯১.১৭	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩
১৪	Improvement of Drainage Congestion and Flood Control for Chittagong City Corporation Area. (Project Code: UA 10.1)	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলমগ্নতা/ জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প।	১৬২০৭৩.৫	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩
১৫	River Bank Improvement Program (Project Code: MR 1.1)	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প।	৪৪৮৩১.০০	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩
		যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩১৪৯৬.৮০	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২
		যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন সিংড়াবাড়ী, পাটগ্রাম ও বাঐখোলা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প।	৫৬০০৭.৫৮	অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩
		গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	৪০১৭৯.৪৩	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২
		যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাধীন কাতলামারী ও সাঘাটা উপজেলাধীন গোবিন্দি এবং হলদিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	৭৯৮৫৩.০৪	জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩
		সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৬৩৬১৭	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভূক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
		পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার মুন্সিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজিরহাট হতে রাজধরদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৪৩৩১০.৩৫	জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩
		যমুনা নদী সিস্টেমের বামতীরে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ফেজ-১)।	৪৮১.১৪	মে, ২০২২ হতে এপ্রিল, ২০২৩
১৬	Integrated Jamuna-Padma Rivers Stabilization and Land Reclamation Project (Project Code: MR 1.46)	Flood and Riverbank Erosion Risk management Investment Program (FRERMIP) (project-2)	১৮০৩০৭.০০	জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫
১৭	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Chittagong Coastal Plain Basin (Project Code: CH 1.11)	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)।	১৬৫৭৪২.৫৩	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩
		নাফ নদীর মোহনার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং শাহ পরীর দ্বীপের ভূমি উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।	৩৩২.০০	জুন, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩
১৮	Rationalization of Polders in Chittagong Coastal Plain (Project Code: CH 1.10)	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকার পোল্ডার নং-৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং-৬৩/১ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং-৬৩/১বি (আনোয়ারা এবং পটিয়া) এর পুর্নবাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৫৭৭২৩.৯২	মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩
		কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ ৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি ও ৬৮ পুর্নবাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩৬৮৬৬.৭১	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৫
		কক্সবাজার জেলাধীন টেকনাফ উপজেলার শাহ্ পরীর দ্বীপ পোল্ডার নং-৬৮ এর বাঁধ পুন:নির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	১৫১৮৮.৯৯	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২
		চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২১৯৩০.৮৩	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২
		চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহের পূনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২৯৩৬০.৬৯	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভূক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
১৯	Flow control and water storage structures for water availability in the dry season (Project Code: CH 26.5)	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার কুমিরা ছড়া এবং মীরসরাই উপজেলার খৈয়া ও গোভানিয়া ছড়ায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে পরিবেশ বান্ধব জলধারা নির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রকল্প।	৪৮৯.০০	নভেম্বর, ২০২১ হতে জানুয়ারি, ২০২৩
২০	Revitalization and Restoration of Hurasagar and Atrai rivers (Project Code: DP 1.3)	বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	২৩৩৫৬০.০০	নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩
		নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ।	১৭৯৪৭.০০	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩
		সিরাজগঞ্জ জেলায় হুরাসাগর সিস্টেমের ভূ-পরিস্থ পানি ধারণ এবং যমুনা নদীর বন্যা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।	৪৮২.৬০	মে, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২২
২১	Kurigram Irrigation Project (Project Code: DP 1.4/1.5)	Updating feasibility study for Kurigram Irrigation Project (North and South unit)	৪৯৮.৬০	জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২
২২	Village Protection against Wave Action in Haor Area and Improved Water Management in Haor Basins (Project Code: HR 2.1/2.2)	হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)।	৯৯৭৫৫.০০	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩
		কিশোরগঞ্জ জেলার ১০ টি উপজেলায় নদীতীর প্রতিরক্ষাকাজ, ওয়েভ প্রটেকশন এবং খাল পুনঃখনন প্রকল্প।	৬৫৪২৫.৭৫	জুলাই, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬
২৩	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Upper Meghna Basin. (Project Code: HR 1.1)	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৭২১১.১৩	অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩
		নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলার সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	২০৫৯৩.৮১	জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪
		সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।	৩৭১.০০	মে, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
		সিলেট জেলার সুরমা-কুশিয়ারা নদীর অববাহিকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।	৩৬৯.০০	মে, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভূক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
২৪	Revitalization of Khals all Over the Country (Project Code: CC 1.43)	৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।	২২৫৬৮৪.৮৮	নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩
		বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)।	১৮৭৯৪.১৬	ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২
২৫	Expansion and Modernization of Network & Tools for Groundwater Monitoring Including National Coordination Mechanism (Project Code: CC 1.45).	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (২য় সংশোধিত)।	৩৪৫৬৯.৯৬	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩
২৬	Program for Implementation of Rationalized Water Related interventions in Dhaleswari Basin (Project Code: CC 1.41).	কালিগঙ্গা নদীর ভাঙ্গন হতে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া, ঘিওর, মানিকগঞ্জ সদর এবং সিংগাইর উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৬৮৮৯৬.০০	এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫

সাম্প্রতিক সময়ে সম্পাদিত গবেষণা (উদ্ভাবনী) সমূহ

১) Construction of Super dyke over soft soil using basal reinforcement and Prefabricated Vertical Drains (PVD):

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, তীর সংরক্ষণ এবং নিস্কাশন প্রকল্পের ২২.৫৪০ কি:মি: সুপার ডাইক এর ডিজাইন, ডিজাইন সার্কেল-৪ হতে প্রণয়ন করা হয়। সুপার ডাইকটির ফাউন্ডেশন এ Sub soil Investigation Report হতে দেখা যায় প্রায় ৮মি হতে ১২মি গভীরতা পর্যন্ত SPT value ১ থেকে ৪ এর মধ্যে যা কোনভাবেই (+) ৯.০০ (PWD) উচ্চতা বিশিষ্ট Super Dyke এর Load বহন করতে সক্ষম নয়। এর ফলে সুপার ডাইকের Foundation treatment প্রয়োজন হয়। Sand Drain/Sand pile দিয়ে গতানুগতিক ভাবে ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়নি। কারন Sand drain করতে দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন হয় এবং তুলনামুলক ভাবে ব্যয় বেশী। সেজন্য Foundation treatment হিসেবে দ্রুততম সময়ে ও তুলনামুলক কম ব্যয়ে যুগোপযোগী Prefabricated Vertical Drains (PVD) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। পাশাপাশি Dyke এর Foundation level এ Bearing capacity বৃদ্ধির লক্ষ্যে Basal reinforcement হিসেবে Geo textile ব্যবহার করা হয়। এই Dyke এর উপরে BUET এ CE

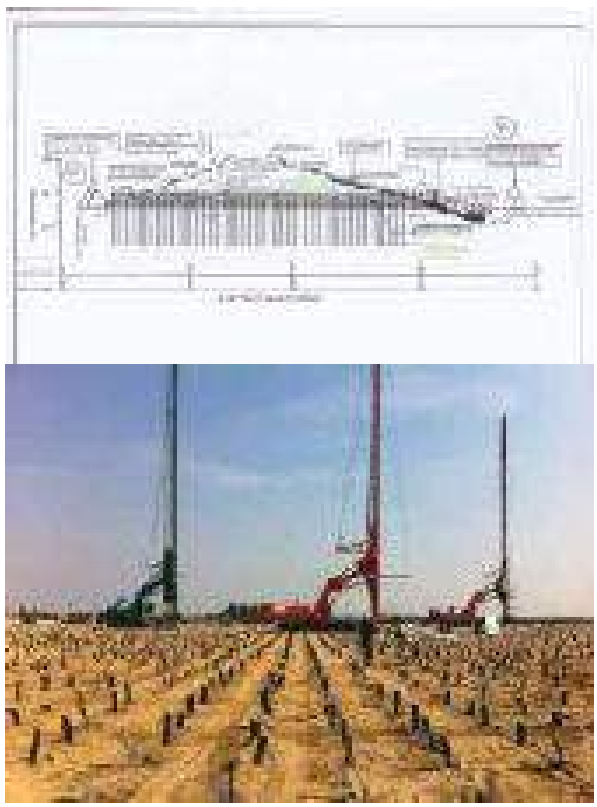

Figure 1: বাস্তবায়নাধীন সুপার ডাইক বেজা, মীরসরাই চট্টগ্রাম, (Prefabricated Vertical Drains (PVD)

Department এ Cyclonic Thrust Model, Plaxis-3D Model, GEO 5 Model apply করে Research করা হয়। Research এ দেখা যায় Dyke টি সবধরনের Criteria Fulfill করে। এই Dyke টি আদর্শ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে অন্যান্য পোল্ডারের বাঁধের উপরেও Research করা হচ্ছে।

২) কক্সবাজার সী-বীচ এ Geo Tube এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষামুলক কাজঃ

কক্সবাজার জেলার কলাতলী বীচ, ঝাউবন সী-বীচ, ডায়াবেটিক পয়েন্ট, সমিতি পাড়া এলাকায় সমুদ্রের প্রবল জোয়ারে ফলে উচ্চ ঢেউ এর কারনে ভাঙ্গন দেখা দেয়। উক্ত এলাকায় ভাঙ্গন রক্ষার্থে ২.৫ মি ব্যাসের জিও টিউব এর মাধ্যমে তীর (Shoreline) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিনিয়ত Wave Attack এর কারনে সী-সাইডে Geotube এর পাশ দিয়ে Shoreline এর সমান্তরাল ছোট চ্যানেল সৃষ্টি হয়। এই চ্যানেল বন্ধ এবং Silt accumulation এর জন্য Shore line এর সাথে Perpendicular ভাবে Geotube যা Water Breaker বা groyne নির্মান করায় সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া যায়। দেখা যায় সী-বীচ এলাকা ভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে এবং Sand Deposition হয়েছে।

Figure 2: সী-বীচ, কক্সবাজার, Wave Breaker/Silt trap

৩) Level land এর surface erosion প্রতিরোধে ফেনীতে মরাছড়া খালের উপর Baffled Apron Drop:

ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলাধীন ছাগলনাইয়া পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত দক্ষিণ সতর গ্রামের পূর্ব অংশের একটি বড় মাঠ হতে মরাছড়া খালটির উৎপত্তি। উজানের প্রায় ২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার পানি ও পূর্বে ভারত সীমান্তবর্তী পাহাড়ী এলাকার পানি উক্ত খালের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়ে মুহুরী নদীতে পতিত হয়। বর্ষাকালীন পাহাড়ী ঢল ও বন্যার পানির স্রোত অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় মরাছড়া খালে নিষ্কাশনের সময় আশেপাশের কৃষি জমির ব্যাপক ক্ষতিসাধন হত। মরাছড়া খালের offtake এ সমতল ভূমিতে ছোট ছোট অনেকগুলো খাল রয়েছে। পাহাড়ী ঢলের কারনে offtake এর ছোট ছোট খালের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কৃষি জমি ছাড়াও মানুষের বসত ভিটাও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল। Baffled Apron Drop structure এর মাধ্যমে সমতল ভূমির সকল ছোট ছোট খাল পলি ভরাট হয়ে কৃষি জমিসমূহ একই লেভেলে রূপান্তরিত হয়েছে এবং land erosion বন্ধ হয়েছে। মরাছড়া খালে Baffled Apron Drop নামক structure এর ডিজাইন, ডিজাইন সার্কেল-৪ হতে প্রণয়ন করা হয় এবং ফেনী পওর বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়।

Figure 3: মরাছড়া খালে Baffled Apron drop

৪) Soft soil এর bearing capacity বাড়ানোর লক্ষ্যে sand pile confined with sheet pile:

সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প ও চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলামগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৭টি রেগুলেটরের সিংহভাগ ডিজাইন সার্কেল-৪ হতে প্রণয়ন করা হয়। অধিকাংশ রেগুলেটর গুলোর প্রস্তাবিত স্থানের soil boring পর্যালোচনা করে দেখা যায় বেশিরভাগ স্থানেই মাটির SPT value খুবই কম। Superstructure এর load নেওয়ার মত hard layer পেতে প্রায় ৩৬ হতে ৩৮ মিটার গভীর পাইল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা

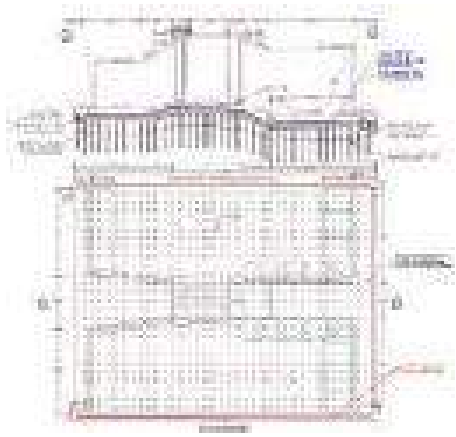

Figure 4: sand pile confined with sheet pile এর প্রস্তাবিত ডিজাইন।

দেখা যায়। এমতাবস্থায়, রেগুলেটরের স্থায়িত্ব এবং সার্বিক প্রকল্প ব্যায়ের কথা বিবেচনা করে উক্ত স্থানসমূহে sand pile এর ডিজাইন, ডিজাইন সার্কেল-৪ হতে প্রণয়ন করা হয়। নরম কাদামাটির কারনে sand piling এর সময় sand bulging হয়ে sand এর অপচয় রোধে এবং কাঙ্খিত SPT value পেতে pile plan এর চারদিকে sheet pile দিয়ে confined করে দেওয়া হয়। এছাড়াও side seepage ও cross seepage এর কারনে foundation material washout যাতে না হয় সেজন্য superstructure এর নিচে এবং sand pile এর উপরে 4 mm geo-textile দেওয়া হয়।

৫) বান্দরবান জেলার আলীকদম উপজেলার পাহাড়ি এলাকায় Culvert Cum Waterfall Managment:

সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের "আলীকদম-জ্বালানীপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী সড়ক" প্রকল্পের আওতায় পাহাড়ি এলাকায় প্রায় ৪০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ করা হয়। রাস্তা নির্মাণের সময় পাহাড়ের Valley/Waterfall বর্ষা মৌসুমে প্রবাহমান পানি থেকে সারসরি মাতামুহুরী নদীতে পতিত হয়। কোন কোন জায়গায় ভ্যালিগুলো নদী থেকে এত উপরে যে ভ্যালির পানি যখন মাতামুহুরী নদীতে পতিত হয় তখন সেগুলো প্রাকৃতিক Waterfall হিসেবে মনে হয়। এসকল ঝর্ণা বা Waterfall কে অটুট রাখতে ঐ সমস্ত ভ্যালিতে Culvert Cum Waterfall Management Structure নির্মাণ করা হয় (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ৪৩ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত)। Culvert Cum Waterfall গুলো পাহাড়ী জনগন তথা সাধারণ জনগণের বিনোদনের কেন্দ্র হয়েছে। উল্লেখ্য এই ডিজাইনটি ডিজাইন সার্কেল-৪ কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়। Culvert Cum Waterfall Management এর ডিজাইন এর বিশেষত্ব হল পাহাড়ের উপর থেকে নিচে পানি পড়ার সময় পাহাড়ের গা এবং পাদদেশ যেন ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। সেকারণে প্রকৃতির সাথে মিল রেখে বিশেষ বেসিন ডিজাইন করা হয়েছে।

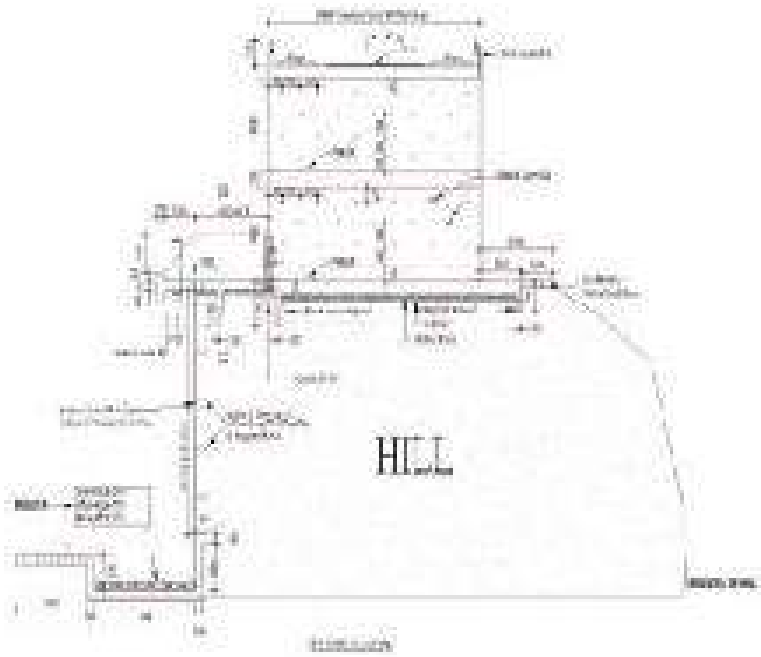

ছবি: পাহাড়ের উপর Culvert Cum Waterfall

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রূপান্তরিত "আমাদের পৃথিবীঃ ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এসডিজি" শিরোনামে গৃহীত প্রস্তাবনা অনুমোদন হয়েছে। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে সংস্থার সদর দপ্তরে তিন দিনের বিশ্ব সম্মেলনে এই লক্ষ্যমাত্রাসমূহ আনুষ্ঠানিক গৃহিত হয়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানরা এতে অংশ নিয়েছেন। জাতিসংঘের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো ১৫ বছরের এই বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসডিজি এর মূল স্লোগান হল হলো "Leaving no one behind"।

এসডিজিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন এই তিনটি প্রধান বৈশিষ্টকে সমন্বয় করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি ধনী এবং গরীব সকল দেশকেই যথাযথভাবে গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। এসডিজি হচ্ছে মানুষ ও পৃথিবীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার একটি বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা, যা ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করাসহ বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। জাতিসংঘ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার পাশাপাশি সব নাগরিকের সম্ভাবনা, মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

সম্পদের টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন রোধে ত্বরিৎ উদ্যোগ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সবধরনের ঝুকি থেকে রক্ষা করাই এসডিজির লক্ষ্য। এসডিজির মাধ্যমে সব মানুষের সমৃদ্ধ ও নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সমন্বয় এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাসহ সমাজে সব ধরনের ভয়ভীতি ও বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, অশান্তি নিয়ে পৃথিবীর কোথাও কোন টেকসই উন্নয়ন হতে পারেনা এবং টেকসই উন্নয়ন ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে সব নাগরিক, অংশীদার ও রাষ্ট্রের অংশগ্রহন নিশ্চিত করে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। জাতিসংঘের সারাবিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ১৭ টি অভীষ্ট লক্ষ্য (এসডিজি) নির্ধারন করেছে। ২০৩০ সাল নাগাদ জাতিসংঘ ঘোষিত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন বিবেচনায় ফলপ্রসু বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দিয়ে খাতভিত্তিক জাতীয় ও বৈশ্বিক লক্ষ্য এবং পরিকল্পনাসমূহকে দীর্ঘমেয়াদী সংহত কৌশলের সাথে সমন্বয় করার চ্যালেঞ্জ সরকার গ্রহণ করেছে। এসডিজির এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩টি লক্ষ্যমাত্রা (৬.৫, ৬.৬, ১৪.২) অর্জনে লীড, ১টি লক্ষ্যমাত্রা (৬.এ) অর্জনে কো-লীড এবং ২০টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসোসিয়েট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর সমূহে তথ্য-উপাত্ত প্রদানের পাশাপাশি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বোত সহযোগিতা প্রদান অব্যহত রেখেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এসডিজি লক্ষ্য ৬.৫.১ (Degree of integrated water resources management implementation (0-100)) এর ফোকাল সংস্থা হিসেবে দায়িত্বরত। এ বিষয়ে UNEP কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশ্নাবলী যথাযথভাবে পুরণকরতঃ এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে জাতিসংঘ, SDG Tracker, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে দাখিল করা হচ্ছে।

সর্বশেষ ২০২০ সালের IWRM implementation অগ্রগতি প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা (IWRM Action Plan) প্রস্তুতির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ (BWP), গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপ (GWP) এর একটি অংশীদার সংস্থা "Action plan development to improve IWRM implementation of SDG indicator 6.5.1 in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রস্তুত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অধীনস্থ ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর এনভারনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) কে দায়িত্ব প্রদান করেছে। সে অনুযায়ী IWRM Action Plan তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে।

এসডিজি'র অভীষ্টের সহিত বাপাউবো'র প্রকল্পসমূহের সমন্বয়ঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান এবং একমাত্র বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন ইত্যাদি বিষয়ে বাপাউবো প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন করে দেশব্যাপী সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও, দেশব্যাপী বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সেবাও বাপাউবো প্রদান করে থাকে। বাপাউবো'র বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প এসডিজি'র যে সকল লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ তা নিম্নলিখিত ছকে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরণ	এসডিজি
০১	সেচ প্রকল্প	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৫.১
০২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৫.১
০৩	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৫.১
০৪	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৩.১, ১৫.১
০৫	রিভার ম্যানেজম্যান্ট/নদী ব্যবস্থাপনা	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১২.২, ১৫.১
০৬	নদী পুনরুদ্ধার	১.৫, ৬.৩, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৫.১
০৭	সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা	১.৫, ২.৩, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৩.১, ১৫.১, ১৫.৩
০৮	ড্রেজিং/খনন	১.৫, ২.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১২.২, ১৫.১
০৯	প্রতিরক্ষা/নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	১.৫, ২.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২
১০	উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন / হাওড় ব্যবস্থাপনা	১.৫, ২.৪, ৫.৫, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৩.১, ১৪.১, ১৪.২, ১৫.১
১১	পোল্ডার পুনবার্সন	১.৫, ২.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১২.২, ১৩.১, ১৫.১
১২	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন	১.৫, ২.৪, ৫.৫, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৩.১, ১৪.১, ১৪.২, ১৫.১
১৩	ক্রস ড্যাম নির্মাণ	১.৫, ২.৩, ৬.৫, ৬.৬, ১৩.১, ১৫.৩
১৪	অন্যান্য প্রকল্প	৬.৫

প্রকৃতি নির্ভর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, নদী/খালের তীরে এবং বাঁধে পরিকল্পিত বনায়ন থাকলে নদী/খালের পাড়ের মাটির গড়ন এবং মাটির বাঁধের স্থায়িত্ব অনেক মজবুত হয়। এমতাবস্থায়, প্রতিরক্ষা কাজের ব্যয় সাশ্রয় করে নদী/খালের তীরে ও বাঁধের ঢালে পরিকল্পিত বনায়ন করে পাড় ও বাঁধসমূহকে প্রাকৃতিক উপায়ে মজবুত করে পানির ঢেউয়ের আঘাত সহনীয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বতর্মানে সকল বাঁধ নির্মাণ/পুনর্বাসন/মেরামতধর্মী প্রকল্পে এবং নদী/খাল খননধর্মী প্রকল্পে আবশ্যিক ভাবে পরিকল্পিত বনায়ন করার সংস্থান রাখা হচ্ছে। বাপাউবো কর্তৃক দেশব্যাপী অফিস প্রাঙ্গন, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ছাড়াও স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের বাঁধ ও অন্যান্য ফাঁকা জায়গাসমূহে অধিক সংখ্যক বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছ পরিকল্পিত উপায়ে মুজিব বর্ষে প্রায় ১৩ লক্ষ বৃক্ষরোপণ করা হয়।

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে Drainage খাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পাশাপাশি ঐ পানি দ্বারা irrigation-কে বিবেচনায় নিয়ে ডিজাইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া খাল, বিল ও নিচু এলাকায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর এর recharge নিশ্চিত করা যাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দীঘিখনন এবং pond sand filter প্লান্ট নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

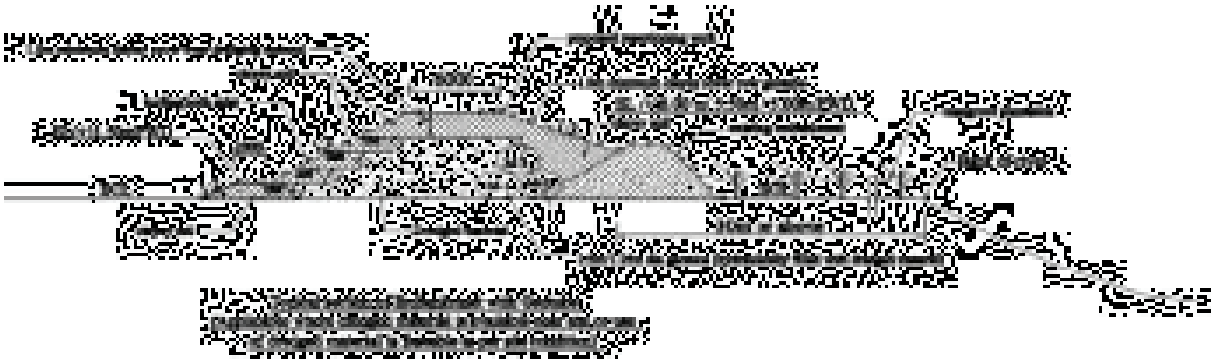

বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ কৃষি ও পরিবেশ

বাপাউবোর ভিশন অনুযায়ী দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন সাধন; বন্যা,খরা,জলবদ্ধতা,আন্তর্জাতিক নদীর প্রবাহ, লবণাক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরুপ প্রভাব মোকাবেলা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধন করা এবং বাপাউবোর মিশন অনুযায়ী জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি পরিকল্পনা, অংশগ্রহনমূলক পানি ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন এবং বাপাউবোর্ড আইন অনুসারে দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সহ মাঝারী এবং বড় (১০০১ হেঃবা তদুর্ধ) প্রকল্প সমূহে স্থানীয় সংগঠনের সমন্বয়ে যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশেষ করে (ক) সমাজের সকল স্তর, শ্রেনী ও পেশার লোকজনের অংশগ্রহন ও জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করা, (খ) দারিদ্রতা হ্রাস; (গ) খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান; (ঘ) পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করা বাপাউবোর্ড এর কর্মকান্ডের আওতাভূক্ত। এরই আলোকে বাপাউবোর্ড সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে জনগনের অংশগ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন সহ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করতঃ জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে ৫৪৫টি প্রকল্প হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রন,নিষ্কাশন ও সেচধর্মী প্রকল্প। এসব প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৬৭.০৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১১১.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে এবং বাপাউবোর্ডের প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি ১০.২১ লক্ষ হেক্টর জমিতে (৩টি ফসল মৌসুমে) সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে যা জাতীয় সেচকৃত এলাকার ১৩.০০% । বাপাউবো'র বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে ৫২টি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানিতে সেচ প্রদানে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে আসছে যা মাটির উর্বরতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখছে। এসব সেচ প্রকল্পে ব্যারেজ বা পাম্পের সাহায্যে ড্যাম থেকে/উৎস থেকে গ্রাভিটি ফ্লো পদ্ধতিতে (Gravity flow) সেচখালের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে সরবরাহ করা হয়। এ ৫২টি সেচ প্রকল্পের আওতাভূক্ত এলাকা হচ্ছে ১১,১৫,৮০৯ হেক্টর, সেচযোগ্য এলাকা ৫,০১,২৭৮ হেক্টর এবং সেচকৃত এলাকায় ৪,২৫,৮৫৬ হেক্টর। এ ৫২টি প্রকল্পের খুটিনাটি, তথ্য উপাত্ত, সাফল্য অর্জন নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ এই সংকলনটি যা বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তথ্যের উৎস হিসাবে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তর এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম, জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

২০২১-২২ সালের ফসল ও সেচ কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২১-২২ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি শস্য মৌসুমে ২৪.৮৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল ও ১০.৭১ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০২২, পর্যন্ত ২৩.৯৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল চাষাবাদ ও ১০.২১ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহে প্রধান ফসল হিসাবে ধান, গম ও ভূট্টা আবাদ হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রকল্পসমূহে তৈল ও ডাল জাতীয় ফসল সহ শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজি আবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আসছে। পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা থাকায় শস্যবহুমূখীকরণের পাশাপাশি শস্যের নিবিড়তাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০২১-২০২২ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

(হেক্টর)

ক্রঃ নং	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা (সেচধর্মী)	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	ফসল		সেচ		মন্তব্য
					লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	২১	১৮৯২৫১	১২৭০৩২	৩৭২৬৩২	৩৬৬১৫০	২২১০১১	১৮১৭৮০	
২।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১১	২১৯৭৫২	১২৯৫৪১	২৮৬০৭৪	২৮৬৫৭১	১৯৮৩০৩	১৯৮২৪০	
৩।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১০	২৮১৮৮৭	১২৬৭৪৬	২৮৯৪৪০	২৭৫৪৮৫	৮৮৩৩৬	৯৪৬০৫	
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৫	১৯৯৮৯১	১০৪৪৩৭	২৮৭৮৪১	২৬৮৫৯৮	১৭৬০৫০	১৬৩৫৩৮	
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৭	৪৯৯০১১	১৫৪৬৬৪	৪৭৮৪৭৫	৪৭৮৬৫৫	১০১০৭৫	১০১৩২০	
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৫১	২৪৬৪৪৮	১৭১৮২৭	৩৫৬৭১৭	৩৩০৯০৩	১৬৯৬৪৩	১৬৯১৩৮	
৭।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৮	১৮২৫০৮	৭৯০৯৪	১৭৬৮০২	১৬৬০৪৮	৫৬০৬৮	৫৫৩৭৩	
৮।	উত্তর-পুর্বাঞ্চল, সিলেট	৪	১১৬৪৯২	৪১৮৬১	১১৯০৩০	১০৪৮৫৮	২৬২৪৮	২৩৫৪১	
৯।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	২০	৯৬৩৪৮	৪৭১৭৭	১২১০৬৮	১২০১১৩	৩৪৭৬০	৩৪০৭০	
	সর্বমোট	১৩৭	২০৩১৫৮৮	৯৮২৩৭৯	২৪৮৮০৭৯	২৩৯৭৩৮১	১০৭১৪৯৪	১০২১৬০৫	

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় অগ্রগতি

বাপাউবোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প সমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্পসমূহে আধুনিক কৃষি ও শস্য উৎপাদনে গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (পানি ব্যবস্থাপনা দল, পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন, পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন) এর মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ কৃষকের জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। সেচের পানি সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সাপেক্ষে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কৃষি জমির উপর সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য করণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এতদুদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৩ সালে "সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ (৩১ মে ২০০৫ পর্যন্ত সংশোধিত) [(এস, আর, ও নং-২৮৪ আইন/২০০৩) (এস, আর, ও নং-১২৮/আইন/২০০৫)]" নামে একটি প্রবিধানমালা জারী করা হয়। উক্ত প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য এবং ফসল ভিত্তিক সেচের পানির চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফসলের বিভিন্ন মৌসুমে (খরিফ-২, রবি ও খরিফ-১) ১৩ টি সেচ প্রকল্পে সেচ সার্ভিস চার্জ এর হার অনুমোদন করা হয়। তদানুযায়ী সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় করা হচ্ছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পসমূহে ২০০১-২০০২ হতে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২১-২২ অর্থ বছরে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যের পরিমাণ ৯৬৮.৩৬১ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৩৮.৫২১ লক্ষ টাকা। নিম্নের সারণীতে বর্তমানে জুন, ২০২২ ইং সময় পর্যন্ত ১৩ টি সেচ প্রকল্পে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থ বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য এবং আদায়ের তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হলো।

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন, ২০২২ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০২০-২১	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২১-২২	ক্রমপুঞ্জি আদায়	মন্তব্য
১।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা।	মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৩২.৭১০	৩২.৭১০	১০.৪০০	৯.২৩৯	১৯.৬৩৯	
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫৮.৪৭০	৫৮.০০	৩.৮৭০	৪.১৮৬	৮.০৫৬	
		সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প	০.২৫০	০.২৫০	০.১৯২	০.০০০	০.১৯২	
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম।	মুহুরী সেচ প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
		কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প	২.০০০	২.০০০	১.৭০০	১.৮০০	৩.৫০০	
		হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৩।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী।	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	২৭.৮১০	৩৯.৫৬০	২.১৫০	১.৫১৬	৩.৬৬৬	
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর।	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৪৩৯.৬৬০	৫৬০.৬৯০	২২.০৬২	১৬.৬৯০	৩৮.৭৫২	
		টাঙ্গন বাঁধ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.১২০	০.১২১	০.২৪১	
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন. এন. আই. পি. (ব্লক এ-১)	৪.৫৭২	৪.৬৩১	০.৭৪৫	০.০০০	০.৭৪৫	
৬।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর।	জি-কে সেচ প্রকল্প	২৯৫.৭৩০	২৬৯.৮২০	৪.৯০৬	৪.৭৩৪	৯.৬৪০	
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট।	মনু নদী সেচ প্রকল্প	০.৫০০	০.৫০০	০.১৭৪	০.২২৭	০.৪০১	
	মোট	১৩ টি প্রকল্প	৮৬১.৯০২	৯৬৮.৩৬১	৪৬.৩২০	৩৮.৫২১	৮৪.৮৪১	

২০২০-২০২১ সাল		২০২১-২০২২ সাল	
মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোটপ্রাপ্তি
৮৬১.৯০২	৪৬.৩২০	৯৬৮.৩৬১	৩৮.৫২১

পানি ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচ্ছে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে তিন স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হচ্ছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাসহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সংগঠন সমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪" এর আলোকে বাপাউবোর্ডের অধীন ১৫৩টি বাস্তবায়িত প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম ও পোল্ডার সমূহে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন ও আইনগত অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলমান।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন-নিবন্ধনের তথ্যাদি (জুন-২০২২ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা (পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠিত)	আওতাভুক্ত এলাকা (হেক্টর)	পানি ব্যবস্থাপনা দল		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন	
		গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন
১৫৩	২২৩৬০৮৫	৩৩২৪	৩১১৪	২৮৮	২৬৫	৩	৩

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, বাপাউবো, রংপুর এর কার্যক্রম

তৎকালিন সময়ে দেশের মঙ্গাপিড়িত উত্তরাঞ্চলের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুড়িতিস্তা প্রকল্পের অধীনে ১৯৬০ সালে মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, বাপাউবো, রংপুর স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে খামারটি প্রকল্প এলাকায় সেচ ও কৃষি উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। খামারটিতে বুড়িতিস্তা ও তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর থেকে প্রকল্প এলাকার মাটি ও কৃষি আবহাওয়া উপযোগী উচ্চ ফলনশীল শস্যের আধুনিক চাষাবাদ প্রযুক্তি, শস্য বিন্যাস, ফসলের জাত নির্বাচন ও সেচ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষামূলক ও সাধারণ চাষাবাদ পরিচালিত হয়ে আসছে। পরীক্ষামূলক চাষাবাদের ফলাফল প্রকল্পের চাষী/উপকারভোগীদের মাঝে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ফসল আবাদ প্রদর্শনের জন্য মাঠ দিবস, ফসল কর্তন কার্যক্রম ও চাষাবাদ কলাকৌশল শিক্ষণের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামারটি রংপুর শহর থেকে ১৭ কিমি উত্তরে গংগাচড়া উপজেলাধীন লক্ষীটারী ইউনিয়নের মহিপুর মৌজায় তিস্তা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠালগ্নে ১১.২৪ হে. এলাকার খামারটির ৬.৬২ হে. এলাকা ১৯৮৫ সালে নদী (তিস্তা নদী) ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে যায়। অবশিষ্ট ৪.৬২ হেক্টরের মধ্যে বর্তমানে খামারটির আবাদযোগ্য জমি ৩.৬২ হে. (প্লট নং-০১ এ ২.৪২ হে. ও প্লট নং-০২ এ ১.২০ হে.)। খামারটি পরীক্ষামুলক/ প্রদর্শনীমূলক হলেও এর কোন সীমানা প্রাচীর নেই। সীমানা প্রাচীর বিহীন উন্মুক্ত পরিবেশে পরীক্ষামূলক/ প্রদর্শনী ও সাধারণ চাষাবাদে যথার্থ ফলাফল পাওয়া যায় না। তারপরও বহুবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যে খামারের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে প্রাপ্ত সীমিত বরাদ্দের মাধ্যমে পরীক্ষামুলক চাষাবাদ কার্যক্রম ও প্রাপ্ত ফলাফল এবং প্রয়োগকৃত চাষাবাদ কলাকৌশল সম্পর্কে প্রকল্প এলাকার ৬০ জন কৃষক/ উপকারভোগীদের মাঝে সম্প্রসারণ/ উদ্বুদ্ধকরণ ও হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। চাষী সমাবেশ, শস্য কর্তন, সভা, সেমিনার, মাঠ দিবস, লিফলেট ইত্যাদি এবং সর্বপরি প্রধান পানি ব্যবস্থাপনার আওতাধীন বোর্ডের সম্প্রসারণ উইং এর মাধ্যমেও খামারের পরীক্ষামুলক চাষাবাদের কলাকৌশল/ ফলাফল প্রকল্পের কৃষক/ উপকারভোগীদের নিকট পৌছানো হয়। প্রতি বৎসর খামারে উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব খাতে অর্থ জমা দেওয়া হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫,১৪,০০০/- টাকা রাজস্ব জমা দেওয়া হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প উপযোগী আধূনিক চাষাবাদ কলাকৌশল ও উন্নত জাতের ফসল চাষাবাদের জন্য স্থানীয় DAE, BRRI, BARI, BJRI, BADC, SRDI ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ সহযোগিতায় এই খামারে বিভিন্ন পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পে বর্তমানে অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার হ্রাস করে নতুন প্রযুক্তিতে ফসলের নিবীড়তা বৃদ্ধিসহ ফলন বৃদ্ধি, উফশী ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, সেচ সাশ্রয়ী ফসল উৎপাদন, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরীক্ষামুলক কার্যক্রম মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামারে চালানো হচ্ছে এবং এর ফলাফল তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প এলাকার কৃষকের মাঝে সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

চিত্রঃ মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, বাপাউবো, রংপুরে ২০২১-২২ অর্থবছরে বোরো ধানের পরীক্ষামূলক চাষাবাদ কার্যক্রম ও খরিফ-২ মৌসুমের পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদিত ব্লাক রাইস ক্ষেত পরিদর্শন করেন জনাব মাহফুজ আহমদ, প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাপাউবো, ঢাকা, জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাপাউবো, রংপুর, জনাব অমলেশ চন্দ্র রায়, উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাপাউবো, রংপুর ও জনাব মোঃ রাফিউল বারী, উপ-প্রধান কৃষিতত্ত্ববিদ, বাপাউবো, রংপুর।

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞান এর আওতায় ৪ টি সার্কেল- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল এবং প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেলসমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের অধিককাল পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরসমূহ ২০২১-২২ অর্থ বছরে সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত নিম্নবর্ণিত টেওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করেছে।

ক্রমিক	উপাত্তের নাম		স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১.	পানি সমতল (টাইডাল/নন-টাইডাল)		৩৬২ টি	দিনে ৭ বারটাইডাল/দিনে ৫ বারনন-টাইডাল
২.	প্রবাহ পরিমাপ	নন-টাইডাল প্রবাহ	১২৩ টি	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
		টাইডাল প্রবাহ	৬ টি	পাক্ষিক
		সেমি টাইডাল প্রবাহ	৭টি	শুষ্ক মৌসুম
৩.	ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ		১৮ টি	মাসিক
৪.	লবণাক্ততা	স্থির	১০০ টি	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
		গতিশীল	৬৬ টি	বছরে একবার
৫.	পলল/পলিপ্রবাহ		২০ টি	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৬.	বারিপাত		২৭৪ টি	দৈনিক
৭.	আবহাওয়া		২ টি	দৈনিক
৮.	বাষ্পায়ন		৩৯ টি	দৈনিক
৯.	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন		১৮৪৬	বাৎসরিক/দ্বি-বাৎসরিক/ত্রি-বাৎসরিক/চতুর্থ-বাৎসরিক/পঞ্চম-বাৎসরিক
১০.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)		১২৭২	বিভিন্ন কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ কূপসমূহ সহ
১১.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (প্রতি ঘন্টা)		৯০৫ টি	১২৭২ টি কূপের অন্তর্ভূক্ত কূপসমূহ সহ
১২.	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুনাগুণ		৯০৫ টি	বর্ষা ও শুকনো মৌসুম (১৮১০টি পানি নমুনা)
১৩.	একুইফার অনুসন্ধান/পাম্প টেষ্ট		১৬ টি	
১৪.	পর্যবেক্ষণ কূপ পূনঃখনন ও উন্নয়ন		৭৫ টি	
১৫.	অবকাঠামোর নকশা প্রণয়নে ভূ-কারিগরি অনুসন্ধান		২২৮ টি (১৯৬৭০ ফুট)	

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় অবস্থিত ৪টি পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগসমূহের আওতায় ১৩টি উপ-বিভাগ এবং ৩৯টি শাখা দপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি সমতল, প্রবাহ পরিমাপ, পলল/পলি নমুনা, পানিতে লবণাক্ততার পরিমান, বারিপাত, বাষ্পায়ন এবং আবহাওয়াতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বর্ণিত পরিমাপ বিভাগগুলোর মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ১৪০টি নদীতে ৩৬২ টি (হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ) পানি সমতল গেজ স্টেশন, ৯০টি নদীর ১৩৬টি প্রবাহ পরিমাপ স্টেশনের মাধ্যমে ৪৬১১টি প্রবাহ পরিমাপ কাজ, ২০টি পলল/পলি নমুনা পরিমাপ স্টেশন, ১৮টি পানির গুণাগুণ পরিমাপ স্টেশন, ২৭৪টি বারিপাত পরিমাপ স্টেশন, ৩৯টি বাষ্পায়ন কাম বারিপাত স্টেশন এবং ২টি আবহাওয়াতত্ত্ব স্টেশনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

এছাড়া কুমিল্লা ও ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের ১০০টি স্থির স্টেশনের মাধ্যমে প্রতিমাসে ০৪ (চার) দিন, দিনে ০২ বার পরিমাপ করা হয়। তাছাড়া ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় ৬৬টি পয়েন্টে গতিশীল লবণাক্ততা (বড়দিয়া থেকে খুলনার হিরণ পয়েন্ট পর্যন্ত) জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারী মাসে পরিমাপ করা হয়।

শুষ্ক মৌসুমে যৌথ নদী কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী গঙ্গা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ৬ মাস ও তিস্তা নদীর ডালিয়াতে ৮ মাস দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। গঙ্গা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক জানুয়ারি হতে মে পর্যন্ত ৫ মাস যৌথভাবে প্রবাহ পরিমাপ করা হয়।

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতাধীন মোট ৩৬২টি (হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ) পানি সমতল স্টেশনের মধ্যে ১০০টি পানি সমতল স্টেশনে মোট ৫ (পাঁচ) বারের সংগৃহীত উপাত্ত দৈনিক ০২ (দুই) বার এবং ৭২টি বারিপাত স্টেশনের ২৪ ঘন্টায় বারিপাতের পরিমাণ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হয়। উক্ত কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বহন করে বিধায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে সঠিকভাবে বন্যা তথ্য ও উপাত্ত প্রেরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটরিং করতে হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের মাধ্যমে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের রয়েছে দেশব্যপী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক। দেশব্যাপী ১২৭২ টি অগভীর পর্যবেক্ষণ কূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ক থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে উক্ত পর্যবেক্ষণ কূপসমূহ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন কারনে সময়ে সময়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া কূপসমূহের পুন:খননসহ প্রকল্পের আওতায় নতুন পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন করে নিয়মিত ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক এর অন্তর্ভূক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন বিবেচনায় ২০১১-২০১২ সালে বাংলাদেশ জলবায়ূ পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর অর্থায়নে উপকূলীয় ১৯টি জেলায় সর্বোচ্চ ৩৫০ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন গভীরতায় ৬৭৪ টি পর্যবেক্ষণ কূপ এবং বোর্ডের Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP), কম্পোনেন্ট-বি: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHEWS) প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ সালে দেশব্যাপী ৬৯টি স্থানে সর্বোচ্চ ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত Clustered Well (প্রতিটি স্থানে ৪টি করে কূপ) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ৬৯টি স্থানসহ সর্বমোট ২২২২টি কূপের মধ্যে ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে ডাটা লগার এবং টেলিমেট্রি স্থাপন করতঃ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপাত্ত সংগ্রহের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে প্রায় এক বৎসর ধরে প্রতি ঘন্টায় ভূ-গর্ভস্থ পানির পানি সমতল, পানির তাপমাত্রাসহ ৩০০টি কূপে লবনাক্ততা (EC) পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় পানির গুনাগুণ, পানিবাহী স্তরসমূহের (Aquifer) পানি ধারণ ও পরিবাহী গুনাগুণ নির্ণয়ের জন্য Aquifer Pump Test I Slug Test সহ বিভিন্ন সমীক্ষা কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়।

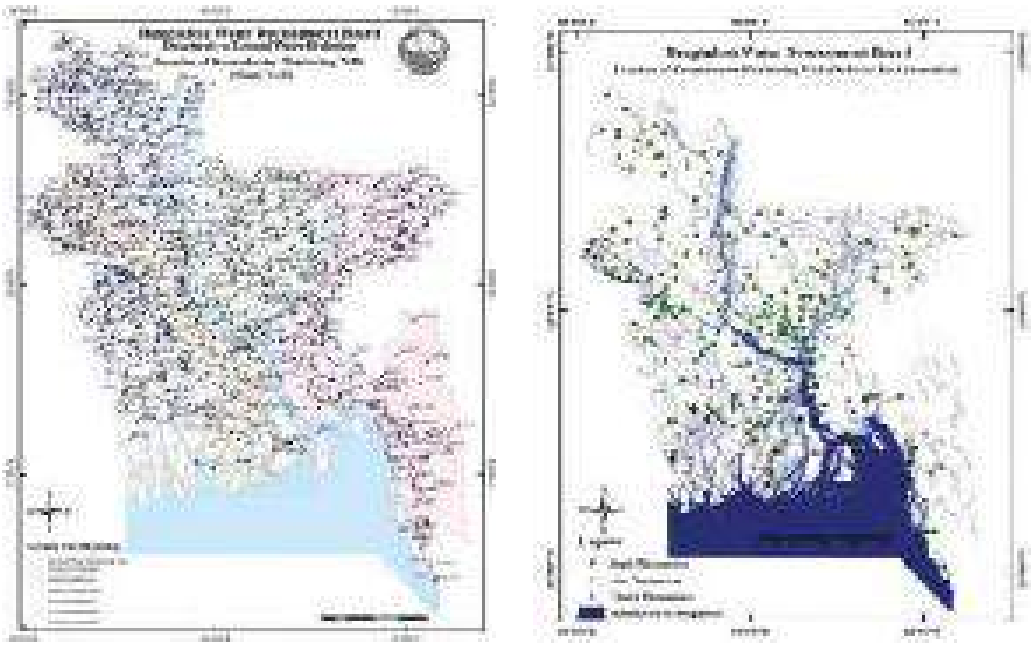

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ৫০ বৎসরেরও অধিক পুরাতন অগভীর পর্যবেক্ষণ কূপ এবং বাংলাদেশ জলবায়ূ পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর অর্থায়নে ও BWCSRP, কম্পোনেন্ট-বি: SHEWS প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ও অটোমেশনের জন্য নির্ধারিত গভীর ও অগভীর পর্যবেক্ষণ কূপ (Clustered Well) এর অবস্থানের মানচিত্র।

ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সমীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান বিভাগ ১ ও ২ কর্তৃক পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিবিধ দপ্তরের আওতাধীনে গৃহীত হাইড্রোলিক/ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান ও ভূ-কারিগরি কার্যক্রম এ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। ২০২১-২২ অর্থ-বছরে বাপাউবো বোর্ড বিভিন্ন মাঠ দপ্তর হতে প্রাপ্ত চাহিদাপত্রের বিপরীতে দেশব্যাপী ২২৮টি পয়েন্টে প্রায় ১৯,৬৭০ ফুট সাব-সয়েল খনন কাজ সম্পাদন করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিবিধ প্রতিষ্ঠানকেও ডিপোজিট কার্যক্রমের আওতায় এ পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে। ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান ও ভূ-কারিগরি তথা সয়েল টেষ্ট কাজ আরও মানসম্মত করার লক্ষ্যে ৬ টি ড্রিলিং রিগ সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

রিভার মর্‌ফলজি এণ্ড রিসার্চ সার্কেল

রিভার মর্‌ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীনে কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মরফলজি বিভাগ এবং ঢাকা মরফলজি বিভাগ কর্তৃক দেশব্যাপী বর্তমানে বিদ্যমান মোট ৪০৫ টি নদীর মধ্যে প্রধান প্রধান এবং ঢাকার চতুর্দিকের সকল নদীসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৬২টি নদীর ১৮৪৬টি ক্রস সেকশনে পর্যায়ক্রমে ব্যাথিমেট্রিক সার্ভে (প্রস্থচ্ছেদ জরীপ) সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১১ টি নদী, দুই বছর পর পর ১৫টি নদী, তিন বছর পর পর ৪০টি নদী, চার বছর পর পর ৪৬টি নদী এবং পাঁচ বছর পর পর ৫০টি নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপ করা হয়। নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ইরোশন/ডিপোজিশন, নদীর ব্যাঙ্ক লাইন শিফটিং ও নদীর থলওয়েগ ও গতিপথ নির্ণয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ সকল জরীপ উপাত্তসমূহ জিওরেফারেন্সিং, ভেলিডেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সংরক্ষণ এবং ডিজাইন, প্ল্যানিং ও রিসার্চ এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২, গ্রীনরোড, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রিভার মর্‌ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীন তিনটি বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ৫১টি নদীর ৬৬৯টি প্রস্থচ্ছেদ জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রম:

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	নদীর সংখ্যা	প্যাকেজ সংখ্যা	ক্রস সেকশনের সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	**ঢাকা মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা।**	১৫টি	১৩টি	১৬৩	৭৫.৫১	৭৫.৪০	
২	**মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া।**	১৫টি	১৯টি	২০০	৭৮.২৩	৮৫.৯৩	৭.৭৭ লক্ষ টাকা বকেয়া।
৩	**মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, ময়মনসিংহ।**	২১টি	১৬টি	৩০৬	৮০.৫০	১৩৪.৫৩	৫৪.০৪ লক্ষ টাকা বকেয়া।
	সর্বমোট	৫১টি	৪৮টি	৬৬৯	২৩৪.২৪	২৯৫.৮৬	৬১.৪৮ (বকেয়া)

প্রসেসিং এণ্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল

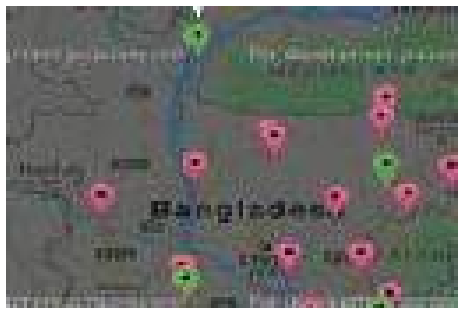

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেলের অধীনে সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং নির্মান ও যন্ত্রায়ন বিভাগ নামের পাঁচটি দপ্তর রয়েছে।

অত্র সার্কেল সংযুক্ত ম্যানেজমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস ব্রাঞ্চ এর কার্যক্রমঃ

পানি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঠিকতা যাচাইকরণসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়ঃ

১. Data Base Server ঃ বাপাউবো এর হাইড্রোলজিক্যাল দপ্তরসমূহ কর্তৃক সংগৃহীত সকল তথ্য-উপাত্ত সমূহ তিনটি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ (সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ) হতে প্রক্রিয়াজাত ডাটা এই server এ যথাযথ সংরক্ষন, প্রক্রিয়াকরন, সঠিকতা যাচাইকরণ সম্পন্ন করা হয়।

২. Data Application Server ঃ প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, গ্রীন রোড, ঢাকা এর আওতাধীন তিনটি ব্রাঞ্চ (১) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ,(২) রিভার মরফলোজী প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এবং (৩) গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এর পানি বিজ্ঞানের সকল উপাত্ত সমূহ Application Server Software এর মাধ্যমে ম্যানুয়াল ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করা হয়।

৩. Data Backup Server ঃ Data base server এর সকল তথ্য-উপাত্তসমূহ (ডাটার) Back up রাখা হয়।

৪. WebServer ঃ ব্যবহারকারীগণ www.hydrolgogy.bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট visit করে পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত উপাত্তসমূহ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা, ডাটার সময় কাল, ডাটার মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ে সম্যক ধারনা নিয়ে অনলাইন পদ্ধতিতে ডাটার জন্য আবেদন করতে পারছেন।

৫. অনলাইন পদ্ধতিতে খুবই সীমিত সময়ের মধ্যে ডাটা ব্যবহারকারীগনের কাছে ডাটা সরবরাহ করা হচ্ছে। হাইড্রোলজি ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে অটোমেশন পদ্ধতিতে পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সমূহ গ্রহন, প্রদান এবং অর্থ আহরণের কাজটি Online Payment Gateway সেবার মাধ্যমে বিগত ০৮/০২/২০২১ খ্রিঃ হতে চলমান রয়েছে।

বিগত ২০২১-২২ অর্থ বছরে পানি বিজ্ঞান সর্ম্পকিত তথ্য-উপাত্তসমূহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা/প্রকল্প, বেসরকারি সংস্থা, দেশী/বিদেশী প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান, এনজিও (NGO) সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে (আনুমানিক ২৫০ প্রতিষ্ঠান) কে ম্যানুয়্যাল এবং অনলাইনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এই সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাপাউবোর ম্যানুয়্যাল পদ্ধতিতে ৯,২৩,৭৩৫/- টাকা এবং অনলাইন পদ্ধতিতে ২৭,৬০,৬২৮/- টাকা সহ সর্বমোট ৩৬,৮৪,৩৬৩/- (ছত্রিশ লাখ চুরাশি হাজার তিন শত তেষট্টি) টাকা রাজস্ব আয় হয়।

অত্র সার্কেলের অধীনস্থ নিম্নোক্ত তিনটি প্রসেসিং ব্রাঞ্চের (ক থেকে গ) মাধ্যমে ডাটা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। তাছাড়া নির্মাণ এবং যন্ত্রায়ন বিভাগ এবং বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ কেন্দ্র (ঘ-ঙ) কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

ক) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত পানি সমতল (৩৬২ টি), প্রবাহ পরিমাপ (১৩৬ টি), ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ (১৮ টি), লবণাক্ততা (১০০ টি), পলি প্রবাহ (২০ টি), বারিপাত (২৭৪ টি), আবহাওয়া (২ টি) এবং বাষ্পায়ন (৩৯ টি) স্টেশন সমূহের ডাটা সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্তগুলোর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। এছাড়া ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল হতে ৪ টি পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ১৩৬ টি স্টেশনের প্রবাহ পরিমাপ তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যার মধ্যে ৬টি টাইডাল, ৭টি সেমি টাইডাল এবং ১২৩ টি নন-টাইডাল। সংগৃহীত প্রবাহ পরিমাপ স্টেশনের তথ্য-উপাত্ত সমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক ১১৬ টি স্টেশনের ২০০৭ সাল হতে ২০২০ পর্যন্ত MDD (Mean Daily Discharge) প্রস্তুতপূর্বক ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ. গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিস্তৃত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১২৭২ টি পর্যবেক্ষণ কূপের মধ্যে ৩৬৫ টি পর্যবেক্ষণ কূপে অটোমেটিক লগার স্থাপনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ৯০৭ টি পর্যবেক্ষণ কূপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসহ ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে), একুয়াইফার বৈশিষ্ট্য, বোরহোল লিথলজি ডাটা গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রক্রিয়াজাতকরন, বিশ্লেষণ ও ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।

বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এ সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট উপাত্ত যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ সকল তথ্য বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্পের কাজে/দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করে থাকে এবং

দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা, গবেষণামূলক কাজে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ. রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

রিভার মরফোলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন (Bathymetric Survey) উপাত্ত এর ডাটা রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগ্রহকৃত উক্ত হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্ত এর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫৫ টি নদ-নদীর ৭৫৬ টি ক্রস সেকশন এর ডাটা প্রক্রিয়াকরণ করে ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ঘ. নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ ঃ

নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা এর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কার্যক্রম সমূহ-

১। কারেন্ট মিটার ক্যালিব্রেশন ল্যাব কর্তৃক ৩৫ টি কারেন্ট মিটার ক্যালিব্রেশন এবং সার্ভিসিং।

২। তিন মিটার সাইজের ৫২ টি পিভিসি ওয়াটার লেভেল স্টাফ গেজ ক্রয় এবং সরবরাহ।

৩। ২২ টি কাউন্টার মিটার, ৮ টি ফিস ফাইন্ডার, ৪ টি পোর্টেবল ম্যানুয়াল ডাটা লগিং উইঞ্চ, ১০ লিটার P^H/ORP ক্যালিব্রেশন সলুশন, ১০ বোতল Rapid Cal ক্যালিব্রেশন সলুশন, ১০ টি ওয়েডিং রড, ১০ টি হ্যান্ড হেল্ড স্যালাইনিটি মিটার, ১১ টি সেডিমেন্ট স্যাম্পালার, ১০ টি হ্যান্ড হেল্ড ডেপথ সাউন্ডার ক্রয় ও সরবরাহ।

৪। বিভিন্ন ক্যাটামারান সার্ভে বোট ও স্পীড বোট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৫। বিভিন্ন ক্যাটামারান সার্ভে বোট ও স্পীড বোটের আউটবোর্ড মোটর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।

ঙ. বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) বন্যা বিষয়ক জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োজিত। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে (মে–অক্টোবর) 'বন্যা তথ্য কেন্দ্র' সাপ্তাহিক এবং সকল ছুটির দিনসহ প্রতিদিন খোলা থাকে এবং দেশের অভ্যন্তর ও উজানের বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সমূহের পানি সমতল বুলেটিন আকারে প্রকাশসহ গাণিতিক মডেল ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়ন ও প্রচার করে থাকে। গাণিতিক মডেল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক টেলিফোন, ফ্যাক্স, লবি ডিসপ্লে, ই-মেইল, SMS, ভয়েস মেসেজ, বাংলা ও ইংরেজীতে ওয়েব সাইট (www.ffwc.gov.bd), Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন (১০৯০ নাম্বারে কল করে ৫ চেপে বিনামূল্যে বাংলায় বন্যা বার্তা শোনা যায়) ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, NGO, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় প্রশাসন, জেলা-উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইত্যাদি পর্যায়ে নিয়মিত বিতরণ/প্রেরণ করা হয়।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ওয়েবসাইটের (www.ffwc.gov.bd) হোম পেজ (মানচিত্রে পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশনসমূহ প্রদর্শিত হচ্ছে)

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে ২৯টি প্রধান নদ-নদীর ৫৪টি স্থানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক ৫ (পাঁচ) দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রণয়ন করা হচ্ছে। স্টেশনভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার পাশাপাশি ৫ দিনের বন্যা পূর্বাভাসের পানি সমতল পূর্বাভাস প্রোফাইল নির্ণয়পূর্বক চারটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ এবং সড়কের দৈর্ঘ্য বরাবর স্থাপনাভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থাও সীমিত পরিসরে চালু রয়েছে।

২০০৫-০৭ খ্রিঃ মেয়াদে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা USAID-র সহায়তায় ১৮টি স্থানে গাণিতিক মডেলভিত্তিক ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিঃ হতে দুর্যোগ সতর্কীকরণ বিষয়ক আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় এ পদ্ধতি ৩৮টি স্থানে সম্প্রসারণ করা হয়, যা বর্তমান অবধি একটি মধ্যমেয়াদী বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা হিসেবে সক্রিয় আছে। ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস ১৫ দিনে উন্নীত করার বিষয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে। বর্তমানে প্রধান নদ-নদীসমূহের ৩টি পয়েন্টে পরীক্ষামূলক ১৫ দিনের পানিপ্রবাহ পূর্বাভাস ব্যবস্থা চালু

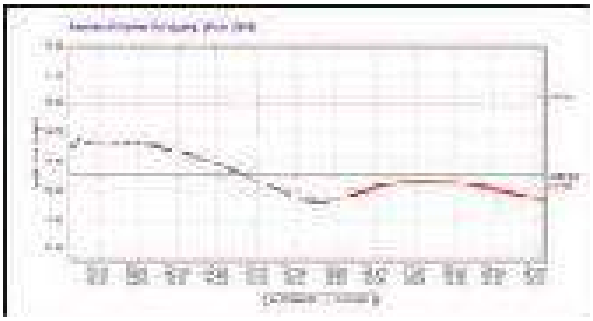

৫ দিনের সুনির্দিষ্ট বন্যা পূর্বাভাসের পানিসমতল লেখচিত্র
স্টেশন: যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ পয়েন্ট

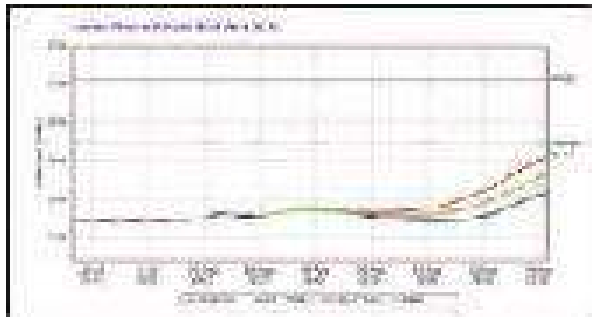

১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক বন্যা পূর্বাভাসের পানিসমতল লেখচিত্র
স্টেশন: যমুনা নদীর বাহাদুরাবাদ পয়েন্ট

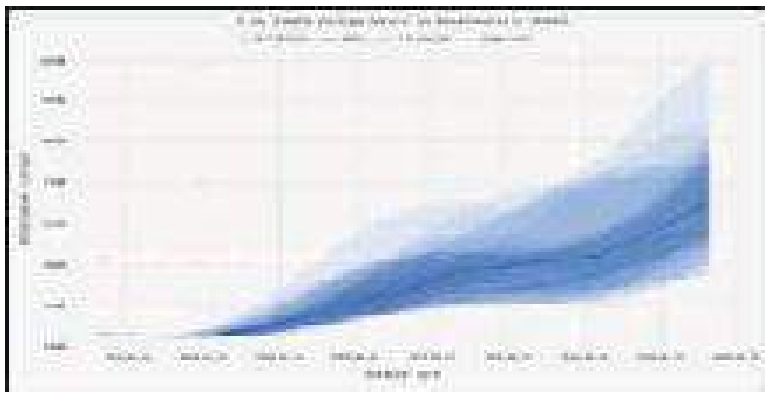

১৫ দিনের সম্ভাব্যতামূলক পানি প্রবাহ পূর্বাভাসের লেখচিত্র
স্টেশন: যমুনা নদীর বাহাদুরাবাদ পয়েন্ট

আছে। এছাড়া RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় আগামীতে শুষ্ক মৌসুমে খরা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

জুন/২০১৫ হতে ভয়েস কলের পরিবর্তে মোবাইল ফোনে SMS ভিত্তিক ডিজিটাল তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে গেজ পয়েন্ট হতে গেজ পাঠকগণ নির্দিষ্ট ফরমেটে SMS করে FFWC-তে নিয়মিত তথ্য প্রেরণ করেন এবং বন্যা তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভুল কম হচ্ছে, সময় কম লাগছে, খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোপরি তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাঠ পর্যায় হতে গেজ পাঠক কর্তৃক SMS-এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং কম্পিউটারে সংক্রিয় ভাবে উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সফটওয়্যার

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অববাহিকায় এপ্রিল-মে মাসের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা IFAD এর অনুদান সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে বাস্তবায়নাধীন

আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার জন্য ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা
(http://geo.iwmbd.com:4003) বা
(http://ffwc.bwdb.gov.bd/flashflood)

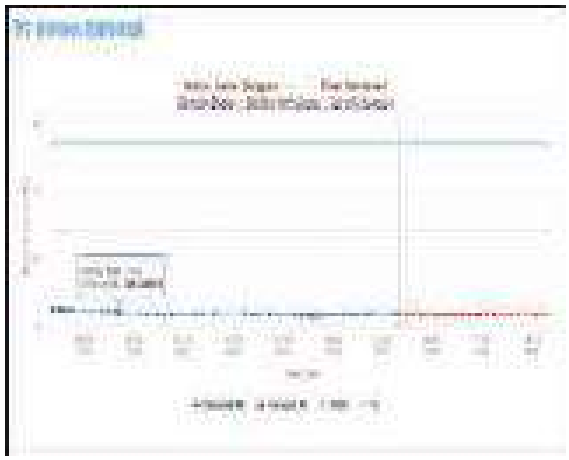

৩ দিনের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাসের পানিসমতল লেখচিত্র
স্টেশন: সোমেশ্বরী নদীর দুর্গাপুর পয়েনন্ট

'Haor Infrastructure Livelihood Improvement Project (HILIP)' প্রকল্পের 'Climate Adaptation and Livelihood Protection (CALIP)' component এর আওতায় 'Development of Early Warning System of Flash Flood in the North Eastern Region of Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম জুন, ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০২১ সালে বর্ধিত প্রকল্প কর্মসূচীর আওতায় পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস স্টেশনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদীসমূহের মোট ৪৫ টি স্থানে পানি সমতল পর্যবেক্ষণ এবং মোট ৩৭ টি স্থানে ৩(তিন) দিনের সুনির্দিষ্ট আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে যেটি প্রচারের সুবিধার্থে একটি পৃথক ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা প্রবর্তন রা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সরবরাহকৃত তথ্য ও সার্বিক দিক-নির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক University of Washington (UW) এ কর্মরত প্রফেসর ডঃ ফয়সাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি গবেষণা দল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যা ৩ দিনের আগাম আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। উক্ত আগাম পূর্বাভাসটি http://depts.washington.edu/saswe/flashflood ওয়েবসাইটে প্রচার করা হচ্ছে। ২০২০ সালের আকস্মিক বন্যা মৌসুমে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং বাস্তবিক তথ্যের প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের পূর্বাভাসের সঠিকতা যাচাই করা হচ্ছে।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের সুবিধা- গাণিতিকভাবে কার্যকর, তুলনামূলক পূর্বাভাস, উজানের তথ্যের উপর নির্ভরশীল নয়, সরল ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

বন্যা পূর্বাভাস বার্তা তৃণমূল পর্যায়ে সুচারুভাবে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এপ্রিল, ২০১৮ হতে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ICIMOD এর সহায়তায় অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমভিত্তিক BWDB Flood App নামক একটি মোবাইল অ্যাপ পরিসেবা চালু করা হয়েছে। অ্যাপটি Google Play Store থেকে বিনামূল্যে Download করা যাবে। এটি মূলতঃ বন্যা পূর্বাভাস ও

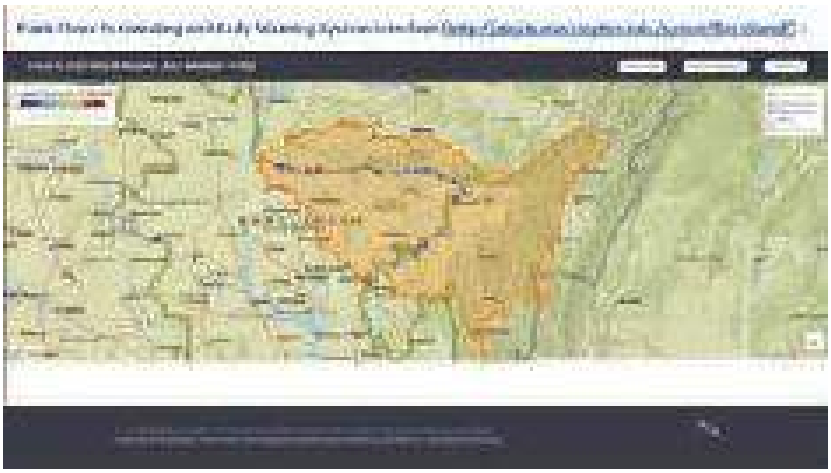

চিত্রঃ যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক University of Washington এর আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস ওয়েবসাইট

সতর্কীকরণ কেন্দ্র ওয়েবসাইটের একটি মোবাইল ফোন বান্ধব সংস্করণ যার সাহায্যে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক মোবাইল ফোন গ্রাহক কেবল একটি ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে অতি সহজে বন্যা পূর্বাভাস বার্তা এবং চিত্রসমূহ তাঁর ফোনে পেয়ে যাবেন।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ওয়েবসাইটের (www.ffwc.gov.bd) হোম পেজ (মানচিত্রে পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশনসমূহ প্রদর্শিত হচ্ছে)

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের স্টেশনভিত্তিক বন্যা পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে নিকটবর্তী সময়ের স্যাটেলাইট উপাত্তের মাধ্যমে নিখুঁততর স্থানভিত্তিক প্লাবন মানচিত্রে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা Google এর সাথে এটুআই এর সহযোগীতায় বাপাউবো ডিজিটাল পদ্ধতিতে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু করে। চুক্তির আওতায় Google বাপাউবো'র বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র দপ্তরের নদ-নদীর পানি সমতল তথ্য ও পূর্বাভাসকৃত তথ্য ব্যবহার করে নিজস্ব ওয়েবভিত্তিক মডেল এবং উন্নততর Digital Elevation Map (DEM) এর মাধ্যমে Real time বন্যা প্লাবন মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং Google Alert Service এর মাধ্যমে জনসাধারনের নিকট পৌঁছে দেয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে এই ওয়েবভিত্তিক সেবা চলমান আছে এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ১০৯টি স্টেশন এলাকার আওতাভুক্ত ৫৫টি জেলার ৯৯টি উপজেলার বন্যাপ্রবণ এলাকার জনগণের নিকট স্মার্ট ফোনের "পুশ নোটিফিকেশন" এর মাধ্যমে বন্যার তথ্য ও পূর্বাভাস প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও গুগল ম্যাপ এবং গুগল ফিডে আগাম বন্যা সম্পর্কিত সতর্কতামূলক বার্তা পাওয়া যাচ্ছে এবং গুগল ম্যাপ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্থানের বন্যা সতর্কতার ভিত্তিতে প্লাবনের দৃশ্যপট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম বিধায় বন্যা পূর্বাভাস প্রান্তিক জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে এসএমএস পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ বিধায় এসএমএস পদ্ধতিতে পূর্বাভাস প্রেরণের বিষয়ে কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর নিকট কেবল সংশ্লিষ্ট স্থানের যথাযথ বন্যা সতর্কবার্তাসহ নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রের নাম পৌঁছে যাবে যার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার আরেকটি নতুন মাইলফলক রচিত হবে।

মোবাইলে প্রেরিত পুশ নোটিফিকেশন

Google কর্তৃক প্রদত্ত সিরাজগঞ্জের প্লাবন মানচিত্র

ড্রেজার দপ্তরের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্গত অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার দপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা এর অধীনে বর্তমানে মোট ৪১টি {৯টি ২৬" (সচল), ২টি ২০"(সচল), ১৬টি ১৮"(সচল ৮টি, অচল ৮টি), ১৩টি ১২"(অচল) এবং ১টি ৬"(সচল) ডিসচার্জ পাইপ ডায়া} বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন কাটার সাকশন ড্রেজার রয়েছে এবং ওয়ার্ক বোট ২২টি (সচল), টাগবোট ১৫টি (সচল ৭টি, মেরামতধীন ৮টি), হাউজবোট ৩২টি (সচল ২১টি, মেরামতাধীন ৩টি, মেরামত অযোগ্য ৮টি) রয়েছে। বর্তমানে ২টি ড্রেজার বেইজ

রয়েছে যার একটি নারায়ণগঞ্জ ও অপরটি খুলনায় অবস্থিত। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইসে একটি বৃহদাকার ওয়ার্কশপ রয়েছে যার আধুনিকায়ন প্রয়োজন।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজার গুলোর বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ২৪৫.৫০ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার দপ্তরসমূহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও বোর্ডের অনুমতিক্রমে অন্যান্য সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। তবে বর্তমানে বাপাউবোর নদী ড্রেজিং কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার কাজ করা সম্ভব হয়নি। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর মধ্যে গড়াই নদী ড্রেজিং কুষ্টিয়ায়, জিকে পাম্প হাউজের ইনটেক ক্যানেল ড্রেজিং, কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত বহলবাড়ীয়া-বারুইপাড়া-তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন সংলগ্ন পদ্মা নদীর চর অপসারন ড্রেজিং, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি এবং খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে/ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালী করার জন্য ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং/ফিলিং কাজ, ফরিদপুর জেলার মধুমতি উপজেলায় মধুমতি নদীর চর ড্রেজিংকাজ (বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি আব্দুর রউফ এর স্মৃতিসৌধ, বসতবাড়ী রক্ষাকল্পে), নড়াইল জেলার মধুমতি নদীর মল্লিকপুর (২.৫০ কি.মি.) এবং ঘাঘা (২.০ কি.মি.) নামক স্থানে ড্রেজিংকাজ, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় নিউ ধলেশ্বরী নদীর সিল্ট বেসিন নির্মান ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার আওতাধীন শিমলা ও পাচঠাকুরী এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে ডানতীর রক্ষার্থে জরুরী চর অপসারন কাজ, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় তুরাগ নদী খনন ইত্যাদি ড্রেজিং কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। ড্রেজার দপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রায় ৯৪.৫৭ লক্ষ ঘনমিটার, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রায় ১১০.৩৫ লক্ষ ঘনমিটার, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রায় ১০০.৮০ লক্ষ ঘন মিটার এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রায় ৫০.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পাদন হয়েছে।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদ-নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে সুষ্ঠ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিংকল্পে "Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ৭টি ২৬" ও ২টি ২০" ডিসচার্জ ডায়ার ড্রেজার ও অন্যান্য সহযোগী জলযান/যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের নির্দেশনামতে বিভিন্ন সাইজের ৩২টি ড্রেজার ও অন্যান্য সহযোগী জলযান/যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে ৪৩২৬.৭৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি ডিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার পর নিয়মিত মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং (অর্থাৎ নদীর নাব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে) বাস্তবায়ন করার জন্য উপরোক্ত ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে/হবে, যা দ্বারা সকল মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং সম্পাদিত হবে।

চলমান ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর ড্রেজিং কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের দিকনির্দেশনা মোতাবেক ড্রেজার এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নিয়মিত বিশেষ তদারকিসহ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

নং	প্রকল্পের নাম	নিয়োজিত ড্রেজার সমূহ	২০২১-২২ অর্থ বছরের ড্রেজিংকৃত মাটির বিবরনী	
			ড্রেজিংকৃত মাটির পরিমান (লক্ষ ঘঃমিঃ)	মোট দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)
১।	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	১) সিএসডি বাঙ্গালী-২৬" ২) সিএসডি তুরাগ-২৬" ৩) সিএসডি পদ্মা-২৬" ৪) সিএসডি গড়াই-২৬" ৫) সিএসডি মধুমতি-২৬" ৬) সিএসডি জলঢাকা-২-২৬" ৭) সিএসডি বিশখালী-২০" ৮) সিএসডি নবগঙ্গা-১৮"	৭২.১০	৩৬.০০
২।	জিকে ইনটেক ক্যানেল ড্রেজিং প্রকল্প।	১) সিএসডি বিষখালী - ২০" ২) সিএসডি নবগঙ্গা - ১৮"	১.৬৬	১.০০
৩।	কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত বহলবাড়ীয়া-বারুইপাড়া-তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন সংলগ্ন পদ্মা নদীর চর অপসারন ড্রেজিং।	১) সিএসডি জলঢাকা-২-২৬"	২.৯৮	২.০০

নং	প্রকল্পের নাম	নিয়োজিত ড্রেজার সমূহ	২০২১-২২ অর্থ বছরের ড্রেজিংকৃত মাটির বিবরনী	
			ড্রেজিংকৃত মাটির পরিমান (লক্ষ ঘঃমিঃ)	মোট দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)
৪।	সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি এবং কয়রা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে/ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের বেডচওড়া ও শক্তিশালী করার জন্য ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং/ফিলিং কাজ।	১) সিএসডি আবুধাবী-১৮"	০.৫৩	[মাটি ভরাট কাজ]
৫।	ফরিদপুর জেলার মধুমতি উপজেলায় মধুমতি নদীর চর ড্রেজিংকাজ (বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি আব্দুর রউফ এর স্মৃতিসৌধ, বসতবাড়ী রক্ষাকল্পে)।	১) সিএসডি মহানন্দা-১৮"	০.৬০	০.৩৫
৬।	নড়াইল জেলার মধুমতি নদীর মল্লিকপুর (২.৫০ কি.মি.) এবং ঘাঘা (২.০ কি.মি.) নামক স্থানে ড্রেজিংকাজ। (ড্রেজিং কাজটি ডিপিপি ভুক্ত)	১) সিএসডি কাসালং-১৮" ২) সিএসডি ধানসিঁড়ি-২০"	১.৪০	১.৫০
৭।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় নিউ ধলেশ্বরী নদীর সিল্ট বেসিন নির্মান ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ।	১) সিএসডি মেঘনা-২৬" ২) সিএসডি চিত্রা-১৮"	১০.৩৪	৩.০০
৮।	সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার আওতাধীন শিমলা ও পাচঠাকুরী এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে ডানতীর রক্ষার্থে জরুরী চর অপসারন কাজ।	১) সিএসডি রুপসা-২৬"	২.৫৩	১.০০
৯।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় তুরাগ নদী খনন কাজ (কিঃমিঃ ১২৩.১০০ হইতে কিঃমিঃ ১২৫.১০০ এবং কিঃমিঃ ১৩০.৮৫০ হইতে কিঃমিঃ ১৩৮.৫৫০ বা ৯.৭০ কিঃমিঃ)।	১) সিএসডি বুড়িগঙ্গা-১৮" ২) সিএসডি শীতলক্ষ্যা-১৮"	২.৪৩	২.৫০

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক/ বৈদ্যুতিক কাজ সম্পাদন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে আসছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর বোর্ডের সকল যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক প্রকৌশল কর্মকান্ডের সহযোগী হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান সময়ের প্রধান কার্যক্রম নিম্নরুপঃ

- পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামোগুলোর গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস তৈরী ও স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাম্প হাউজগুলোর পুর্নবাসন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ইত্যাদি।
- উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে যেসব যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম কেনা হয়, প্রকল্প শেষে সেসব ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়। যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর সেসব যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ করে বাপাউবোর প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করে।

এ ছাড়া দপ্তরটির জলযান ও সরঞ্জামাদি বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্প, বিভিন্ন সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে ভাড়ায় নিয়োজিত করে রাজস্ব আয় করে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৯টি জোনে বিদ্যমান সকল হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের সকল গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস এর যাবতীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বা প্রতিস্থাপন কাজ যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করার জন্য বোর্ডের নির্দেশনা রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে নির্মাণাধীন সকল হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের সকল গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস এর ফেব্রিকেশন ও স্থাপন কাজ যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর এর বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক ৫৯৪ টি গেট ও হোয়েস্টিং মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ/প্রতিস্থাপন এর কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর এর বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন খাতে আয়ের বিপরীত র‍্যাক দপ্তরে জমা বাবদ প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী মতে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	খাত	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১।	যন্ত্রপাতি ভাড়া বাবদ প্রাপ্তি	২৭৮.৯৫	০.০০
২।	জলযান ভাড়া বাবদ প্রাপ্তি	১২১.২১	০.০০
৩।	ফেব্রিকেশন কাজ বাবদ প্রাপ্তি	০.০০	০.০০
৪।	বিবিধ আয় বাবদ প্রাপ্তি	২৫৭.৩	০.০০
	মোট	**৬৫৭.৪৬**	**০.০০**

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরঞ্জামের বিস্তারিত বিবরণী:

ক্রঃ নং	সরঞ্জামের বিবরণ	পরিচালনাকারী বিভাগের নাম	মোট সংখ্যা	সরঞ্জামের বর্তমান অবস্থা	
				সচল	মেরামত যোগ্য
১	এমফিবিয়ান এক্সকাভেটর-১০টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	০৪	০৩	০১
		স্টোর বিভাগ	০৬	০৪	০২
২	লং বুম এক্সকাভেটর-১১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	১০	০৮	০২
		স্টোর বিভাগ	০১		০১
৩	শর্ট বুম এক্সকাভেটর- ১টি	ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	০১	০১	
৪	ক্রেন- ১১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	০৬	০৩	০৩
		স্টোর বিভাগ	০৩		০৩
		ওয়ার্কশপ বিভাগ	০২	০২	
৫	বুলডোজার-১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	০১		০১
৬	ইলেকট্রিক জেনারেটর- ০১টি, ওয়েল্ডিং জেনারেটর- ১৩টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	০৮	০২	০৬
		ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	০১	০১	
		স্টোর বিভাগ	০১		০১
		বগুড়া যান্ত্রিক বিভাগ	০৪	০১	০৩
৭	রোড রোলার -১টি	ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	০১	০১	
৮	বার্জ (১০০ টন, ২০০টন, ৩০০টন)- ১২টি	খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ	০১		০১
		ওয়ার্কশপ বিভাগ	১১	০৮	০৩
৯	এ্যাংক বার্জ (৫ টন)-২টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	০২		০২
১০	টাগ- ২টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	০২	০১	০১
		মোট	৬৫	৩৫	৩০

● এছাড়াও অকেজো সরঞ্জাম রয়েছে যেগুলোর নিলাম কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রম:

দপ্তর/বিভাগের নাম	গেট (নতুন)	হোয়েস্ট (নতুন)	গেট (মেরামত)	হোয়েস্ট(মেরামত)
ওয়ার্কশপ বিভাগ	৬৫	৪৩	২৬	২
বগুড়া যান্ত্রিক বিভাগ	৬৪	৬৪	১৮	১২
চট্টগ্রাম যান্ত্রিক বিভাগ	৮৬	৩৪	১৯	৬
খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ	৬৫	২১	২	১
ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	২১	৩৯	২	৪
মোট	৩০১	২০১	৬৭	২৫

অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত) ঃ

মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
				সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	২৭৯	৪৭০.৯৬	২০৪	৫০৯*	৩,৮৫০.৩১
মোট ঃ	২৭৯	৪৭০.৯৬	২০৪	৫০৯	৩,৮৫০.৩১

* বিগত অর্থ-বছরসমূহের অনিষ্পন্ন ৫০৯টি আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছে।

শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বৎসরে (২০২১-২০২২) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুত /বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড		
৫৯	৪	১৩	১২	২৯	৩০

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা-সংক্রান্ত কার্যক্রম (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত):

সারণী- ১: দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলা সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত):

সরকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয় বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ- এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
৬৪	৮৯	২৫০	৪০৩	৫৫

সারণী- ২: বাপাউবো তথা সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা থেকে আর্থিক ও প্রশাসনিক অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত):

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, ভূমির স্বত্ত্ব এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
১।	জুলাই ২০২১	-	-	-	-	-	-
২।	আগস্ট ২০২১	০৮	০৭	০১	- বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ০১টি সিভিল রিভিশনে হাইকোর্ট প্রদত্ত আদেশ বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা মৌজার সিএস ৬১৫নং দাগে ১৭শতাংশ ও ৬১৪নং দাগে ৬শতাংশ তথা সর্বমোট ২৩শতাংশ ভূমির মালিকানা ও দখলিস্বত্ত্ব নিশ্চিত হয়েছে।	-	-
৩।	সেপ্টেম্বর ২০২১	০৫	০৫	-	- বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১টি সিভিল রিভিউ পিটিশনে মহামান্য আপীল বিভাগ কর্তৃক বোর্ডের পক্ষে রায় প্রদান করায় নোয়াখালী জেলার পূর্ব শুলাকিয়া মৌজায় বোর্ডের নামে অধিগ্রহণকৃত ৩৮.৯৭ একর ভূমির মধ্যে ২০ একর নালিশী ভূমির মালিকানাস্বত্ত্ব বোর্ডের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। - বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত ১টি সিভিল রিভিশনে মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটাস্থ ধানসিঁড়ি পরিদর্শন বাংলোর আঙ্গিনায় অবস্থিত ১১শতাংশ ভূমির মালিকানাস্বত্ত্ব সম্পর্কিত বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালতের দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে। - বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১টি রিট পিটিশনের রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় তিতাস নদী প্রকল্পের নালিশী ভূমিতে প্রকল্প কাজ সম্পাদনে আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-	-
৪।	অক্টোবর ২০২১	০১	০১	-	- বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ০১টি রিট পিটিশনের রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় সহকারী পরিচালক/শাখা অফিসার পদে চলতি দায়িত্ব প্রদানের তারিখ থেকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি প্রদানের দাবি আদালত কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি।	-	-
৫।	নভেম্বর ২০২১	০৮	০৬	০২	- বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত ১টি আপীল মোকদ্দমার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় পটুয়াখালী জেলার আলীপুর মৌজায় বিভিন্ন দাগে ৩.০০ একর জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত ২টি আপীল মোকদ্দমার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় ডিএনডি নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতাধীন ঢাকা জেলার দনিয়া মৌজায় ২টি পৃথক খতিয়ানে	-	-

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, ভূমির স্বত্ত্ব এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
					- ৭ ও ৪ শতাংশ তথা মোট ১১ শতাংশ জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত ১টি আপীল মোকদ্দমার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় খুলনা জেলার আরাজি সাজিয়ারা মৌজায় ৫৩ শতাংশ জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১টি রিট পিটিশনের রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় ডিএনডি নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ জেলার ভূইঘর মৌজায় অবৈধভাবে নির্মিত ভবন উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।		
৬।	ডিসেম্বর ২০২১	০৪	০০	০৪	-	-	-
৭।	জানুয়ারি ২০২২	০৩	০৩	-	- বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১টি রিট পিটিশনের রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় পাবনা জেলার ইছামতি নদী পুনঃখনন কাজের নালিশী ভূমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদে আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১টি রিট পিটিশনের রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় পিটিশনার মো: সাব্বির আহমেদ কাউসার- কে লস্কর পদে নিয়োগের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১টি দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় বগুড়া সেচ খালের নালিশী ভূমিতে খনন কাজ সম্পন্নের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-	-
৮।	ফেব্রুয়ারি ২০২২	০৪	০২	০২	- বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত ১টি আপীল মোকদ্দমার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় "মধুমতি নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পূনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পূনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের নালিশী ভূমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদকরণের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	- ১টি আরবিট্রেশন মোকদ্দমায় বোর্ডের পক্ষে রায় হওয়ায় ডালিয়া পওর বিভাগের আওতাধীন ঠিকাদার মেসার্স মনিরুজ্জামান- এর অনুকূলে প্রদত্ত ১৪,২৬,৬০,৪২০ /- চৌদ্দ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ ষাট হাজার চারশত বিশ) টাকার এওয়ার্ড পরিশোধের আইনগত বাধ্যবাধকতা অপসারিত হয়েছে।	-
৯।	মার্চ ২০২২	০৯	০৮	০১	- বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত ৪টি আপীল মোকদ্দমার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় ডিএনডি নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ জেলার খোর্দ্দ ঘোষপাড়া মৌজাস্থিত সিএস- ১৯নং খতিয়ান ও সিএস- ৩৩৬নং দাগে ৭ শতাংশ ভূমি, খোর্দ্দ ঘোষপাড়া মৌজাস্থিত সিএস/এসএ- ৩৩৬নং দাগে অবৈধভাবে স্থাপিত টিনশেড দোকান, খোর্দ্দ ঘোষপাড়া মৌজাস্থিত সিএস- ১২৪নং দাগে অবৈধভাবে স্থাপিত টিনশেড দোকান এবং দেউলপাড়া মৌজাস্থিত সিএস ৯৪২ নং দাগে অবৈধভাবে নির্মিত ৪তলা বিশিষ্ট ভবনের ১৪ ফুট X ৪৫ ফুট X ২৪ ফুট অংশ উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত ১টি আপীল মোকদ্দমার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় "মধুমতি নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পূনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পূনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের নালিশী ভূমি	-	-

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, ভূমির স্বত্ত্ব এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
					হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদকরণের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১টি রিট পিটিশনের রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় কক্সবাজার পওর বিভাগের আওতাধীন লেমসিখালী মৌজায় ইজারাকৃত ৩.৫০একর জমি ইজারামুক্তকরণে আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।		
১০।	এপ্রিল ২০২২	০৬	০৪	০২	- বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত ১টি আপীল মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ায় "বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের ড্রেজিংকৃত বালু স্তুপিকরণের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এবং ইতোপূর্বে Continuing Mandamus হিসেবে নিষ্পত্তিকৃত ১টি রিট পিটিশনে অবৈধ দখলদারদের দাখিলকৃত ৪৫টি আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ায় ইছামতি নদী পুনঃখনন সংক্রান্তে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদকরণে আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১টি রিট পিটিশনের রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় বরগুনা পওর বিভাগের স্মারক নং-২০৩ তারিখ: ২৯/০১/২০১৯ মূলে ১.১৬একর জমির বাতিলকৃত ইজারা চুক্তির আইনগত বৈধতা পাওয়া গিয়েছে।	-	-
১১।	মে ২০২২	০২	০২	-	- বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত ১টি আপীল মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় "সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার ১, ২, ৬-৮ এবং ৬-৮ (এক্সটেনশন) এর নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের আইনগত বাধা অপসারিত হয়ে গিয়েছে। - বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত ১টি আপীল মোকদ্দমার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার চক মুথুরাবাদ মৌজায় ৩১.৩৫ শতাংশ জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-	-
১২।	জুন ২০২২	০৫	০৪	০১	- বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত ২টি আপীল মোকদ্দমার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় ডিএনডি নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার খোর্দ্দ ঘোষপাড়া মৌজাস্থিত সিএস- ১৯নং খতিয়ান ও সিএস-৩৩৬নং দাগে ৭ শতাংশ ভূমি এবং সিএস- ১৯নং খতিয়ান ও সিএস- ৩৩৬নং দাগের ৭ শতাংশ জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-	-
মোট:		৫৫	৪২	১৩	-	-	-

উপরিউক্ত সারণী- ১ থেকে দেখা যায় যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত ৪০৩টি মামলা সারাদেশের বিভিন্ন আদালতে দায়ের হয় এবং ৫৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। এ অর্থবছরে মামলা দায়েরের তুলনায় নিষ্পত্তির হার ১৩.৬৫%। অন্যদিকে সারণী- ২ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত ৫৫টি মামলার মধ্যে ৪২টি মামলার রায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে এবং ১৩টি মামলার রায় বিপক্ষে হয়েছে। সূতরাং ৭৬.৩৬% মামলায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে। বোর্ডের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত উক্ত ৪২টি মামলার মধ্যে ১টি মামলার রায় বোর্ডের পক্ষে আনীত হওয়ায় ১৪,২৬,৬০,৪২০/- (চৌদ্দ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ ষাট হাজার চারশত বিশ) টাকা বাদীর অনুকূলে পরিশোধের আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে বোর্ড তথা সরকার পরিত্রাণ পেয়েছে এবং ৪১টি মামলার রায় হতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অর্জন, ভূমির স্বত্ত্ব লাভ ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত প্রতিকার পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মামলার রায় বোর্ডের বিপক্ষে হওয়ার কারণে কোন টাকা কোন বাদীর অনুকূলে পরিশোধ করতে হয়নি।

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

২০২১-২০২২ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের ৬৭৪.৬১ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০২০-২১ সালের জের (Carried over) = ৯৫.১৩ হেঃ
২০২১-২২ সালের কার্যক্রম = ৬৭৪.৬১ হেঃ
মোট = ৭৬৯.৭৪ হেঃ

(ক) জুন' ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতি (%)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	৬৭৩.০০	৯৯.৭৬%
২।	ডিএলএসি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	৫৪০.১৯	৮০.০৭%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৫৪৯.৯৭	৮১.৫২%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	৩৩৫.৭৪	৪৯.৭৬%
৫।	তহবিল প্রদান	৫২১.৪১	৭৭.২৯%
৬।	দখল প্রাপ্ত	৯৪.৩৬	১৩.৯৯%

(খ) জুন' ২০২২ পর্যন্ত পেণ্ডিং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতি (%)
১।	জেলা প্রশাসক	৫৭৩.৭০	৮৫.০৪%
২।	পানি উন্নয়ন বোর্ড	৬.৫৫	০.৯৭
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয়	০.০০	০.০০
	মোট	৫৮০.২৫	

কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল এর কার্যক্রম

সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার তথা Value for Money নিশ্চিত করা সম্ভব। যে কোন প্রকল্পের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য এবং জনসাধারণের অর্থ কার্যকরভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য যথাযথ পাবলিক ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা আবশ্যক। এর ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জিত হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (সিপিসি), মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন একটি দপ্তর। বাপাউবো'র সরকারি ক্রয়ে দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (সিপিসি) Focal Point হিসেবে কাজ করে থাকে। কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (সিপিসি), বাপাউবো, ঢাকা এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬(পিপিএ-২০০৬), পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮(পিপিআর-২০০৮) এবং বাপাউবো'র আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৬ এর আলোকে বাপাউবো'র ক্রয়কারী দপ্তরসমূহের ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদান করা;
- পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এবং ই-জিপি গাইডলাইন-২০১১ এর আলোকে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে সরকারি ক্রয়ের বিধি বিধান সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এবং ই-জিপি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমন্বয় করা;
- পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮, ই-জিপি গাইডলাইনস-২০১১ এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক সংশোধিত পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বোর্ডে ক্রয় পরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ ও আইন/বিধি-বিধানের আলোকে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা।

e-GP কার্যক্রমঃ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRIIAF) প্রকল্পের আওতায় এবং Dohatec পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহয়তায় কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবোতে e-GP Cell ও e-GP Helpdesk স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত e-GP Cell ও e-GP Helpdesk বাপাউবোর Procuring Entity এবং ঠিকাদারগণকে e-Tendering সংক্রান্ত বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project এর আওতায় বাপাউবো একটি PSPSOs হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং e-GP এর মাধ্যমে e-Contract Management System (e-CMS) বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে (বাপাউবো) ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে সকল পওর এবং পানি উন্নয়ন বিভাগে সকল উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) এবং সীমিত দরপত্র (LTM) e-GP পদ্ধতিতে আহবান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাপাউবোতে মোট ৩২০৭ টি দরপত্র ই-জিপি সিস্টেমে আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩৯৪টি OTM, ৭২২টি LTM, ১৫টি RFQ এবং ৭৬টি OSTEM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়। নিচের লেখচিত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত বাপাউবো এর e-GP কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ দেখানো হলোঃ

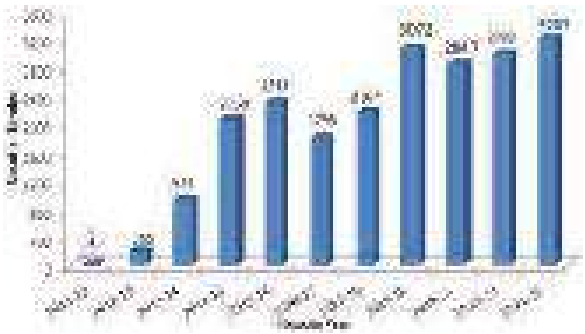

Figure-1: Financial year wise total no. of e-tenders processed in e-GP.

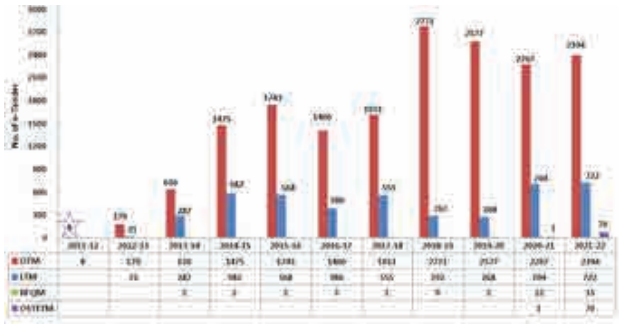

Figure-2: Financial year wise total no. of e-tenders invited in OTM & LTM in e-GP.

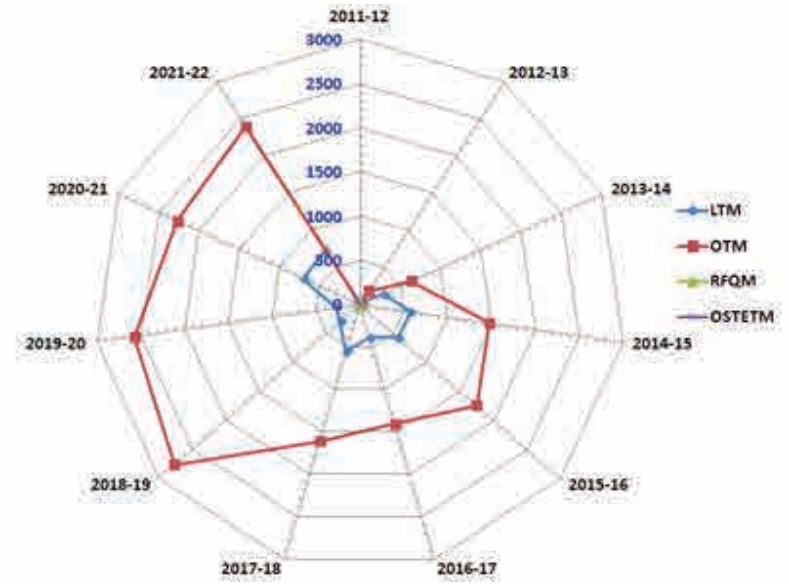

Figure-3: Financial year wise e-tenders invited in different procurement method in e-GP.

বাস্তবতার নিরিখে প্রযুক্তি নির্ভর কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ হিসেবে কেন্দ্রীয় জিআইএস পরিদপ্তরের অগ্রযাত্রা

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) ১৯৫৯ সাল হতে যাত্রা শুরু করে বর্তমান অবধি যথাযথ কাঠামোগত ও অকাঠামোগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কাঠামোগত ও অকাঠামোগত ব্যবস্থাপনায় জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস), গাণিতিক মডেলিং এবং আধুনিক জিআইএস প্রযুক্তিকে সহায়ক ভূমিকা হিসেবে পালনের উদ্দেশ্যে ২০১৯ খ্রিঃ কেন্দ্রীয় জিআইএস পরিদপ্তর আত্মপ্রকাশ করে। দপ্তরটি ক্লাউড ভিত্তিক অথবা স্যাটেলাইট হতে প্রাপ্ত ডাটা এবং মাল্টি স্পেকট্রাল ছবি সংগ্রহ করে বাপাউবোর বিভিন্ন প্রস্তাবিত ও চলমান প্রকল্পের অধীন নদীর গতিবিধি যেমন ভাঙ্গনের মাত্রা, গতিপথের পরিবর্তন, আকস্মিক বন্যা কিংবা মৌসুমি বন্যায় প্লাবিত এলাকার Flood Extent ম্যাপ তৈরি করছে। বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (DEM) বিশ্লেষণ করে বাপাউবো'র বিভিন্ন অবকাঠামো যেমন রেগুলেটর, স্লুইস, ইনলেট/আউটলেট ইত্যাদির নির্মান পূর্ববর্তী নকশা প্রণয়নে সহায়ক ক্যাচমেন্ট বা বেসিনের গাণিতিক বিশ্লেষণ অত্র দপ্তর হতে করা হচ্ছে।

বাপাউবো'র পানি বিজ্ঞান দপ্তরসহ, অন্যান্য দপ্তর এবং বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত বৃষ্টিপাত, পানি সমতল, ভূগর্ভস্থ পানি সমতল, পানি প্রবাহ, নদীর বেথিমেট্রি, নদীর প্রস্থ, নদীর দৈর্ঘ্য, টপোগ্রাফিসহ বিবিধ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক জিআইএস ভিত্তিক নিজস্ব এবং কেন্দ্রিয় Geo-Spatial ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে। সংগৃহীত জিআইএস ডাটা বিভিন্ন দপ্তরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী Spatial বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় লেয়ার সংবলিত বিভিন্ন ম্যাপ, ছক, লেখচিত্র এবং বিশ্লেষণের ফলাফল সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন হাইড্রোলজিক্যাল তথ্য-উপাত্তসমূহ সন্নিবেশিত করে ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করাসহ বিভিন্ন দপ্তরকে সরবরাহ করা হচ্ছে।

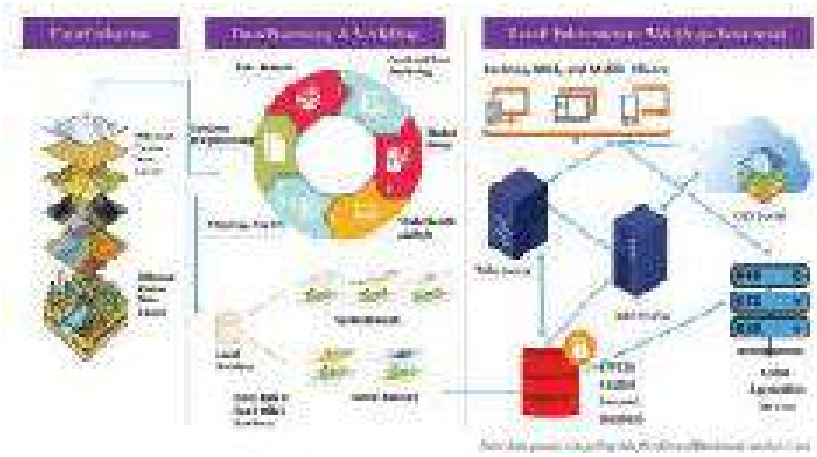

চিত্রঃ জিআইএস ভিত্তিক ডাটা সংগ্রহ, প্রসেসিং, সংরক্ষণ, পরিবেশন এবং প্রদর্শন প্রবাহ চিত্র

কেন্দ্রিয় জিআইএস পরিদপ্তরের সমাপ্তকৃত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরনঃ ডিজিটাল এলিভেশন মডেল ব্যবহার করে বিভিন্ন হাইড্রোলিক অবকাঠামোর জ্যামিতিক আকার নির্ধারন করার নিমিত্ত জিআইএস মডেল প্রস্তুত করে তার বিশ্লেষনধর্মী ফলাফল ও ম্যাপ বিভিন্ন নকশা পরিদপ্তর এবং পরিকল্পনা পরিদপ্তরকে সরবরাহ করা। যা পরবর্তিতে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা এবং ডিজাইন প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হয়। স্যাটেলাইট ইমেজ হতে পানগুছি নদী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট-এর ২০ বছরের গতিপথ পরিবর্তনের ম্যাপ, বাংলাদেশের হাওড়ের ম্যাপ, বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক পোল্ডার চিহ্নিতকরণ ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। মাঠ-পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠ-পর্যায়ের দপ্তরসমূহে সহায়তা প্রদানমূলক কাজসমূহের মধ্যে রয়েছে (ক) ময়মনসিংহ মরফোলজি ডিভিশন এর ৫৬ টি নদীর প্রস্থছেদের ইনডেক্স ম্যাপ তৈরি, (খ) বিভিন্ন প্রস্তাবিত এবং চলমান প্রকল্পসমূহের প্রজেক্ট লোকেশন ম্যাপ, (গ) পটুয়াখালীর পোল্ডার সমূহ চিহ্নিত করে বস্তুনিষ্ট ম্যাপ তৈরি, (ঘ) টাঙ্গাইল বেসিন বা ক্যাচমেন্ট ম্যাপ, (ঙ) ২০২২ খ্রিঃ Sentinel Radar ইমেজ ব্যবহার করে বন্যা কবলিত এলাকার Flood Extent ম্যাপ তৈরি করে তা বন্যা মনিটরিং কাজে ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে বাপাউবো'র বিভিন্ন দপ্তর ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে চাহিত পোল্ডার, নদীর নেটওয়ার্ক, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার ও পানি সমতল স্টেশন এর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষন করে বিভিন্ন জিআইএস ফরম্যাটে প্রেরণ করা হয়েছে। বাপাউবো'র সকল দপ্তরের মাঝে জিআইএস তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদানসহ বিভিন্ন বিশ্লেষনধর্মী ফলাফল শেয়ার করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে জিআইএস ডাটা শেয়ার সহজীকরণসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানাবিধ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হচ্ছে।

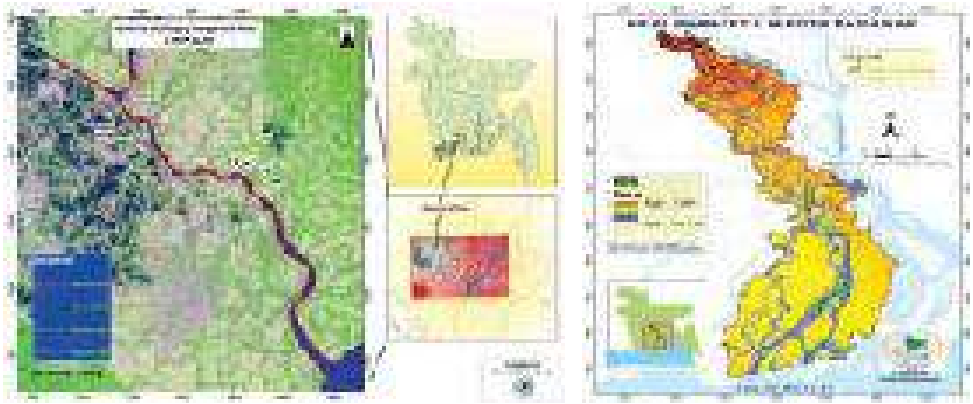

চিত্রঃ সময়ের সাথে নদী তীর পরিবর্তনের ধারা (বামে) এবং নদীর বেসিন/ক্যাচমেন্ট প্রক্রিয়াকরণ

দপ্তরের প্রযুক্তি নির্ভর ইনোভেশন কর্মকান্ডঃ বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তিতে দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি হল জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস)। ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তির ফলে জিআইএস এর পরিসর দিন দিন ব্যাপক হচ্ছে। ফলস্বরুপ জিআইএস পরিদপ্তর তার বিদ্যমান জনসম্পদ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ করে যাচ্ছে যা ভবিষ্যতে বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তর বিভিন্ন পরিসরে তা ব্যবহার করতে পারবে ।

অত্র দপ্তর হতে ড্রোনকে শুধুমাত্র প্রকল্পে ছবি তোলা কিংবা ভিডিও করায় সীমাবদ্ধ না রেখে তার পরিধিকে গবেষনাধর্মীসহ বাপাউবো'র বিভিন্ন কাজে প্রয়োগের মাধ্যমে বিস্তৃত করার প্রচেষ্টা চলমান। উদাহরণ সরূপ, ভূমি জরীপকাজে পোস্ট-ওয়ার্কে কী পরিমান কাজ সম্পাদিত হয়েছে তা ড্রোন ব্যবহার করে নির্ণয়ের একটি কৌশল অত্র দপ্তর হতে টেস্ট ট্রায়াল করা হয়েছে যা ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ফটোগ্রামেট্রিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রোন হতে প্রাপ্ত হাই-রিজুলিউশন সমৃদ্ধ এরিয়াল ছবি কে প্রাথমিকভাবে ত্রিমাত্রিক (3D) Cloud বা ছবিতে পরিণত করে ভূমির ডিজিটাল এলিভেশন মডেল তৈরি করা হয়। পরবর্তিতে এ মডেল হতে বাঁধ বা কোন স্থানের প্রস্থচ্ছেদ নির্ণয় করা হয়। ফলে এই ডিজিটাল প্রযুক্তি সাধারন বা ম্যানুয়াল ভূমি বা টপোগ্রাফিক জরীপ কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

অত্র দপ্তর হতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পোল্ডারসমূহের পর্যবেক্ষণ এবং বাপাউবো'র হাইড্রোলজিক্যাল তথ্য-উপাত্ত সমূহ উপস্থাপনার নিমিত্ত মুঠোফোন এবং ব্যক্তিগত কম্পিউটার বান্ধব অ্যাপলিক্যাশন তৈরি করা হয়েছে।

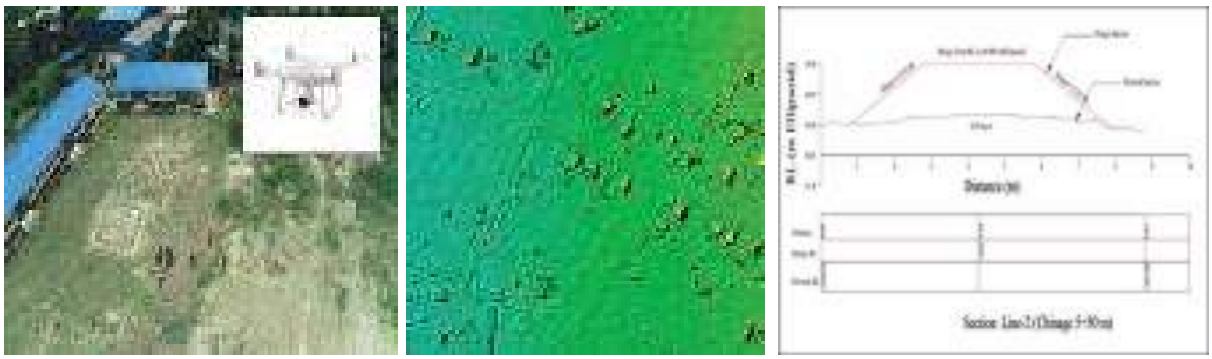

চিত্রঃ ড্রোন বিষয়ক গবেষণার টেস্ট রান (বামে), ড্রোন ইমেজ প্রক্রিয়াকরণ (মাঝে) এবং জরীপ ফলাফল (ডানে)

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ মাঠ পর্যায়ে বাপাউবো'র সকল দপ্তরের মাঝে জিআইএস এবং গাণিতিক মডেলিং পরিষেবা পৌছানোর লক্ষ্যে একটি আধুনিক জিআইএস অবকাঠামো তৈরি করা। এ অবকাঠামোর পাশাপাশি বাপাউবো'র সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের জন্য জিআইএস পরিষেবা মূলক জিআইএস, গাণিতিক মডেল ডাটা শেয়ার হাব এবং যুগপোযোগী মুঠোফোন কিংবা কম্পিউটার বান্ধব নিজস্ব বিভিন্ন অ্যাপলিক্যাশন তৈরি করা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার এবং ই-গভর্নেন্স এর বিষয়ে গৃহীত ও গৃহীতব্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপরেখার সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে Personnel Management Information System (PMIS). Online Recruitment Management System (ORMS), Online Payment Gateway, Online SMS Gateway System, Geographic Information System (GIS) Based Digital Land Information System, Biometric Online Attendance System, Online Hydrological Data Sale System, APR Monitoring System, Online Training Management System, Online GAD System, Electronic Government Procurement (eGP), Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS), MODFLOW-Hydro Geo Analyst System, RIVER Morphology System, GIS based MIS of Completed Project (SIMS), Smart Project Monitoring and Management Information System (SPMMIS), IP Camera based Monitoring System, Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management system, Intercom and IP Phone via soft-switch, Contract Information System বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং Online Disaster Damage Reporting System, Legal Affairs Information Management System, Deposit Work Management System, Lease Management System, One Stop Service, BWDB Interactive Experience Centre এর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহ সম্পর্কে বাপাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহিত করা হয়েছে এবং এসব প্রযুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন- প্রশাসন, মানবসম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। BWCSRP Component-B: SHEWS প্রকল্পের আওতায় ৯০০টি ওয়েদার স্টেশন থেকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা তথ্য বাপাউবো-এর ডেটা সেন্টারে প্রেরিত হচ্ছে এবং সেখান থেকে বিচার বিশ্লেষণের পরে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা সর্বসাধারণের বোধগম্যভাবে বাংলায় ও ইংরেজীতে অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তের জনগণ মোবাইল হতে ১০৯০ নাম্বারে ডায়াল করে প্রতিদিনের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির পূর্বাভাস শুনতে পারেন। বর্তমান পদ্ধতির সহায়তায় কোন স্থান বন্যা কবলিত হওয়ার ৩ থেকে ৫ দিন পূর্বে সুনির্দিষ্টভাবে সতর্কবার্তা প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীদের মোবাইলে পুশ নোটিফিকেশানের মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজিতে সতর্কবার্তা এবং সুরক্ষা পরামর্শ পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ বন্যার পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং জান-মাল ও সম্পদ ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

২৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখ, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি পানি ভবনের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি বন্যা পূর্বাভাস প্রেরণের ক্ষেত্রে উন্নততর প্রযুক্তির সহায়তায় অতি দ্রুততার সাথে তথ্যবহুল দিকনির্দেশনা প্রদান করার প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার

ক্রম	কর্মসূচির নাম	গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা	কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
১।	সারাদেশে বন্যা পূর্বাভাস অনলাইনে প্রদান	হাইড্রোলজিক্যাল ডেটা এন্ট্রি, প্রসেসিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, এ্যানালাইসিস, প্রবাহ ক্যালকুলেশন, এমডিডি, Flood Frequency Analysis, রেটিং কার্ভ তৈরী, ডেটা সংরক্ষণ ও ম্যাপ তৈরী।	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সমতল ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে ৩৮টি পয়েন্টে ৫ দিনের আগাম সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অনলাইনে প্রচার করা হচ্ছে।	২০০০-০১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আধুনীকরণকৃত।
২।	Modernization of MoWR Financial Management	Payroll, Bank Reconciliation, Accounts Payable, General Leger, Provident Fund, Pension, Loan and Audit system automation	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট (নগই) ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের (জেআরসি) হিসাব আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।	২০০১-০৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।

ক্রম	কর্মসূচির নাম	গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা	কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
৩।	Electronic Government Procurement (eGP)	CPTU এর সহায়তায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্রয় ও কার্যের দরপত্র অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে দ্রুত মূল্যায়ন, রিপোর্টিং ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সময় ও অর্থের সাশ্রয়করণ।	২০০৯-১০ অর্থবছরে CPTU কর্তৃক শুরু হয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
৪।	মোবাইল, ইন্টারনেট ও অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা পূর্বাভাস যথাসময়ে জনসাধারণকে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা চালু করা	মোবাইলের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস যথাসময়ে জনসাধারণকে পৌছে দেয়া।	বর্তমানে যেকোন মোবাইল থেকে ১০৯০ নাম্বারে ডায়াল করে প্রতিদিনের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস ও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস শুনতে পারবেন।	২০০৯-১০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
৫।	Modernization of BWDB website & Digital Archive	পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকান্ডের তথ্য অনলাইনে আপডেটকরণ এবং প্রকাশকরণ।	অনলাইনে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ দ্রুততার সাথে সহজলভ্য করা।	২০১০-১১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আধুনীকরণকৃত।
৬।	Online Delivery of latest Flood Forecasting and Warning Information in Bengali	বাংলায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা সর্বসাধারণের বোধগম্যভাবে বাংলায় প্রদান।	সর্বসাধারণ যাতে সহজবোধ্যভাবে প্রতিদিনের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা বুঝতে পারেন, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	২০১০-১১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
৭।	Scheme database inventory & Mapping	বাপাউবোর বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট প্রণয়ণের জন্যে GIS ভিত্তিক ডেটাবেজ সফটওয়্যার তৈরিকরণ।	GIS ভিত্তিক সফটওয়্যার দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাজেট প্রণয়ন।	২০০৯-২০১৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
৮।	নদ-নদীর পানির হ্রাস বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশকরণ।	স্বয়ংক্রিয়ভাবে Real Time Hydrological তথ্য উপাত্ত সমুহ (Water level/ Rainfall/ Temperature/ Wind Speed/Wind direction etc) সংগ্রহ, প্রসেস ও সংরক্ষণ।	৩৬টি স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশন প্রতি ১৫ মিনিট পরপর পানির সমতল ও অন্যান্য তথ্য মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভারে প্রেরণ করে। উক্ত তথ্য পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কাজে ব্যবহার করা হয়।	৩৬টি স্থানে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে সারাদেশে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
৯।	Online Security Surveillance System	বাপাউবোর দপ্তরসমূহের নিরাপত্তা কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।	বাপাউবোর দপ্তর সমূহ অবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাপাউবোর ওয়াপদা ভবনকে সিস্টেম এর আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাপাউবোর পানি ভবনে সিস্টেম এর আওতায় আনা হয়েছে।
১০।	Online Attendance Management System	স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাজিরা ও ছুটি-ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে হাজিরা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এর ফলে দাপ্তরিক নিয়ম শৃংখলা উন্নত হয়েছে।	ঢাকাস্থ বাপাউবোর সকল অফিস এবং ঢাকার বাইরের সকল জোনাল অফিসে চালু করা হয়েছে।

ক্রম	কর্মসূচির নাম	গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা	কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
১১।	Online Recruitment Management System	Online Recruitment Management System প্রবর্তন করার ফলে স্বল্প সময়ে প্রার্থী আবেদন দাখিল করতে পারেন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিপোর্ট জেনারেট হয়। আবেদন পত্রের সাথে অতিরিক্ত দলিলাদি দাখিলের প্রয়োজন না থাকায় আবেদনকারী দ্রুততম সময়ের মাঝে আবেদন করতে পারেন। আবেদন পত্র হারানোর সম্ভাবনা থাকে না।	Online Recruitment Management System এর ফলে সময়, অর্থ, কার্যক্রমের ধাপ ও জটিলতা কমেছে।	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
১২।	Online Payment & SMS Gateway System	বাপাউবোর জনবল নিয়োগের প্রার্থীগণ অনলাইন পদ্ধতিতে আবেদন পত্রের ফি পরিশোধ করতে পারছেন।	Online Payment & SMS Gateway System এর ফলে সময়, অর্থ, কার্যক্রমের ধাপ ও জটিলতা কমেছে।	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
১৩।	Development of Smart Project Monitoring and Management Information System (SPMMIS)	বাপাউবোর বাস্তবায়িত, সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পসমূহ মনিটরিং, তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট প্রণয়নের জন্যে ডেটাবেজ সফটওয়্যার তৈরিকরণ।	স্মার্ট সফটওয়্যার দ্বারা বাপাউবোর বাস্তবায়িত চলমান প্রকল্প সমূহ এর কার্যক্রম মনিটরিং, তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাজেট প্রণয়ন।	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
১৪।	Online APR System	জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, সময়লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি।	জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, সময় লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি।	পাইলটিং চলমান আছে।
১৫।	WMO Registration Management System	পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের জন্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াকরন ও সংগঠন পরিচালনার তথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, প্রচার, সময় লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি।	পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের জন্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াকরণ ও সংগঠন পরিচালনার তথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, প্রচার, সময় লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি।	২০২১-২২ অর্থবছরে তিস্তা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ডালিয়া (নীলফামারী) এবং মুহুরী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ফুলগাজী (ফেনী) নামক ২টি স্থানে পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে।
১৬।	Irrigation Management System	জমিতে সেচের পানির সিডিউল, ফসল উৎপাদনের তথ্য, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সিডিউল ও তথ্য, সেচকর ধার্য ও আদায়ের তথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, প্রচার, সময় লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা।	জমিতে সেচের পানির সিডিউল, ফসল উৎপাদনের তথ্য, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সিডিউল ও তথ্য, সেচকর ধার্য ও আদায়ের তথ্য ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সহজলভ্যতা, প্রচার, সময় লাঘব ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	২০২১-২২ অর্থবছরে তিস্তা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ডালিয়া (নীলফামারী) এবং মুহুরী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ফুলগাজী (ফেনী) নামক ২টি স্থানে পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে।
১৭।	Central Data Center	বাপাউবোর পানি ভবনে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন।	কেন্দ্রীয় সার্ভার ব্যবস্থাপনা, স্ট্যান্ডারাইজেশন, ডেটা নিরাপত্তা এবং রিডান্ডেন্সি বৃদ্ধি।	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত। ২০২১-২২ অর্থবছরে ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার ওয়াপদা ভবনে বাস্তবায়িত হয়েছে।

ক্রম	কর্মসূচির নাম	গৃহীত কর্মসূচির বর্ণনা	কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
১৮।	Implementation of Intercom and IP Phone via soft-switch	বাপাউবোর পানি ভবনে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।	সফট-স্যুইচের মাধ্যমে ইন্টারকম ও আইপি- টেলিফোন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহজে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ও নিরাপদ একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
১৯।	IP Camera based Monitoring System	আইপি ক্যামেরার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের সরাসরি মনিটরিং নিশ্চিতকরণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ।	সঠিক মান ও সঠিক সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ লক্ষ্যে রিয়াল টাইমে আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।	২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫টি স্থানে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে আরও ১০টি স্থানে বাস্তবায়িত।
২০।	Constituency-wise BWDB Activities	বাংলাদেশের ৩৫০টি সংসদীয় আসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য, জরুরি কাজ, সংসদ সদস্য এবং মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এর মাঝে আলোচনা এবং সংসদে আলোচিত প্রশ্নোত্তর বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।	একটি ওয়েব-ভিত্তিক সফটওয়্যার এবং একটি মোবাইল অ্যাপিকেশন এর সমন্বিত ব্যবস্থা যা বাংলাদেশের ৩৫০টি সংসদীয় আসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য, জরুরি কাজ, সংসদ সদস্য এবং মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এর মাঝে আলোচনা এবং সংসদে আলোচিত প্রশ্নোত্তর বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখছে।	২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
২১।	Geographic Information System(GIS) Based Digital Land Information System	জিআইএস ভিত্তিক সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ভূমি-তথ্যের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।	জমির প্রকৃত অবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া নিশ্চিতকরণ, জবাবদিহিতা ও তথ্যের প্রাপ্তির গতি বৃদ্ধি।	২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।
২২।	Contract Information System of BWDB	সফ্টওয়ারটিতে বাপাউবো'র সমাপ্তকৃত ও চলমান সকল প্যাকেজের চুক্তির বিস্তারিত তথ্য ইনপুট দেয়ার ব্যবস্থা আছে এবং এ সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশ্লেষিত তথ্য দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করছে।	ঠিকাদারদের সনদ প্রদান ও সনদ যাচাই প্রক্রিয়া সহজে করা যাচ্ছে। খরচ, সময় ও ধাপ কমেছে।	২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত
২৩।	ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রচলিত নিয়মে ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে পেনশন গ্রহণের পরিবর্তে Electronic Fund Transfer (EFT) এর মাধ্যমে অবসর ভাতা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	পেনশনভোগীদের সময়, অর্থ, ধাপ সবই হ্রাস পেয়েছে।	২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
২৪।	Online Disaster Damage Reporting System	প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর তথ্য ও উপাত্ত সমূহের রির্পোট প্রণয়নের জন্যে ডেটাবেজ সফটওয়্যার তৈরিকরণ।	স্বল্প সময়ে কেন্দ্রীয়ভাবে দুর্যোগের তথ্য সংগ্রহ।	২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন হবে।

সফ্টওয়্যার

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

অনলাইন এসএমএস গেটওয়ে সিস্টেম

অনলাইন পেমেন্ট প্রসেসিং সিস্টেম

সফট-স্যুইচভিত্তিক আইপি টেলিফোন ব্যবস্থা

অনলাইন নিয়োগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

স্কিম ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

এমআইএস

সফ্‌টওয়্যার

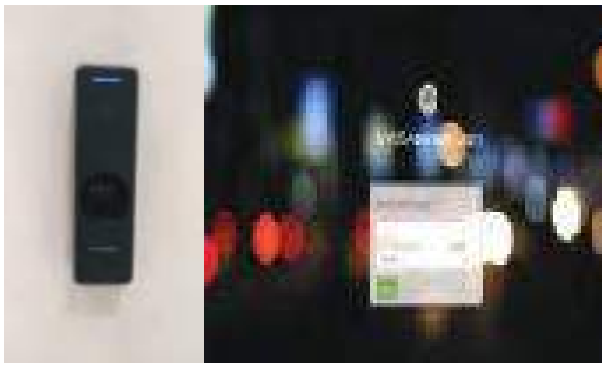

বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সংসদীয় আসন অনুযায়ী বাপাউবোর কার্যক্রম

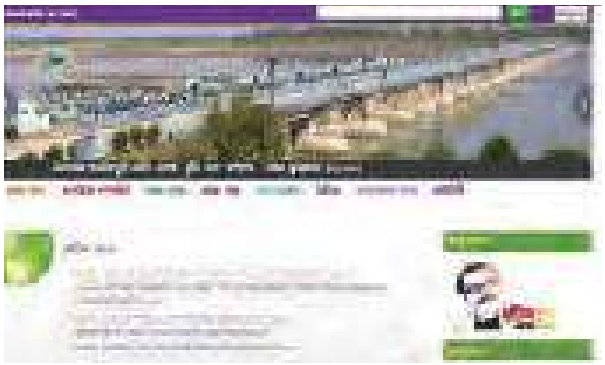

ওয়েব পোর্টাল ও ডিজিটাল আর্কাইভ

হাইড্রোলজিক্যাল ডেটা কালেকশন সিস্টেম

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

অনলাইন মনিটরিং এবং অনুসন্ধানী পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

বাপাউবো ভূমির তথ্য পদ্ধতি

Contractor Information System

হার্ডওয়্যার

টিয়ার-থ্রি ডেটা সেন্টার

১০জি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা

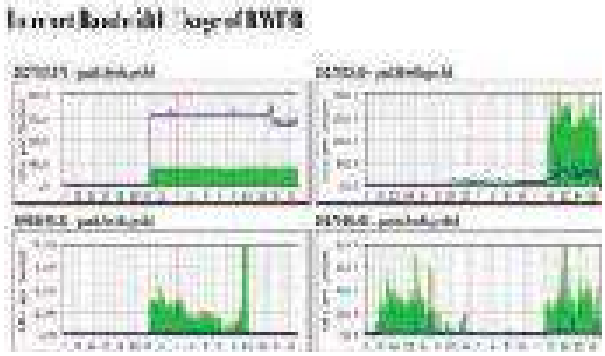

১জি ব্যান্ডউইথ সংযোগ

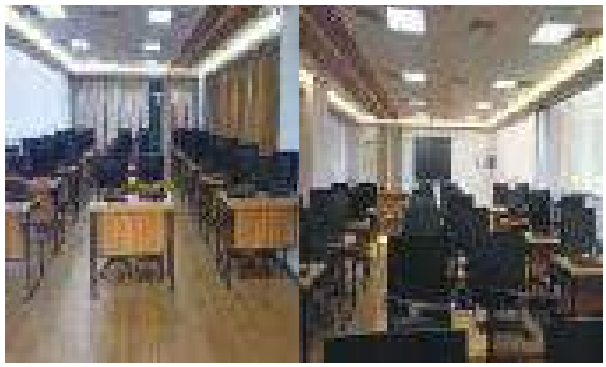

অনলাইন স্ট্রিমিং সুবিধা সংবলিত আইসিটি ল্যাব

আধুনিক কনফারেন্স রুম

সেচ সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাপাউবো, কুষ্টিয়া-এ অত্যাধুনিক ট্রেইনিং ফ্যাসিলিটিজ

অনলাইন নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় আইপিভিত্তিক অডিও ব্যবস্থা

দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের ধারণা বাস্তবে রূপায়ণ

উন্নয়ন প্রশাসনে প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৩ জুলাই, ২০২২ বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২ অর্জন করেছে। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার এর হাতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পদক তুলে দেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

চিত্র: পদক প্রদান অনুষ্ঠানের ছবিসমূহ

প্রেক্ষাপট

সীমিত আয়তনের বাংলাদেশে প্রতিবছরই নদীভাঙ্গনে স্থলভাগের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। শিল্পায়নের এই যুগে কৃষি-জমি প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে দেশের বিস্তীর্ণ উপকূল এবং নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্নমধ্য আয়ের দেশ (এলডিসি) থেকে বেরিয়ে এসে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বর্তমানে ভূমি নিরাপত্তা এদেশের জন্য চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০১৮ সালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার উক্ত মন্ত্রণালয়ে যোগদান করার পরে ড্রেজিং কার্যক্রমের নদীর নাব্যতা রক্ষার পাশাপাশি ভূমি পুনরুদ্ধার ও পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কাজে লাগানোর ওপরে গুরুত্বারোপ করেন। ড্রেজিং এর পরে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন এবং ৬৪ জেলায় ড্রেজিং কার্যক্রম চালানোর ওপরে নজর দেন।

গৃহীত পদক্ষেপ

(১) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল প্রকল্পে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা ভূমি পুনরুদ্ধার

(২) সরকারি খাস জমিতে/ বাপাউবো- এর অধিগ্রহণকৃত জমিতে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা ভূমি পুনরুদ্ধার

(৩) ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা উদ্ধারকৃত ভূমি টেকসইকরণের জন্য জিও-টেক্সটাইল প্রযুক্তি ব্যবহারকরণ

(৪) পুনরুদ্ধারকৃত জমিতে আবহাওয়া ও প্রকৃতি অনুসারে বৃক্ষরোপণ

(৫) জেলা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সংরক্ষণ তদারকি এবং সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প- আশ্রয়ণ এবং অন্যান্য গুরত্বপুর্ণ প্রকল্পে জমি বরাদ্দ প্রদান।

সিরাজগঞ্জে যমুনা নদী হতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুদ্ধারকৃত ১১৩৬.৬৮ একর (৪.৬ বর্গ কি.মি.) ভূমি শিল্প-পার্ক নির্মাণের জন্য BEZA কে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ফরিদপুরে সদরপুর উপজেলার জিককার মোড় সংলগ্ন পুনরুদ্ধারকৃত ৬৬.১২ একর জায়গায় BEZA কর্তৃক অর্থনৈতিক অঞ্চল ও অলিম্পিক ভিলেজস্বরূপ ক্রীড়া একাডেমি নির্মাণের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে

কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

(১) কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি, (২) শিল্পায়নের জন্য ভূমির সংস্থান, (৩) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, (৪) পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, (৫) যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন, (৬) গৃহহীনদের/ ভূমিহীনদের পুনর্বাসন।

বর্তমানে ৪ (চার) উপায়ে ভূমি পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম

(১) ড্রেজিংকৃত মাটি নতুন জেগে উঠা চরে ফেলে ভূমি পুনরুদ্ধার
(২) River stabilization এর মাধ্যমে বড় নদীসমূহের ব্যবস্থাপনা করে নদী তীরবর্তী ভূমি পুনরুদ্ধার
(৩) উপকূলে নদীর মোহনাতে মূল ভূ-খন্ড হতে নতুন জেগে উঠা চরে ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার।
(৪) টেকসই বাঁধ নির্মাণ ও সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার

কুষ্টিয়া শহর সংলগ্ন গড়াই নদীতে ড্রেজিং করে ১৬০০ একর ভূমি পুনরুদ্ধার করে অংশবিশেষে বৃক্ষরোপণ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান

(১) বনায়নের ফলে পরিবেশ-প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা
(২) নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য পুনরুদ্ধারকৃত ভূমিতে শিল্পায়নের ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ''আমার গ্রাম, আমার শহর'' ধারণার বাস্তবায়ন
(৩) আয় বৃদ্ধির উপায় সৃষ্টি হওয়ায় পিছিয়ে পড়া অংশে নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি
(৪) সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে
(৫) উক্ত ভূমিতে পশুপালন ও "আমার বাড়ি, আমার খামার" ধারণার বাস্তবায়ন বেগবান হচ্ছে।

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলায় আমবাড়িতে উন্নয়নকৃত ভূমিতে আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা - সুনীল অর্থনীতির নবদুয়ার

প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ পলি দেশের নদ-নদী-সমূহের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়। এই পলি নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সমুদ্রের নির্দিষ্ট অঞ্চলে জমা করে বা নদীতে জমা হওয়া পলি ড্রেজিং করে সমুদ্রবক্ষে নির্দিষ্ট অঞ্চলে ফেলে ভূমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দুবাই, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ এভাবে ভূমি পুনরুদ্ধার করেছে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্যান ২১০০ এর আওতায় সমুদ্রের মহীসোপান হতে ভূমি পুনরুদ্ধারের সুযোগ রয়েছে।

NEW AGE

Cross dam planned to reclaim land in bay

ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১ লাভ

২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কারিগরি ক্যাটাগরিতে সম্মানজনক জাতীয় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১' পেয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, সহযোগিতায় ছিল বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

চিত্র: পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের ছবিসমূহ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাপাউবো'র বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র নদ-নদীর পানি সমতল তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে সারাদেশের ৫৫টি জেলার ৯৯টি উপজেলার ১০৯টি পয়েন্টে বন্যা মনিটরিং এবং ৩১টি জেলার ৫৫টি উপজেলার ৬১টি পয়েন্টে ৫-দিনের সুনির্দিষ্ট তথ্য ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস তৈরি করে এবং ওয়েবসাইট, ই-মেইল, IVR এবং এন্ড্রয়েড অ্যাপের মাধ্যমে তা প্রেরণ করে থাকে।

পূর্বের পদ্ধতিতে প্রান্তিক পর্যায়ে দুর্গত মানুষের নিকট বন্যা তথ্য পৌঁছানো ছিল খুবই দুষ্কর। এছাড়া আগের পদ্ধতিতে কোন উপজেলা বা ইউনিয়ন বন্যা কবলিত হবে এবং পানির উচ্চতা কত হবে, তা সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন ছিল। বর্তমানে এই ডিজিটাল পূর্বাভাস ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যা দূরিভুত হয়েছে।

বর্তমান পদ্ধতির সহায়তায় কোন স্থান বন্যা কবলিত হওয়ার ৩ থেকে ৫ দিন পূর্বে সুনির্দিষ্টভাবে সতর্কবার্তা প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীদের মোবাইলে পুশ নোটিফিকেশানের মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজিতে সতর্কবার্তা এবং সুরক্ষা পরামর্শ পৌঁছে যাচ্ছে।

২০২০ সালে ৩টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রক্রিয়ার সূচনা করা হয়। এই পাইলটিং মূল উদ্দেশ্য ছিল পুশ নোটিফিকেশানের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে এই তথ্য সুচারুভাবে পৌঁছানো এবং পানিপ্রবাহ মডেল ও পাবন মানচিত্রের সঠিকতা যাচাই। পাইলটিং সময়কালে বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র স্মার্টফোন ব্যাবহারকারীর স্থানের উপর ভিত্তি করে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা-পদ্মা নদী তীরবর্তী ১৪ টি জেলার ৩৮টি উপজেলার প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ এই সুবিধা ভোগ করেন।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র মাঠ পর্যায়ে তাদের ১০৯টি পানি সমতল গেজ ও ৭৩টি বারিপাত গেজ হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং বিভিন্ন আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যবহার করে MIKE-11 মডেল এর মাধ্যমে ৫-দিনের বন্যা পূর্বাভাস প্রস্তুত করে। এই পানি সমতল ও পূর্বাভাস তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ করে এটুএর গুগল-কে প্রেরণ করে। গুগল এই তথ্য কে তাদের প্রয়োজনমত প্রক্রিয়াজাত করণ করে High resolution ড্যাম এর ব্যবহার করে প্রস্তুত করে পাবন মানচিত্র। পরবর্তীতে এই পাবন মানচিত্র এবং বন্যা পূর্বাভাস

ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পানি সমতল ও পূর্বাভাস তথ্যকে তারা জিপিএস লোকেশানের উপর ভিত্তি করে স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীদের মোবাইলে পুশ নোটিফিকেশান হিসেবে প্রেরণ করে। এতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাৎক্ষণিক ভাবে এই তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও আশ্রয়কেন্দ্রের তথ্য বিভিন্ন সুরক্ষা পরামর্শও প্রেরণ করা হচ্ছে। যাদের স্মার্ট ফোন নেই, সাধারণ মোবাইল রয়েছে, তাদের কাছে এই তথ্য পৌঁছানোর জন্য এটুআই এর মাধ্যমে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর এর সাথে আলোচনা চলমান রয়েছে এবং পরবর্তীতে মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে এই তথ্য প্রেরণ করা হবে।

এই উদ্যোগের প্রধান তিনটি প্রোডাক্ট হল:

- পুশ নোটিফিকেশান
- বন্যা তথ্য ও
- পাবন মানচিত্র

বন্যা আক্রান্ত হতে যাচ্ছে এমন এলাকার একজন ব্যবহারকারী তার মোবাইলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে একটি পুশ নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন। এই নোটিফিকেশান তাকে জানিয়ে দেবে তার এলাকা সম্ভাব্য বন্যার ঝুঁকিতে রয়েছে। পুশ নোটিফিকেশানে ক্লিক করলে সে বর্তমান পানি সমতল, পূর্বাভাস পানি সমতল, বিপদসীমা ও তা অতিক্রম তথ্য, সেই সাথে তার এলাকার পাবন মানচিত্র দেখতে পাবেন। এছাড়া আশ্রয়কেন্দ্রের তথ্য, জরুরী যোগাযোগ নম্বর এবং বিভিন্ন সুরক্ষা পরামর্শ দেখতে পাবেন। ২০২০ সালে পাইলটিং সময়ে বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র স্মার্টফোন ব্যাবহারকারীর স্থানের উপর ভিত্তি করে ৩ লক্ষ স্মার্টফোনে এরূপ সর্বমোট ১০ লক্ষ বন্যার সতর্কবার্তা প্রেরণ করে।

বন্যা ও পূর্বাভাস এর এই সকল তথ্য দেখার জন্য গুগল-এর সহায়তায় flood alerts এবং ভবিষ্যতে কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য flood hub ডেভেলপ করা হয়েছে। ফ্লাড এলার্টে বর্তমানে সচল সমস্ত বন্যা তথ্য এক সাথে পাওয়া যাবে। ফ্লাড হাব থেকে একজন ব্যবহারকারী যাত সহজে তার এলাকায় বন্যার বর্তমান পানি উচ্চতা পাঠাতে পারেন, সেভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এজন্য গেজ বা তার পাঠ নেয়ার কোন প্রয়োজন নাই। যেমন তার হাঁটুর কাছাকাছি হলে সেই পর্যন্ত ড্র্যাগ করে তথ্য পাঠাতে পারবে। এখানে উল্লেখ্য, এই তথ্য বিশ্লেষণ ও যাচাই বাছাই এর পর কেবল পাবনের সঠিকতা যাচাই ও উন্নতিকরণের কাজে ব্যবহার করা হবে। এছাড়া একটি api ডেভেলপ করা হচ্ছে যাতে সমস্ত তথ্য আর্কাইভ করা থাকবে এবং পরবর্তীতে পূর্বের যেকোন বন্যা তথ্য এখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে যা বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যে সাহায্য করবে।

২০২০ সফলভাবে সূচনার পরে বর্তমানে দেশের সমগ্র বন্যা প্রবণ এলাকায় এই উদ্যোগটি বিস্তৃত করা হয়েছে। দেশের ৫৫টি জেলার ৯৯টি উপজেলার ৮০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার প্রায় ১০ কোটি মানুষ এই সেবার আওতায় আসতে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের সাথে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে তাদের DMC ও UDMC এর মাধ্যমে কমিউনিটিগুলিতে বিতরণের জন্য স্থানীয় এনজিওগুলিকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বন্যা দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহকরণ ও করা হবে এর মাধ্যমে।

এছাড়া বাংলাদেশ রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথেও এই উদ্যোগের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এর মাধ্যমে এই আগাম তথ্য ও পাবন মানচিত্রের ভিত্তিতে বন্যা প্রস্তুতি ও পূর্বাভাস তথ্যের ভিত্তিতে বন্যা পরবর্তী অবস্থা উন্নতিকরণের জন্য কাজ করা অনেক সহজ হবে।

দারিদ্রতা নিরাময়, অভীষ্ট -২: ক্ষুধা নিরাময় ও খাদ্য নিরাপত্তা এবং অভীষ্ট-৩: সর্বস্তরের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ লক্ষ্যসমূহের সাথে বর্ণিত উদ্যোগের কর্মসূচীসমূহ সম্পৃক্ত। বর্ণিত উদ্যোগের বিভিন্ন কর্মসূচীর ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ বন্যার আগাম তথা-উপাত্ত সহজ উপায়ে প্রাপ্তি লাভ করে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি লাঘবে সমর্থ হবে। পাশাপাশি কৃষি সম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসেও আগাম তথ্যবার্তা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

জাতীয় তথ্য নীতিমালার উদ্দ্যশ্য-৭ 'পরিবেশ, জলবায়ূ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা' এর সাথে সরাসরি সঙ্গতিপূর্ণ কারণ এর বাস্তবায়নের ফলে বন্যার আগাম বার্তা উন্নততর ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানর মাধ্যমে বন্যা দূর্যোগ মোকাবেলা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি লাঘব সম্ভব হবে। এছাড়া উদ্যোগটি জাতীয় তথ্য নীতিমালার উদ্দেশ্য ১: ডিজিটাল সরকার ও উদ্দেশ্য ৪: শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবন -এর সাথেও সংগতিপূর্ণ।

ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রচলিত নিয়মে ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে পেনশন গ্রহণের পরিবর্তে Electronic Fund Transfer (EFT) এর মাধ্যমে অবসর ভাতা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাপাউবো-এর পেনশন পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ব্যাংক চার্জ প্রযোজ্য নয়।

Contract Information System তৈরি

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নানা উন্নয়নমূলক কাজে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। কাজ সমাপ্তির পরে অভিজ্ঞতার সনদ প্রাপ্তির জন্য ঠিকাদারগণ আবেদন করেন। এই সনদ প্রদানে অনেক সময় লাগে। আবার পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোনো কাজে ওয়ার্ক অর্ডার প্রাপ্তির জন্য জমাকৃত সনদ যাচাই করতে হয়। এই সনদ যাচাইয়ে বোর্ডের অনেক সময় লাগে। এতে কাজ বিলম্বিত হয়। এই সেবাদান প্রক্রিয়া Contract Information System তৈরির মাধ্যমে সহজিকরণ করা হয়েছে। সফ্টওয়ারটিতে বাপাউবো'র সমাপ্তকৃত ও চলমান সকল প্যাকেজের চুক্তির বিস্তারিত তথ্য ইনপুট দেয়ার ব্যবস্থা আছে এবং এ সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশ্লেষিত তথ্য দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করছে।

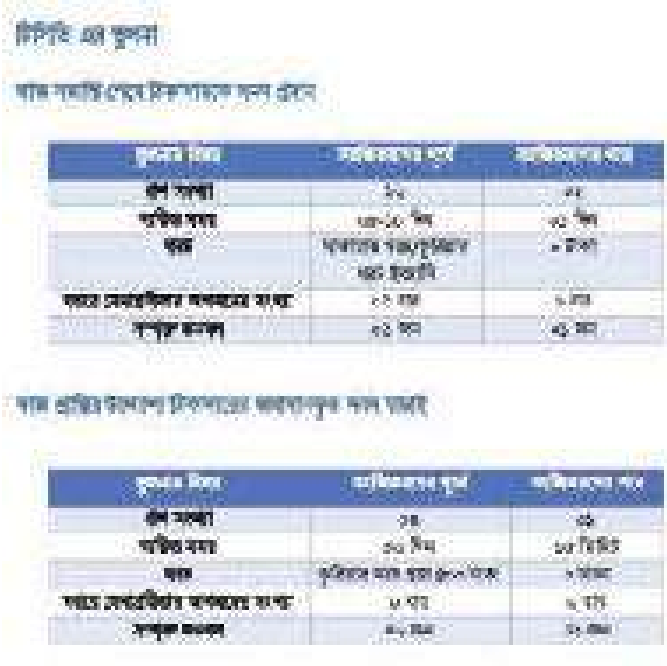

পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের খাতওয়ারী ডিজিটাল সেটেলমেন্ট

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পেমেন্ট গেটওয়ে এর দ্বারা সংগৃহীত বিভিন্ন খাতের অর্থ সমন্বয়ের সেবাটি ডিজিটাইজ করা হয়েছে। এর ফলে একই গেটওয়ের বিভিন্ন মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের হিসাব সমন্বয়ে খাতওয়ারী ম্যানুয়ালি সেটেলমেন্ট এর পরিবর্তে ডিজিটালি খাতওয়ারী সেটেলমেন্ট করা যাবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অবহিতকরণ সভা আয়োজন

২২ মে ও ২৪ মে, ২০২২ ঢাকা জোনে এবং ১৭ জুন, ২০২২ থেকে ২৮ জুন, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বাপাউবো এর অন্য জোনগুলিতে ই-গভর্ন্যান্স, উদ্ভাবন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাপাউবো এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মাঠপর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনের ছবিঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফল ভিত্তিক (results-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের নিমিত্তে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাক্রমে ২০১৫ সালের শুরুতে বাপাউবো প্রথমবারের মতো এপিএ প্রণয়ন করে। বাপাউবো পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান ও একমাত্র ভৌত কাজ বাস্তবায়নধর্মী সংস্থা বিধায় বাপাউবো'র এপিএ-কে উপজীব্য করেই সে সময় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো এপিএ প্রণয়ন করে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে মহাপরিচালক, বাপাউবো ২৬/০৪/২০১৫ তারিখে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের এপিএ স্বাক্ষর করেন।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছর হতে বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের জোনাল অফিস ও ঢাকাস্থ স্বতন্ত্র প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরসমূহকে এপিএ চুক্তির আওতায় আনা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ-বছর হতে বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের সার্কেল অফিসগুলোকে এপিএ চুক্তির আওতায় আনা হয়। ২০২১-২২ অর্থ-বছরে APAMS সফটওয়ারের মাধ্যমে বাপাউবো'র ৯টি জোন ও এর অন্তর্ভুক্ত সার্কেল ও বিভাগীয় দপ্তরসমূহকে এপিএ চুক্তির আওতায় আনা হয়।

২০২১-২২ অর্থ-বছরের এপিএ স্বাক্ষরকারী বাপাউবো'র মাঠ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তরসমূহেরমূল্যায়ন অতিসম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। মূল্যায়নান্তে শীর্ষ স্থান অর্জনকারী চূড়ান্তকৃত নম্বর নিম্নরূপঃ

জোন পর্যায় (APAMS)

ক্রম	জোন	চূড়ান্তকৃত নম্বর		
		ম্যান্ডেটভূক্ত কার্যক্রম (৭০)	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম (৩০)	মোট
১	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৬৯.০০	২৭.৫৪	৯৬.৫৪
২	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৭০.০০	২৬.৪১	৯৬.৪১
৩	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৭০.০০	২৬.২৫	৯৬.২৫
৪	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট	৭০.০০	২৫.৭২	৯৫.৭২
৫	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৭০.০০	২৫.২৯	৯৫.২৯
৬	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৭০.০০	২৪.৮৫	৯৪.৮৫
৭	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৭০.০০	২৪.৪৩	৯৪.৪৩
৮	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৭০.০০	২৪.০৪	৯৪.০৪
৯	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৬৪.৫৫	২১.৮৪	৮৬.৩৯

প্রকল্প পর্যায় (অফলাইন)

ক্রম	প্রকল্প	ম্যান্ডেটভূক্ত কার্যক্রম (১০০)
১	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) (১ম সংশোধিত)	১০০.০০
২	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (২য় সংশোধিত)	১০০.০০
৩	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধিত)	৯৮.৪৬
৪	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	৯৫.০০
৫	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ)	৯২.০০
৬	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	৬০.০০

সার্কেল পর্যায় (APAMS)- শীর্ষ ১০

ক্রম	সার্কেল	চূড়ান্তকৃত নম্বর		
		ম্যান্ডেটভূক্ত কার্যক্রম (৭০)	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম (৩০)	মোট
১	চট্টগ্রাম পওর সার্কেল	৬৮.৪০	১৮.৮৪	৮৭.২৪
২	কুষ্টিয়া পওর সার্কেল	৭০.০০	১৬.২৯	৮৬.২৯
৩	সিলেট পওর সার্কেল	৭০.০০	১৫.৫৩	৮৫.৫৩
৪	ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল	৭০.০০	১৩.২০	৮৩.২০
৫	ফরিদপুর পওর সার্কেল	৭০.০০	১২.৩৪	৮২.৩৪
৬	কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল	৬৭.০০	১৫.০০	৮২.০০
৭	রংপুর পওর সার্কেল - ১	৭০.০০	১১.৯৫	৮১.৯৫
৮	পাবনা পওর সার্কেল	৭০.০০	১০.৩৭	৮০.৩৭
৯	ময়মনসিংহ পওর সার্কেল	৭০.০০	৯.৮১	৭৯.৮১
১০	রাজশাহী পওর সার্কেল	৭০.০০	৮.৩৬	৭৮.৩৬

বিভাগ পর্যায় (APAMS)- শীর্ষ ১০

ক্রম	বিভাগ	চূড়ান্তকৃত নম্বর		
		ম্যান্ডেটভূক্ত কার্যক্রম (৭০)	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম (৩০)	মোট
১	চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২	৭০.০০	২৪.৭৩	৯৪.৭৩
২	বেড়া পওর বিভাগ	৭০.০০	১৭.৯৬	৮৭.৯৬
৩	রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ	৭০.০০	১৬.৬০	৮৬.৬০
৪	নবাবগঞ্জ পওর বিভাগ	৭০.০০	১৬.৪৪	৮৬.৪৪
৫	চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	৬৭.২০	১৮.১৭	৮৫.৩৭
৬	জয়পুরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ	৭০.০০	১৫.৩২	৮৫.৩২
৭	রাজশাহী পওর বিভাগ	৭০.০০	১৫.২১	৮৫.২১
৮	বান্দরবান পওর বিভাগ	৭০.০০	১৪.১৬	৮৪.১৬
৯	মাদারীপুর পওর বিভাগ	৭০.০০	১৪.১৩	৮৪.১৩
১০	রাজবাড়ী পওর বিভাগ	৭০.০০	১৩.৯৭	৮৩.৯৭

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে মহাপরিচালক, বাপাউবো গত ২৭ জুন, ২০২২ তারিখে সিনিয়ির সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। মহাপরিচালক, বাপাউবো গত ২৬ জুন, ২০২২ তারিখে ৯টি জোনের প্রধান প্রকৌশলী ও ৬টি পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের ৯টি জোন, ২৩টি সার্কেল ও ৭০টি বিভাগীয় দপ্তরকে (সর্বমোট ১০২টি মাঠ দপ্তর) APAMS সফ্টওয়ারের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের এপিএ চুক্তির আওতায় আনার মাধ্যমে বাপাউবো দেশের প্রথম সংস্থা হিসেবে মাঠ পর্যায়ে শতভাগ এপিএ এর ডিজিটালাইজেশন সম্পন্ন করেছে।

এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্য

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, নদী খনন/ড্রেজিং প্রভৃতি কর্মসূচী সম্বলিত এ যাবৎ ৯৩৮টি ছোট বড় প্রকল্প (সেচধর্মী- ১৩৯টি, এফসিডি/এফসিডিআই- ৫২৮টি, নদী তীর সংরক্ষণধর্মী- ১৪৮টি, ভূমি পুনরুদ্ধারধর্মী- ৬টি, সমীক্ষাধর্মী- ১১৬টি ও ভবন নির্মাণধর্মী- ১টি) বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, মুগুরী সেচ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্পের সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অপরদিকে, দেশের নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরগুলোতে নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নরসিংদী, নওগাঁসহ মোট ৩১টি জেলা শহরকে নদী ভাংগন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি শহরে এরূপ

কার্যক্রম চলমান আছে। সাম্প্রতিককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ড্রেজিং করে সারা বছর নদীতে পানির প্রবাহ ধরে রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিসরে নদী ড্রেজিংয়েরকর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে নদী ড্রেজিং প্রকল্প গৃহিত ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান, ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নদী বেসিন ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশকে ৭টি নদী বেসিনে বিভক্ত করে সমীক্ষা সম্পাদন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীনও রয়েছে। ড্রেজিং কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার ক্রয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা/উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে অংশীদারীত্বমূলক সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ধারণার আলোকে বর্তমানে প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে এবং এরূপ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকাসমূহে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের বাম্পার ফলন অর্জনের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাপাউবো কর্তৃক বিগত ৬৩ বছরে দেশের প্রায় ১১০ লক্ষ হেক্টর বন্যা মুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬৫.১৬ লক্ষ হেক্টর এলাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন অথবা সেচ সুবিধার আওতাভূক্ত করা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৫৮১৬ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১৬,৫২৮ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় বিগত অর্থ-বছরে প্রায় ১১১.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে।

কোভিড-১৯ রোগের প্রাদুর্ভাবে সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে ২০২১-২২ অর্থ-বছর আরম্ভ হয় বিগত বছর সমূহের প্রায় ২৫০০ কোটি টাকা বকেয়া দেনা নিয়ে। তৎপ্রেক্ষিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ছিল। অর্থ-বছরে ২৮টি প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হয়, যার মধ্যে ৩টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে জনগুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ২০২১-২২ অর্থ-বছরে বাপাউবো'র নতুন ৪২টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

২০১০ সাল হতে বাস্তবায়নাধীন "বুড়িগঙ্গানদী পুনরুদ্ধার" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলায় নিউ ধলেশ্বরী নদীর অফটেকে সেডিমেন্ট বেসিন নির্মাণ এর তীর প্রতিরক্ষা এবং বেসিনের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং করার ফলে পরিকল্পিত পলিপাতন হচ্ছে। এই চ্যানেলে যমুনা নদী হতে আগত প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রকল্প পূর্ব অবস্থা অপেক্ষা অতিরিক্ত পলি সহজেই নিউ ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ সিস্টেমের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা নদীতে প্রবাহিত হয়ে তুরাগ এবং বুড়িগঙ্গা নদীর পানির মান উন্নত করেছে। নদী সিস্টেমের নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রকল্পে ড্রেজিং করে প্রাপ্ত ড্রেজার ম্যাটেরিয়ালের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা করে টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার প্রায় ৪৮ হেক্টর চরের ভূমি উন্নয়ন করে স্থায়িত প্রদান করা হয়েছে। বর্তামানে জায়গাটি আশ্রায়ন প্রকল্পের জন্য সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

ভোলা জেলার লালমোহন ও চরফ্যাশন উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন ২টি প্রকল্প মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র মেয়াদকালেই সমাপ্ত করা হয়েছে। এই ২টি প্রকল্পের আওতায় ১৭.৪০ কি:মি: দৈর্ঘ্য ড্রেজিং করে প্রাপ্ত ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদীস্থ ড্রেজারের উন্নয়ন করে লালমোহন উপজেলার মেঘনা নদীতে প্রায় ১৫০ হেক্টর এবং চরফ্যাশন উপজেলায় তেঁতুলিয়া নদীতে প্রায় ৭২ হেক্টর ভূমি পুনরুদ্দার করে বর্ষা মৌসুমে বনায়ন করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীণ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে কুমিল্লা ও ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলায় তিতাস নদী, ফরিদপুর জেলায় পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ ও কুমার নদ, কুষ্টিয়া জেলার গড়াই নদী, মাদারীপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদী, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও যশোর জেলায় ভৈরব নদী, যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদ, শরীয়তপুর জেলার পদ্মা নদী, নরসিংদী জেলার আড়িয়াল খাঁ, হাড়িদোয়া, পাহাড়িয়া, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা শাখা নদী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মহানন্দা নদী, হবিগঞ্জ জেলার কুশিয়ারা নদী প্রভুতি নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন করা হয়। এছাড়া ও বাংলাদেশের প্রথম শতবর্ষী মহাপরিকল্পনা বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর আওতায় গৃহতি" ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২৫০ কি: মি: পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়। এর ফলে নদী ও খাল সমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে বন্যার ঝুঁকি ও প্রকল্প হ্রাস পেয়েছে। ফলে নদী ও খালে অতিরিক্ত প্রবাহ সেজ কাজে সহায়ক হয়েছে। বাপাউবো নদী ড্রেজিং বা পুনঃখননের ফলে উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত ড্রেজার ম্যাটিরিয়ালের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা করে ভূমি পুনরুদ্ধার কাজের বাস্তবিক প্রয়োজনের স্বীকৃতি স্বরুপ উন্নয়ন প্রশাসন ক্যাটাগরিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২ লাভ করে।

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় সেনা স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে নির্ধারিত এলাকার ভূমি উন্নয়ন, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাইকার ঋণ সহায়তায় হাওর এলাকায় পুরাতন ১৫টি উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং নতুন এলাকাকে বন্যা ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে ১৪টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ

অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) কর্তৃক নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর-কে বন্যামুক্ত করার লক্ষ্যে দেশের প্রথম সুপার ডাইক নির্মাণাধীন আছে, যা উপর দিয়ে নির্মিতব্য মোটরেবল পেভমেন্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পর্যটনের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যত ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ মোকাবেলায় ৮টি প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের উপকূলীয় পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন করা হচ্ছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্পসমূহ আধুনিকায়নের নিমিত্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণ সহায়তায় ফেনী জেলায় অবস্থিত মুহুরী সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে যার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০২১-২২ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১	স্লুইস ও রেগুলেটর নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	৪৯	২১
২	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	৩৮	১০
৩	স্লুইস ও রেগুলেটর মেরামত (সংখ্যা)	১১১	১৪
৪	স্লুইস ও রেগুলেটর রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত (সংখ্যা)	৪৪০	১৭৪
৫	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) মেরামত (সংখ্যা)	৭৮	২৪
৬	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	৬.০০	৫৫.০০
	ডুবন্ত বাঁধ	৪৫.৬২ (পিআইসি'র মাধ্যমে) ১০.০০ (প্রকল্পের আওতায়)	-
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	২৩.৯৫	১.৭
	সেচ খালের ডাইক	১.১১	-
৭	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	২২২.৪৬	১১০.২১
	ডুবন্ত বাঁধ	৭৯২.৯৩ (পিআইসি'র মাধ্যমে) ৩.০০ (প্রকল্পের আওতায়)	-
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	২৩৩.৬	৪৪.০৫
	সেচ খালের ডাইক	১০০.৮৪	১৩৪.১৯
৮	বাঁধের ব্রীজ ক্লোজিং দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	৩৬.৭৭	-
৯	বাঁধের রেইনকাট, ঘোগস ইত্যাদি মেরামত (কিলোমিটার)	৪১.৯৬	-
১০	বাঁধের ঢাল স্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)	১৫.২৭	৭.৯০
১১	বাঁধের ঢাল অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)	২০.৮৯	২৩.৬৯
১২	খাল খনন ও পুনঃখনন (লক্ষ ঘনমিটার মাটি)	৭১.৭৯ লক্ষ ঘনমিটার	
	নিষ্কাশন খাল খনন (কিলোমিটার)	-	-
	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১১০৫.২০	৩৩৫.৮১
	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)	-	-
	সেচ খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	৫৮.৮০	-
১৩	খাল হতে কচুরীপানা/আবর্জনা অপসারণ (কিলোমিটার)	১৪৯.০৬	-
১৪	খালের ঢাল প্রতিরক্ষা(কিলোমিটার)	১.০০	৭.৮৭

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০২১-২২ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১৫	জমি অধিগ্রহণ (হেক্টর)	৯৪.৩৬	৫৮০.২৫
১৬	নদী তীর স্থায়ী সংরক্ষণ (কিলোমিটার)	৭৮.২৪	৯২.৮৯
১৭	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত/ শক্তিশালীকরণ (কিলোমিটার)	৭.৮৬	৯.২১
১৮	নদী তীর অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার) (জরুরী আপদকালীন প্রতিরক্ষাসহ)	২৪১.৯৭	২৪.৬৮
১৯	নদ-নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন (লক্ষ ঘনমিটার মাটি)	৯৮৬.৯৭ লক্ষ ঘনমিটার	
	ড্রেজার দ্বারা নদী ড্রেজিং (কিলোমিটার)	২২৪.৯১	৫৬.৩৫
	রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং (কিলোমিটার)	৩১.৫৫	-
	এক্সকাভেটর দ্বারা নদী পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১০৪৯.৫৭	৩৬৯.৬৩
	লুপকাট খনন (কিলোমিটার)	-	০.৩৯
২০	ড্রেজার সরবরাহ গ্রহণ (সংখ্যা)	-	-
২১	পাম্প হাউস নির্মাণ (সংখ্যা)	-	২ (শিমরাইল, আদমজীনগর)
২২	পাম্প সরবরাহ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	-	-
২৩	স্লোজার নির্মাণ (সংখ্যা)		
	হাওর অঞ্চল (অস্থায়ী)	১৩০	-
	উপকূলীয় অঞ্চল	৬	-
	অন্যান্য	-	১
২৪	রাবারড্যাম নির্মাণ (সংখ্যা)	-	১
২৫	ক্রসবার নির্মাণ (সংখ্যা)	১	-
২৬	স্পার নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৭	গ্রোয়েন নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৮	গ্রোয়েন পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	২	১
২৯	স্পার পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	৬	১
৩০	কজওয়ে নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
৩১	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	৩৪	১৬
৩২	রাস্তা নির্মাণ (কিলোমিটার)	২৩.০০	৩২.০০
৩৩	ফ্লাডওয়াল নির্মাণ (কিলোমিটার)	১.০০	৭.০০
৩৪	ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	৫	-
৩৫	ভূমি উন্নয়ন (ঘনমিটার মাটি লক্ষ/হেক্টর এলাকা)	১১৮.৩৫/৪.৬৮	
৩৬	জীপ ক্রয় (সংখ্যা)	১০	
	মোটর সাইকেল ক্রয় (সংখ্যা)	৫০	
৩৭	জলযান ক্রয় (সংখ্যা)	১	
৩৮	বনায়ন (গাছ সংখ্যা)	৬,৩০,০৫৬	
৩৯	সম্পাদিত সমীক্ষা (সংখ্যা)	৭	৭
৪০	ভূমি পুনরুদ্ধার (বর্গ কিলোমিটার)	-	
৪১	সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	৩,৮২৫ (ময়মনসিংহ ঃ চর আলগী)	
৪২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	৪,৬১০ (ময়মনসিংহ ঃ চর আলগী)	

এক নজরে জুন, ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/কর্মকাণ্ডের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৯৩৮	টি
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	৬৫.১৬	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (১৩৯টি সেচধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়িত)	১৬.৪৯	লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪	টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০৮৬.৬২	বর্গ কিলোমিটার
নদী ভাঙ্গন হতে সংরক্ষিত জেলা শহর	৩১	টি
নদী ভাঙ্গন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ	১৪৫৭.২৪	কিলোমিটার
স্পার নির্মাণ	২৫১	টি
ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ	১৯.২২৪	কিলোমিটার
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১৬,৫২৮	কিলোমিটার
ক) উপকূলীয় বাঁধ (১৩৯টি পোল্ডার)	৫,৮১৬	কিলোমিটার
খ) ডুবন্ত বাঁধ (৯৯টি হাওর/হাওর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে)	২,৭২৮	কিলোমিটার
গ) অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৭,৯৮৪	কিলোমিটার
সেচ খালের ডাইক	৩,৬১৩	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	১,৩২৩	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	৪,১৮৩	কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১,১১১	কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫,৩৫৫	কিলোমিটার
নিষ্কাশন খালের দৈর্ঘ্য	৪৫০২	কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৫,৭৬৯	টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	২৩	টি
ক্লোজার	১,৪২৮	টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫,৭৭৬	টি
রাবার ড্যাম (পেকুয়া, মহামায়া, পালাকাটা, কণ্ডয়া, বাগগুজারা)	৫	টি
ড্রেজার সংখ্যা	৪১	সেট
নদী পুনঃখনন	৩,০৮১	কিলোমিটার
নদী ড্রেজিং	১,২৯৪	কিলোমিটার

উপসংহার

গত এক দশকে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় অর্জিত সাফল্য বাংলাদেশকে আরো বেশি উন্নত লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। সরকারের ভিশন-২০২১ এর বাস্তবায়ন অভিযাত্রায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং ২০২৪ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। সরকারের রূপকল্প-২০৪১ এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের "সোনার বাংলা" গড়ার রোডম্যাপ সরকার গ্রহণ করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নয়নবান্ধব জনমুখী সরকার সামাজিক সুরক্ষা বলয় সুদৃঢ়করণ ও এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে, যা প্রতিনিয়তই বর্ধিত হচ্ছে। একটি নদী বিধৌত ও সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ হওয়ায় বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশ রোধে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সংরক্ষিত নদী তীর, নাব্য নদী/খাল ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগুলো এর সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গ হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

রাস্তা, ব্রীজ ও অন্যান্য স্থাপনার চেয়ে সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরিতে বাঁধ ও সংরক্ষিত নদী তীর অনেক বেশি গুরুত্বপুর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তায়ও রয়েছে এর অন্যতম ভূমিকা। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বেশির ভাগ জনপদেরই যোগাযোগ অবকাঠামোসহ দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধের ফলে। রাস্তায় একটি গর্ত থাকলে বা কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাতে চলাচল করা যায় অথবা বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু একটি পোল্ডার/বাঁধ/নদী তীরের একটি নাজুক অংশই তৎসংলগ্ন জনপদের বন্যার বা নদী ভাঙ্গনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যাতে ক্ষতিগস্ত হয় মানুষ, গৃহপালিত পশু, কৃষকের ফসল এবং সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের অন্যান্য অবকাঠামোও। একইসাথে খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়াসহ সামাজিক বিপর্যয়েরও সৃষ্টি হয়। সরকারকে ত্রাণ তৎপরতা চালাতে হয়। সংশ্লিষ্ট জনপদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়ে; যা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনাসহ ছোট-বড় ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদ-নদী এ দেশের

মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। সুতরাং এসব নদীর পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টিজনিত কারণে নদীর দু'কূল উপচিয়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি জমি বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে এবং কোন কোন বছর খরাজনিত কারণে স্বল্প পানি প্রবাহের কারণে সেচ কার্যে পানির অভাব কৃষিকার্যে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এছাড়াও নদী ভাঙ্গন হতে শহর রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা রক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশ যেখানে ৯৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হতো, সেখানে ২০২০-২১ অর্থ-বছরে চালের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৭৬.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায় অতিরিক্ত প্রায় ১১১.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়েছে। সুতরাং একটি সুষম টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ খাতে সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনসহ কাঙ্খিত মাত্রায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হচ্ছে সে দেশের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) এবং তার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, ক্রস-ড্যাম, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ, ডুবন্ত বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ তীর সংরক্ষণমূলক কাজ, নদ-নদী ড্রেজিং ও খাল খনন/ পুনঃখনন, ব-দ্বীপ উন্নয়ন এবং ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহ যেমন কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মিত বাঁধের উপর এলজিইডি ও সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তাও দেশের অর্থনীতিতে পরোক্ষভাবে অবদান রাখে।বাপাউবো'র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কেবল বাঁধের অভ্যন্তরে বন্যার পানির প্রবেশকেই বাঁধা দেয় না, বরং বাঁধের অভ্যন্তরের এলাকাকে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত মানবিক দুর্যোগ থেকেও রক্ষা করে। বন্যার পানি লোকালয়ে প্রবেশ করলে তা জন-জীবন এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। সে প্রেক্ষিতে বাপাউবো বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বাঁধের অভ্যন্তরের এলাকাকে মানবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে, যার সুফল কোন অর্থনৈতিক সূচকে নির্ণয়যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় না। নদ-নদীর পানি সমতল সম্পর্কিত তথ্য এবং বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ইতোমধ্যে জাতীয় নীতি-নির্ধারণী মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ও দূর্যোগের পূর্বাভাস সম্পর্কিত এ ধরণের সেবাকেও কোন নির্ণয় সূচকে সরাসরি পরিমাপ করা যায় না।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন এর সকল পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল প্রকল্পই দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য, দেশের জন্য। এমতাস্থায়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বিষয়ে প্রকল্প সুবিধাভোগী, প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণকেও সচেতন ও যত্নশীল হতে হবে। সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ম্যাণ্ডেটভুক্ত কার্যক্রম হলেও স্থানীয় জনগণ, বোর্ডের প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একার পক্ষে সম্ভব নয়। জলবায়ু পরিবর্তন সহ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশের চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা টেকসইভাবে সমুন্নত রাখতে কৃষি, পানি ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা ও ভিশন বাস্তবায়নের জন্য সরকার ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছে। ডেল্টা প্ল্যানের বিনিয়োগ পরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্পসমূহের সিংহভাগই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়ন করবে। সে লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে প্রত্যেক জেলায় জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি তত্ত্বধায়নে প্রত্যেক জেলায় ছোট নদী ও খাল পুনঃখনন কর্মসূচি এবং নদী, খালে বা তাদের তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কাজ চলমান রয়েছে। বাপাউবো'র কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকল্পে সদর দপ্তর হতে জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ নিয়মিত গণশুনানী আয়োজন, প্রকল্প সুবিধা ভোগীদের সাথে আলোচনা, প্রকল্প এলাকায় দৃশ্যমান জায়গায় বাস্তবায়নাধীন কাজের তথ্য ও দায়িত্বশীলদের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে কমিউনিটি মনিটরিং নিশ্চিত করা হয়েছে। এভাবেই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম আরো বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২১-২০২২ সালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড

১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ, পানি ভবনের মাল্টিপারপাস হল রুমে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ ও মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখ, "রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্পের" আওতায় চলমান কাজ পরিদর্শন করেন, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি।

৯ আগষ্ট ২০২১ তারিখ, পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ রাজবাড়ী শহর রক্ষা বাধে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

২০ নভেম্বর ২০২১ তারিখ, নোয়াখালীর উড়িরচরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ক্রসড্যাম নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ উক্ত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ চাঁপাইনবাবগঞ্জের মহানন্দা নদীতে নির্মানাধীন রাবার ড্যাম প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন।

তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, চরফ্যাশন, ভোলা।

ডিংগাপোতা হাওরের অভ্যন্তরে খাল পুনঃখনন ও ফসল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প, মিরশ্বরাই, চট্টগ্রাম।

মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প, চাঁদপুর।

পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প, জাজিরা ও নড়িয়া, শরীয়তপুর।

মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প, নড়াইল।

যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প, সিরাজগঞ্জ।

চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদী খনন কাজ, নীলফামারী।

কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প, বরিশাল।

বারআউলিয়ায় সী-ডাইক প্রতিরক্ষা কাজ, চট্টগ্রাম।

৪-ভেন্ট রেগুলেটর, চট্টগ্রাম।

সাঙ্গু নদীতে চলমান ড্রেজিং কাজ, চট্টগ্রাম।

প্রতিরক্ষা কাজের ব্লক তৈরীর, চট্টগ্রাম।

নাফ নদীর ডানতীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পূনর্বাসন, কক্সবাজার।

চর আত্রায় চলমান জিওব্যাগ ডাম্পিং, শরীয়তপুর।

নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ, ফরিদপুর।

চলমান পুন:খনন কাজ, সাতক্ষীরা।

নদীতীর সংরক্ষণ কাজের জন্য নির্মিত ব্লকের স্ট্যাক, সিরাজগঞ্জ।

তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প, জয়পুরহাট।

নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজের জন্য তৈরীকৃত ব্লক, সিলেট।

নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ, লক্ষীপুর।

গণকবর এলাকায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের পূর্বের ও পরের স্থির চিত্র, গাইবান্ধা।

WARPO
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

www.warpo.gov.bd